রুপোলী চাঁদ

(সামাজিক নাটক)

আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু
জবাকুসুম হাউস : কলিকাতা-১২

নাট্যোৎসবে অভিনীত

রুপোলী চাঁদ

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

প্রাককথন

দিলীপ কুমার রায়

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৩নং
চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২ থেকে
শ্রীরণজিৎ সেন প্রকাশ করেছেন।

প্রথম প্রকাশ : ১১ই জানুআরী, ১৯৫৮

দাম : ২'৫০

প্রচ্ছদশিল্পী : রণেন আয়ন দত্ত

২০৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, লক্ষ্মী-সরস্বতী
প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ পান
বইটি ভার নিয়ে ছেপেছেন।

এই লেখকের

নাটক : ধৃতরাষ্ট্র

উপন্যাস : মধুরাই

ছোট গল্প : ছিলেন বাবুর দেশে ও অন্যান্য গল্প (যন্ত্রস্থ)

মুখোস দল এই নাটক প্রথম অভিনয় করে থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে, রবিবার ৫ই জানুআরী ১৯৫৮। সেই রজনীর ভূমিকালিপি।

বিশু	অমরেশ দাসগুপ্ত
নিতাইবাবু	গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
হরিপদ	তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়
সরযূ	ধারা রায়
দেবব্রত	রবীন্দ্রলাল রায়
অজিত	রথীন সেন
খুড়ো	হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী	কৃষ্ণা রায়
মায়া	হিল্লোলা আয়ন দত্ত
সমর	স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজেন মল্লিক	গোপালকৃষ্ণ রায়
জগদীশ	শৈলেশ গুহনিয়োগী
সন্তু	তরুণ রায়
ভদ্রলোক	যামিনী মিত্র
সতীন	প্রণবেশ বর্দ্ধন
ভোলা	অসিত রায়
মদন	মোহন মিত্র
নিত্যানন্দ	সুনীল সিংহ
পঞ্চানন	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
ইন্সপেক্টর	শিবকুমার সর্মা
নিবারণ	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য
পুলিশ	সৌমেন চক্রবর্ত্তী

প্রাক্কথন

বছর সাত আট আগে শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে আলাপ করে মনটা একদিকে যেমন খুসি হয়েছিল, তেমনি একটু অস্বস্তিও বোধ করেছিলাম প্রথম দিকে। ইনি যে নির্ভেজাল বাস্তববাদী, ওরফে রিয়ালিস্ট।

কিন্তু মনের প্রকৃতি বিচিত্র, ধনঞ্জয় বৈরাগী বাস্তববাদী জেনেও তাঁর স্বভাবের গুণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে পারলাম না। একটা কারণ ছিল সম্ভবতঃ এই যে, মন একটু ভরসা পেল দেখে, যে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে বড় প্রেমিক, কবি ও নাট্যকার বলে মানেন। এ যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জল আদর্শবাদে অনেকেই সাড়া দেন না দেখতে পাই। কারণও দুর্বোধ্য নয়; বাস্তববাদীরা সব আদর্শবাদকে মনে করে থাকেন মাটি ছাড়া, উদ্ভট সুতরাং শিল্পে বর্জনীয়। কিন্তু হ'লে হবে কি, আমি আবাল্য তাঁর স্বপ্ন তথা আদর্শবাদের আবহাওয়ায় মানুষতো, কাজেই ভালবেসে এসেছি মানুষের মহত্বকে, ও ঔদার্যকে, আদর্শের জন্যে ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবকে বরণ করাকে, সাহেব পুরাণে যাকে বলে putting all one's eggs in one basket or burning one's boats.

সম্ভবতঃ ধনঞ্জয় বৈরাগী দ্বিজেন্দ্রলালকে ঠিক সেজন্যে ভাল বাসেননি যেজন্যে বেসেছিল দিলীপ রায়। তবে দুটি পথিকের প্রেমের লক্ষ্যে মিল থাকলে পথ চলাতে স্নেহ ও দরদ উপচিত না হয়েই পারে না। ফলে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আত্মীয় বলে বরণ করে নিলাম দুর্গা বলে।

তারপর ওঁর কয়েকটি গল্প পড়ি। এদের মধ্যে 'পচা ফল' নামে একটি গল্প পড়ে শুধু যে মুগ্ধ হই তাই নয় উৎফুল্লও হয়ে উঠি জেনে যে ওঁর বহিরাবরণ বাস্তববাদীর হলেও অন্তরের অন্তঃপুরে আদর্শবাদকে উনি সাদরেই জিইয়ে রেখেছেন।

এখন ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রুপোলী চাঁদ' নাটকটি পড়ে চমকে উঠলাম। এই তো ইউরেকা! এই তো চাই দেখানো, যে মানুষ তার লাখো অভাব অনটন পিছুটান কার্পন্য লোভ মোহ সত্ত্বেও ভোলে না, ভুলতে পারে না, নিজের মহত্তর স্বরূপকে, সত্তাকে। ধনঞ্জয় বৈরাগী সচরাচর নিপুণ ভাবেই দেখান মানুষের দৈনন্দিন হীনতা দীনতা নীচতা অসারতা—কী নয়? কিন্তু রুপোলী চাঁদে তাঁর লক্ষ্য তো মানুষের নগণ্যতা ও জঘন্যতার অপ্রতিবাদ্য ফটোগ্রাফি নয়—তিনি সজাগভাবেই চান মানব চরিত্রের ব্যাপক গ্লানি অশুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলতে তার অন্তর্লীন মহত্ব, কারুণ্য, সৎসাহস ও দিলদরিয়া মহাপ্রাণতাকে।

নাটকের প্রাণ সংঘর্ষ (Conflict) ও উদ্বেগ (Suspense)। উপন্যাসেও এ দুটি গুণ কম বেশী থাকেই—মানে ভাল উপন্যাসে, কিন্তু উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য তার গল্প রস। এ গল্প চিত্তাকর্ষক হলেই উপন্যাস উৎরালো। সংঘর্ষ ও উদ্বেগ যদি সেখানে পাই তবে সেটা উপরিলাভ। কিন্তু নাটকের স্বধর্ম হল চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, তথা ভাবের সঙ্গে ভাবের সংঘর্ষ, আর এই সংঘর্ষ আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করে রাখে উদ্বেগ জাগিয়ে রেখে—কী হয় কী হয়!

'রুপোলী চাঁদ' নাটকে নাট্যকার সংঘর্ষ ও উদ্বেগ ঘনিয়ে তুলেছেন তার আগেকার নাটক 'ধৃতরাষ্ট্রের' মত। আমার নিজের মতে এ নাটকটি 'ধৃতরাষ্ট্রের' চেয়ে বেশী ভাল লেগেছে প্রধানত তিনটি কারণে।

এক। এর চরিত্রগুলি বেশী জীবন্ত ও ঘটনাপ্রবাহ বেশী সহজ সুরে চলেছে তর তর করে।

দুই। এর নানা ঘাত প্রতিঘাত বেশী বিশ্বাসযোগ্য। সমরসেট মম বলেছেন ঠিকই, নাটক নভেলের কোথাও পড়ে যদি পাঠকের মনে হয়—'এমন হয় না,' তাহলেই লেখক ডুবলেন। বস্তুতঃ সব আর্টেরই সেরা নৈপুণ্য ফুটে ওঠে চিত্রনীয়কে জীবন্ত তথা বিশ্বাসযোগ্য করার মধ্যে। এ নাটকটির চরিত্রগুলি সবই জীবন্ত—বিশেষ করে খুড়ো, সতু, সাবিত্রী, বিশ্বনাথ ও সরযূ।

তিন। এতে পাই মানুষের মধ্যে সেই শক্তির পরিচয় যা তাকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা কাটিয়ে সত্যিকার মনুষ্যত্ব লোকে উত্তীর্ণ করতে পারে, যে নিয়তির চাপে মরেও মরে না ও হৃদয়ের ডাকে সাড়া দেয় বিচক্ষণতার নিষেধ না মেনে।

এ ছাড়া 'রুপোলী চাঁদ'-এ সংলাপের সচ্ছন্দতা ও স্বাভাবিক ত্বরিৎ গতি মনে হয় সবাইকে তৃপ্তি দেবে। বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবার বস্তিতে বাস করেন কীভাবে ও বস্তির হাজার দৈন্যের মধ্যেও যে বাঙালী তরুণ তরুণী, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়রা কিভাবে স্নেহ মমতা ও পরচর্চা দরদ ও ঈর্ষা আনন্দ ও বিষাদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের মনের খোরাক সঞ্চয় করে থাকেন তার চিত্রন মনে হয় শুধু বাস্তববাদীদেরই নয় আদর্শবাদীদেরকেও ভরসা দেবে যে দুঃখ দৈন্যের জগদ্দলন চাপেও হয়তো আমরা নিষ্পিষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না—কেননা আজও আমরা বিশ্বাস হারাইনি মানুষের মহত্বে, বন্ধুত্বে, অপরিণামদর্শী ঔদার্যে ও সর্বোপরি নরনারীর প্রেমে যে এ যুগের লব্ধ প্রতিষ্ঠ রিয়ালিজমের ভয়াল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও বলবার শক্তি ধরে: যাকে

ভালবাসি তার সুখেই আমার সুখ, কেন না এই হল ভালবাসার ধর্ম—"তৎসুখ সুখিত্বম্"।

পরিশেষে 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকের শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করবো—তাতে সায় দিতে চেয়ে, নাট্যরচনা পদ্ধতিতে এ নাটকে নবযুগের উজ্জ্বল সূচনা সুস্পষ্ট।

হরিকৃষ্ণ আশ্রম
পুণা ৫ — শ্রীদিলীপ কুমার রায়
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭

প্রথম অঙ্ক

[কলকাতার সহরতলীতে বিশ্বনাথের গ্যারেজ। তাদের ইঁট বার করা বাড়ী আর লাগোয়া বস্তীর মাঝখানের জায়গাটা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে বিশ্বনাথ তার কারখানা চালু করেছে। বহুদিনের পুরোন বুড়ো বটগাছটা এই গ্যারেজের এক কোণে পূর্ণ আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়সের সম্মান দিয়েই যেন গুঁড়ির কাছটা এখানকারই কোন বিত্তশালী ভদ্রলোক সিমেণ্ট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। তারই ওপর বিরাজমান অনেকগুলো সিঁদুর মাখানো কালো গোল পাথর। এখানে দেবতার জন্ম কবে হয়েছিল, বিশুদের মত যারা নবীন তারা জানেনা; কিন্তু তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে এদের কার্পণ্য নেই। তাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বস্তীর মেয়েরা গ্যারেজের মধ্যে এসে এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ফুলজল দেবতার চরণে দিয়ে যায়।

মঞ্চের বাঁদিকে বুড়ো গাছ আর তারই উল্টোদিকে একটা ভাঙ্গা গাড়ী ইঁটের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে, মিস্ত্রীরা হয়তো তলায় শুয়ে কাজ করে। বোঝা যায় এই গাড়ীর পাশে আছে অদৃশ্য অনেক গাড়ী, যেখানটা পুরোদস্তুর কারখানা। ঠক্ ঠক্, ঠন্ ঠন্ শব্দই তার প্রমাণ দেয়। বাঁদিকে গাছের পাশ দিয়ে গেলে সোজা যাওয়া যায় বস্তীর মধ্যে। পিছনদিকে বিশুদের ভাড়াটে বাড়ীর দেওয়াল ইঁট বার করা শ্যাওলামাখা। আর একটা রঙ ওঠা দরজা। এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাসিন্দারা অনেক সময় সামনের স্বল্পপরিসর জায়গায় এসে বসে। এ যেন বৈঠকখানা। বিশেষ করে পাড়ার অনেকেরই

আনাগোনা এইখানে। সেই কারণেই গাছের তলায় সারাক্ষণই পাতা থাকে. একটা বেঞ্চি, কয়েকটা ভাঙা টুল আর কেরোসিন কাঠের বাক্স।

পর্দা উঠলে দেখা যায়, বিশু গাড়ীর তলায় শুয়ে কাজ করছে। রবিবার, সকাল আটটা বাজে। আদ্দির ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন মাঝারী বয়েসী সৌখীন ভদ্রলোকের প্রবেশ। দেখলেই মনে হয় বেশ রাসভারী লোক। তিনি ভেতরে ঢুকে হাতের কাগজের সঙ্গে বাড়ীর নম্বর মেলাতে চেষ্টা করেন; পরে বিশুকে কাজ করতে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করেন।]

ভদ্রলোক—এটা আটত্তরের পাঁচ বাই সি?

[কোন উত্তর নেই, ঠক্ ঠক্ গাড়ী মেরামতের শব্দ]

ভদ্রলোক—(একটু জোরে) এটা কি আটাত্তরের পাঁচ বাই সি?

বিশু—রাস্তার নাম?

ভদ্রলোক—বিরু হালদার লেন।

বিশু—কাকে চাই?

ভদ্রলোক—হরিপদবাবু বাড়ী আছেন?

বিশু—থাকতে পারেন।

ভদ্র—একটু খবর দেবে?

বিশু—দেব।

ভদ্র—ব'লো নিতাইবাবু এসেছেন।

বিশু—একলা?

ভদ্র—তার মানে?

বিশু—জিজ্ঞেস করছি সঙ্গে আর কেউ আছেন নাকি?

ভদ্র—না।

বিশু—তাহ'লে বসুন।

ভদ্র—কোথায় ?

বিশু—ঐ বৈঠকখানায়।

ভদ্র—তোমার তো মুখটাই দেখতে পাচ্ছিনা। কোনদিকে যাব ?

বিশু—আবার যাবেন কোথায় ? বসুন না গাছতলায়। ঐটেকেই আমরা বৈঠকখানা বলি।

[ভদ্রলোক চারদিক দেখে খাটিয়ার ওপর বসেন। তখনও বিশু ঠক্ ঠক্ শব্দ করছে। একটু পরে।]

ভদ্র—ওহে, একটু তাড়াতাড়ি বাবুকে খবরটা দাওনা।

বিশু—(গাড়ীর তলা থেকে বেরুতে বেরুতে) ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে। এত তাড়া কিসের ?

ভদ্র—জরুরী দরকার আছে।

বিশু—(জুট দিয়ে হাতের কালি মুছতে মুছতে) বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি ?

ভদ্র—কি করে জানলে ?

বিশু—কথা হচ্ছিল শুনছিলাম। তা মেয়েটি কাজে কম্মে কিরকম ?

ভদ্র—কাজে কম্মে !

বিশু—ওটা জেনে রাখা ভাল। আজকালকার মেয়েরা গান বাজনা, লেখাপড়া নিয়েই থাকে কিনা; ঘর-সংসারের কাজটা তেমন—

ভদ্র—(রেগে) তুমি হরিপদবাবুকে খবরটা দেবে, নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে বকবে ?

বিশু—বাজে কথা একটুও বলিনি। দেখছেন তো ঐ ইট বারকরা ভাঙ্গা বাড়ী। আপনার মেয়ের এখানে এসে তো আর গানবাজনা করলে চলবেনা। বাসনমাজা, কাপড়কাচা—

ভদ্র—থামবে? সব জিনিসের একটা সীমা আছে। তুমি যদি খবর না দাও, আমিই ভেতরে গিয়ে—

[কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে হরিপদবাবুর প্রবেশ, বয়স ষাটের কাছাকাছি। লম্বা, ভারী শরীর। পায়ে বাত, লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন। ভদ্রলোককে দেখে হেসে এগিয়ে এসে।]

হরিপদ—আরে নিতাইবাবু, আপনি এসে গেছেন?

ভদ্র—এসেছি এখন নয়, আধঘণ্টা আগে।

হরিপদ—বলেন কি? আধঘণ্টা আগে, অথচ আমাকে একটা খবর পাঠাননি।

ভদ্র—খবর পাঠাবো কি করে, এই গুণধরটিকে তখন থেকে বলছি—

হরিপদ—ও! বিশুর কথা বলছেন। ঐতো আমার ছেলে বিশ্বনাথ। (বিশুকে) বিশু, নিতাইবাবুকে প্রণাম কর।

বিশু—হাতে বড় কালি লেগেছে। ধুয়ে আসি।

হরিপদ—তা এসো আর ঐ সঙ্গে দিদিকে ব'লো চায়ের জল চাপাতে। আমরা একটু বাদেই ভেতরে যাচ্ছি।

[বিশুর বাড়ীর ভিতর প্রস্থান]

ভদ্র—না না। জলযোগের ব্যবস্থা করবেন না। আমি তো অজিতকে বারণ করেই দিয়েছিলাম।

হরিপদ—তা হলেও আজ এই প্রথম এলেন। তার ওপর একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবার সুযোগ রয়েছে; না খাইয়ে তো ছাড়বোনা।

ভদ্র—আহা, সে লৌকিকতা পরে হবে এখন। অজিত কোথায়?

হরিপদ—অজিত এখনও আসেনি। ওদের নিয়ে তো ঐ মুস্কিল। ঠিক কাজের দিনে কোথাও না কোথাও আটকে পড়বে।

ভদ্র—আপনার ছেলে শুনেছিলাম 'বিজ্‌নেসম্যান'।

হরিপদ—হাঁ, ও নিজেই গ্যারেজ করেছে। মোটরের কারখানা। নিজের ছেলে বলে বলছিনা। ব্যবসায় ওর বুদ্ধি বেশ।

ভদ্র—হুঁ. নিজের হাতেই বুঝি সব কাজকর্ম করে?

হরিপদ—দরকার পড়লে করে বোধহয়। বুঝতেই তো পারছেন ছোট গ্যারেজ।

ভদ্র—হুঁ, এ বাড়ীটাতো আপনারই?

হরিপদ—হাঁ, অনেকদিন সারানো হয়নি আর কি। ইচ্ছে আছে বিশুর বিয়ের সময় রং করাবো। আরে মশাই সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের সময় এত রঙ ঢঙ করা ছিলনা। সাদা হোয়াইট ওয়াস্ করে রাখতো। এখন দেখছি রংয়ের যুগ। লাল, নীল, হলদে, সবুজ—লজ্জার কথা বলবেন না, ঠাকুমারা পর্যন্ত গালে রং মাখছে।

ভদ্র—হুঁ. আপনার ছেলে পড়াশুনো বোধহয়—

হরিপদ—ঐ ম্যাট্রিক পর্যন্ত। তার বেশী আর পড়তে চাইল না। আমি তখন 'থ্যাকার কোম্পানী'তে কাজ করি। ভেবেছিলাম পাশটা করলে বিশুকেও এ অফিসে ঢুকিয়ে দেব। সাহেবদেরও বলে রেখেছিলাম। হাজার হোক একটা সাহেবী কোম্পানী'তে চাকরী।

ভদ্র—তা তো বটেই, কিন্তু হ'লো না কেন?

হরিপদ—বিশু ইতিমধ্যে মোটর মেকানিকের কাজ শিখতে লেগে গেল; আমাদেরই পাড়ার রাজেনবাবুর গ্যারেজে। সে সময় আমি খুব রাগারাগি করেছিলাম। তবে দেখলাম ওর বুদ্ধি আছে। বছর পাঁচেক না যেতেই নিজে গ্যারেজ

করে ফেললো। তা সত্যি কথা বলতে কি, আমি যা মাইনে পেতাম তার অনেক বেশী বিশু রোজকার করে।

ভদ্র—রোজকার তো হবেই। তবু লেখাপড়াটা, অন্ততঃ একটা পাশ—

হরিপদ—কিন্তু পড়াশুনা ও করে। নিজের ছেলে বলে বলছিনা। রোজ রাতে কাজকর্ম সেরে বই কাগজ ওণ্টায়।

ভদ্র—সে অবশ্য আপনারাই ভাল বলতে পারবেন। আমার পক্ষে মানে ঐ প্রথম অভ্যর্থনাটায় একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আর কি।

হরিপদ—না, না। ও আপনাকে বুঝতে পারেনি। ভেবেছে হয়তো কোন Customer এসেছে। নইলে কিন্তু ওরকম ছেলেই নয়। কারখানার কাজ নিয়ে থাকলে কি হবে, এমন শান্ত স্বভাব আর অমায়িক ব্যবহার।

[বাড়ীর ভেতর থেকে বিশুর চীৎকার, চাকরকে বকছে, ফের মিথ্যে কথা। হতভাগা একটা কাজে নেই। নিষ্কর্মার ঢিপি, বেরোও, বেরোও এখান থেকে।

হরিপদবাবু ও ভদ্রলোক আড়ষ্ট হয়ে কথাগুলো শোনেন। এক রকম প্রায় মারতে মারতেই চাকরটাকে বিশু বার করে আনে। এদের সামনে দিয়েই বাড়ার বাইরে বার করে দেয়। নিজের মনেই গজরাতে থাকে।]

বিশু—নিবারণটা এমন বদমাইশ হ'য়েছে, একেবারে কথা শোনেনা। তিনদিন ধরে চেঁচামিচি না করলে একটি কাজ ওকে দিয়ে করানো যাবেনা। দিলাম ওকে দূর করে তাড়িয়ে। খবরদার আর বাড়ীতে ঢুকতে দিওনা।

হরিপদ—আহা ! এসব চেঁচামেচি পরে হবে এখন।

বিশু—ঐ পরে পরে করেই তো এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এসব লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।

[বিশু বেশ রাগতে রাগতেই বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। হরিপদবাবু কি বলে কথা শুরু করবেন ভেবে পাননা।]

হরিপদ—সত্যি আজকালকার চাকরবাকরগুলো যা হ'য়েছে। কই আমাদের সময়তো এরকম ছিলনা, পান বিড়ি সিগ্রেট সিনেমা, এক একটি নবাবপুত্তুর।

ভদ্র—আমি আজ তা'লে উঠি।

হরিপদ—এখনি উঠবেন কি—এখনও অজিত এলোনা, তা ছাড়া চা জলখাবার—

ভদ্র—ব্যস্ত কি, আর একদিন হবে এখন।

হরিপদ—না, না, সে হ'তেই পারেনা।

[নেপথ্যে বিশু—তা আমি কি করব? তুমিই নিয়ে যাওনা, অজিতদারই তো চেনা লোক, অত লজ্জার কি আছে।

সরযূ—চাকরটাকে তো খুব মেজাজ দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলে, ভদ্রলোক যে তখন থেকে বসে আছেন, দয়া করে নিয়ে যাও।

বিশু—আমার বয়ে গেছে; ওরকম ভদ্রলোক ঢের ঢের দেখেছি।

সরযূ—আঃ শুনতে পাবেন।]

ভদ্রলোক—(কথা শুনে বিরক্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে) আমি তাহ'লে এখন যাই।

হরিপদ—(হতাশ স্বরে) আসুন।

[ভদ্রলোক চলে যাবার পর হরিপদবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিরস মুখে খাটিয়ার ওপরে বসেন। কাগজটা টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন,

একটু পরে হাতে খাবার, মাথায় ঘোমটা দিয়ে সরযূ ঢোকে, ভদ্রলোককে না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়।]

সরযূ—নিতাইবাবু চলে গেলেন ?

হরিপদ—হ্যাঁ।

সরযূ—চা মিষ্টি না খেয়েই !

হরিপদ—তাড়া ছিল।

সরযূ—মেয়ে দেখার কথা কিছু বলে গেলেন ?

হরিপদ—না।

সরযূ—তা হলে কি ছেলে পছন্দ হ'লোনা ?

হরিপদ—হলেই আশ্চর্য হ'তাম।

সরযূ—হ্যাঁ, বিশুটাও যা। আজকে ছুটির দিন, তবু কালিঝুলি মেখে গাড়ী সারাতে গেল, কতবার বললাম একটা কথাও যদি শোনে। সবতাতে বাড়াবাড়ি। আজকে নিবারণটাকে তাড়াবার কি দরকার ছিল ?

হরিপদ—আমাকে বলে কোন লাভ আছে, তাকেই বলনা।

সরযূ—দরকার নেই বাবা, এখনি আবার পাঁচটা কথা শুনতে হবে, মিছিমিছি কতগুলো খাবার কেনা হলো।

হরিপদ—অজিতও আসবে, ওকে ভাল করে খাইও। (একটু থেমে) হ্যাঁরে অজিতের সঙ্গে আমার দাদাভাই আসবে তো ?

সরযূ—না বোধ হয়, ওর ঠাকুমা নাতিকে ছেড়ে এক মিনিট থাকতে পারেন না।

হরিপদ—তাহলে বেয়ানকে আমার নাম করে বলিস, নাতিকে শুধু নিজের কাছে আটকে রাখলে চলবে কেন ? এখানেও যে একটা বুড়ো দাদু রয়েছে, সে কথা মনে রাখতে হবেতো।

[দেবব্রতর প্রবেশ, হাতে বাজারের থলি, পরনে ধুতি গেঞ্জী, পায়ে তালতলার চটি, হরিপদবাবুর সমবয়সী, ভারী শরীর। বেশী বক্ বক্ করেন। বিলাতী কোম্পানীতে বড়বাবু পর্যন্ত হয়ে রিটায়ার করে এখন দেশী ফার্মে কাজ করছেন।]

দেবব্রত—এই যে হরিপদ দা, ভাবলাম, তোমার খবরটা নিয়ে যাই। বাজার করে ফিরছিলাম। উঃ যা মাগ্যি গণ্ডার বাজার। এই যে মা সরযূ, কি খবর? সব ভাল তো? কবে এলে?

সরযূ—কাল সন্ধ্যেবেলা।

দেবব্রত—বেশ, বেশ, বাবাজীর খবর ভাল? খোকার? বিশু কোথায়?

হরিপদ—ভেতরে।

দেবব্রত—ছেলের বাহাদুরী আছে। আমি তো ওকে বলি, বিশ্বনাথ দি বিশ্বকর্মা, রাজুবাবুকে একেবারে কানা করে দিয়েছে, এই তো, এখুনি বাজারে দেখা, মুখ শুকিয়ে এতটুকু। পুঁই ডাঁটা কিনছে। আমাকে দেখেই বগলদাবা করে এক কোণে টেনে নিয়ে গেল। ইনিয়ে বিনিয়ে কত-কথা, যাতে আমি বিশুকে বুঝিয়ে আবার ওর গ্যারেজে পাঠিয়ে দিই।

হরিপদ—রাজুবাবুর তাহলে এতদিনে খেয়াল হয়েছে।

দেবব্রত—খেয়াল হবে না! যত বড়লোকের গাড়ী, সব যে এখন বিশুর গ্যারেজে। এই তো আমাদের অফিসের অফিসার সিং সাহেব বলেন, বিশুর গ্যারেজে দেবার পর থেকে ওর গাড়ী একেবারে নতুন হয়ে গেছে। ইংরাজীতে ঠাট্টা করে বলেন, রিজুভিনেটেড্, মানে যৌবন ফিরে পেয়েছে আর কি।

[দেবব্রত নিজের রসিকতায় হাসে। সরযূ যেন লজ্জা পায়, আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়।]

হরিপদ—আজ তোমার ওখানে তাসের আড্ডা বসছে তো?

দেবব্রত—রবিবারের দুপুর, বসবে না! আমাদের তো ঐ একটি মাত্র রিক্রিয়েসন্। সারা সপ্তাহ খেটে, একদিন তাসে বসি। নো সিনেমা, নো থিয়েটার। কত বুড়ো দেখেছি এখনও ফুটবলের মাঠে কিউ দিচ্ছে! আমি যাইনা। নেভার, নেভার।

হরিপদ—ক' সপ্তাহ যেতে পারিনি। আজ যাবো তোমাদের আড্ডায়। সবাই আসে?

দেবব্রত—নিশ্চয়ই। বিপিন, অনুকূল, বুড়োদা, ভট্টাচার্যি বাড়ীর সেই গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক, সকলে।

হরিপদ—খুড়ো যায় না?

দেবব্রত—(আমতা আমতা করে) ও যায় মাঝে মাঝে।

হরিপদ—হুঁ, খুড়ো আজকাল দেখছি তোমার ওখানে খুব একটা দরকার না পড়লে যায় না। ব্যাপারটা কি বলতো?

দেবব্রত—দেখ, আমিও কদিন ধরে তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম, এই খুড়োর ব্যাপার নিয়ে। মানে ওর ঐ মেয়েটা।

হরিপদ—মায়া?

দেবব্রত—হ্যাঁ, পড়াশুনো করছে। কলেজ যাচ্ছে। সবই ভাল। কিন্তু বড় হাল্কা।

হরিপদ—কি বলছ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

দেবব্রত—কি জানি, আমার তো মনে হয় একটু বেশি গায়ে পড়া।

হরিপদ—ওঃ, (একটু থেমে) আমার অত চোখে পড়েনি।

দেবব্রত—আমার মেজ ছেলেটা, সমর। চালাক চতুর। বিলিতী
কোম্পানীতে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মায়াটা যেন
সর্বক্ষণই ওর পেছনে ঘুর ঘুর করে।

হরিপদ—এ নিয়ে কোন কথা উঠেছিল নাকি?

দেবব্রত—হ্যাঁ, খুড়োকে একটু এ নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ও
যেরকম, কোন কথা কানেই তুলল না। হেসেই অস্থির।
কিন্তু তারপর থেকেই আসা যাওয়াটা কমিয়ে দিয়েছে।
(হরিপদর কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে) যাক গে,
ও সব কথা পরে হবে। যাই আবার। বাজারটা আটকে
রাখলে গিন্নী আবার চেঁচামেচি সুরু করবে। (উঠে যেতে
যেতে) তাহলে আসছ তো?

হরিপদ—হ্যাঁ দুপুরে যাবো।

[দেবব্রতর প্রস্থান। বাইরে থেকে ওর গলা শোনা যায় "এই যে
বাবাজী। সকাল বেলায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে না, কান টানলেই
মাথা আসে। যাও যাও, ভেতরে যাও। আবার পরে দেখা হবে।
আজকের দিনটা আছ তো?" গলার আওয়াজ দূরে চলে যায়। সঙ্গে
সঙ্গে অজিত ঢোকে। বছর তেত্রিশ বয়েস। রোগা লম্বা। পরনে
আদ্দির পাঞ্জাবী, ধুতি। মুখ বেশ গম্ভীর।]

হরিপদ—এস অজিত, বড্ড দেরী করে ফেললে?

অজিত—না আমি এসেছি খানিকক্ষণ আগে।

[হরিপদবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তোলেন]

অজিত—এই মোড়ের মাথায় নিতাইবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি এখান
থেকেই ফিরছিলেন। সব শুনলাম।

হরিপদ—ও সবই শুনেছ! তাহ'লে তো আর বলার কিছু নেই।

অজিত—বিশু এখন যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে সোজাসুজি ওর সঙ্গে তো একটা কথা বলার দরকার। আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করে এলাম এখানে আসবার জন্তে, তাকে যদি এভাবে অপমান করা হয়।

হরিপদ—ঠিক কথা, অপমান করার জন্তে তো আর তুমি তাকে নেমন্তন্ন করোনি। এরকম জানলে তুমি তাকে ডাকতে না, তুমি কেন আমিও ডাকতাম না।

অজিত—ভদ্রলোক যে ভাবে আমার সঙ্গে কথা বল্লেন, তাতে লজ্জায় আমার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। সোঁদরপুরের দত্ত বাড়ীর সেজ তরফের কর্তা, নিজে এলেন। তাকে না বল্ল বসতে, না করল খাতির যত্ন। কি আর বলবো।

হরিপদ—আরে ছি ছি ছি (কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে) সরযু, অজিত এসেছে। চা দাও, চা।

অজিত—আমি কিন্তু এ নিয়ে বিশুর সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলতে চাই।

হরিপদ—স্পষ্ট কথা, বিশুর সঙ্গে? তা বল না, আমি না হয় ততক্ষণ বাড়ীর ভেতরে যাই।

অজিত—না, না, আপনার সামনেই কথা বলবো।

[অজিত দরজার কাছে গিয়ে ডাকে, বিশু, বিশু। বিশু বেরিয়ে আসে। পরনে লুঙ্গি। খালি পা। পায়ে রবারের চটি। সবে চান সেরে এসেছে। চুল আঁচড়ানো হয়নি। হাতে গামছা।]

বিশু—আমায় ডাকছো?

অজিত—তুমি জানতে, নিতাইবাবুকে আমি আজ এখানে আসতে বলেছিলাম?

বিশু—নিতাইবাবু, কোন্ নিতাইবাবু? ও সেই ফুলবাবুটি। যিনি সকালবেলা এসেছিলেন?

অজিত—হাঁ।

বিশু—জানতাম।

অজিত—তবে তার সঙ্গে তুমি ওরকম ব্যবহার করেছ কেন?

বিশু—কিরকম ব্যবহার?

অজিত—এটা রসিকতা করবার সময় নয়। তিনি বলছেন, তাঁকে অপমান করা হয়েছে।

বিশু—তা যদি করা হয়ে থাকে, আমি করিনি। হয় তো অন্য কেউ করেছে।

অজিত—অন্য কেউ করেছে, এখন ভাল মানুষ সাজছো? ছুটীর দিনে ঐ ভাবে কালিঝুলি না মাখলেই কি চলতো না?

বিশু—কাজ ছিল।

অজিত—সেটা অন্য সময় করলেই হ'তো। এতে উনি কি মনে করলেন? তুমি একটা মিস্ত্রী।

বিশু—(হেসে) আমি তো মিস্ত্রীই অজিত দা।

অজিত—আমি জানি তুমি মিস্ত্রী। কিন্তু সেটা ঢাক পিটিয়ে জাহির না করলেই কি নয়?

বিশু—জাহির করবো কেন? আমি যা, আমি তাই। দাঁড়কাক তো দাঁড়কাক। ময়ূরের পালক লাগাব কেন? (একটু থেমে) মিস্ত্রীর বাড়ী মেয়ে দিতে হলে কি অবস্থায় হয়তো পড়তে পারেন, তাই চোখে দেখে গেলেন। এখন বিয়ে দেওয়া, না দেওয়া তার ইচ্ছে। ও সব ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ আমার কাছে নেই।

অজিত—বাঁদরের গলায় কেউ মুক্তার হার দেয় না।

[সরযূর প্রবেশ]

সরযূ—বাবা তুমি নাইতে যাবেতো? চানের জল দিয়েছি।

হরিপদ—(ব্যস্তভাবে) এত দেরী, তোরা যা হয়েছিস, সকাল থেকে জলের জন্তে বসে আছি। বাতের ব্যথাটাও বুঝি বেড়ে গেল। তার ওপর চাকরটাও নেই।

বিশু—জগুর ভাইটা তো ক'দিন থেকে কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করছে। ওকেই আজ সন্ধ্যে থেকে আসতে বলে দেব'খন।

হরিপদ—দেখ, একটা লোক তো দরকারই। (বাড়ীর ভিতর প্রস্থান)

সরযূ—তুমি হাত মুখটা ধুয়ে নেবে, না চা এখানেই নিয়ে আসবো?

অজিত—না, আমি আর এখন কিছু খাব না।

সরযূ—কেন?

বিশু—(বেঞ্চির ওপর বসতে বসতে) অজিত দা রেগে গেছে।

সরযূ—কার ওপর?

বিশু—কার ওপর আবার। দুনিয়া শুদ্ধ লোক যার ওপর রেগে আছে। রাজুবাবু চটে গেছেন আমি গ্যারেজ করেছি বলে। মেয়ের বাপ চটে গেছে আমি ভদ্রতা করিনি বলে, অজিত দা চটে গেছে—

অজিত—থাক, তোমাকে আর রসিকতা করতে হবে না। (সরযূকে) তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি এখনি বীণাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি। তোমায় নিয়ে যাব।

সরযূ—ঠাকুরঝি কি কয়েকদিন থাকবে আমাদের কাছে?

অজিত—মা তো তাই বলতে বলেছে।

[অজিত দরজার দিকে গেলে বিশু আগলে দাঁড়ায়]

বিশু—খবরদার অজিত দা! না খেয়ে এখান থেকে নড়বার চেষ্টাটি কোরোনা। একেবারে রক্তারক্তি হ'য়ে যাবে বলে দিচ্ছি। দিদিটাও যা বোকা। যাও মিষ্টিটিষ্টি কি আছে, নিয়ে এসো। দেখবে তোমার গৌর নিতাইয়ের মিষ্টির থালা, আমরা শালা ভগ্নীপোতে পাঁচ মিনিটে উড়িয়ে দেব।

[সরযূর হেসে প্রস্থান। বিশু অজিতকে টানতে টানতে বেঞ্চিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়।]

অজিত—(অনেকটা শান্ত হ'য়ে) কিন্তু যাই বল বিশু, তোমার এখন একটু বোঝা উচিত। এ বাড়ীতে একটা মেয়ে না এলে—

বিশু—তোমার একটা শালাজ দরকার তো? আলবত এনে দেব।

অজিত—কে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। একটা বংশ বলে জিনিস আছে মানো?

বিশু—নিশ্চয়ই! তা নইলে বংশধর আসবে কি করে? (হেসে অঙ্গভঙ্গি করে) মানে ব্যাম্বু হোলডার—

অজিত—খালি ঠাট্টা—এই যে নিতাইবাবু, সোঁদরপুরের দত্ত বাড়ীর সেজ তরফের কর্তা। এদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ হ'লে সমাজে সাড়া পড়ে যায়।

বিশু—একটু গোলমেলে ঠেকছে অজিত দা। সোঁদরপুরের সেজ তরফের কর্তা হঠাৎ এই এঁদো গলির মিস্ত্রীকে জামাই করবেন কেন?

অজিত—আহা! অবস্থা পড়ে গেছে তো। জমিদারী টারিতো এখন নেই। তাছাড়া বলতে নেই, ভদ্রলোকের মেয়েও পাঁচ ছটি। আমার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। মনে কর না, তুমি আমার সম্বন্ধী—তাছাড়া দাবী দাওয়া তেমন নেই।

বিশু—ও হো! অবস্থা পড়ে গেছে! গিলে করা পাঞ্জাবী দেখে কে বুঝবে বাবা। কি চোমরানো গোঁফ। তাহলে আর ভদ্রলোক অপমানটা গায়ে না মাখলেই পারতেন।

অজিত—আভিজাত্য বলে তো একটা জিনিস আছে। কত বড় বংশ।

বিশু—(জোরে হেসে) তা সত্যি, একেবারে কংশরাজের বংশধর। শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের, কি যেন হয় গঙ্গারামের—

[খুড়োর প্রবেশ, গোলগাল, হাসিখুশী মানুষ। সবার আগে ভুঁড়িটা এগিয়ে চলে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। ধুতির ওপরে তালি লাগানো গলাবন্ধ কোট, কেডসের দুপাশ দিয়ে কড়ে আঙুল বেরিয়ে রয়েছে। হাসতে হাসতে কথা বলে।]

খুড়ো—কি ব্যাপার বিশু ভাই, হঠাৎ গঙ্গারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলে কেন?

বিশু—আরে আরে খুড়ো, এসো। এক পাত্র খুঁজছিলাম।

খুড়ো—কার জন্যে?

বিশু—বলনা অজিতদা। সেই যে সুন্দরবনের শিয়াল রাজার, ছোট তরফের—

অজিত—আঃ! বিশু!

খুড়ো—সে যার জন্যেই হোক, পাত্র যদি চাও, তবে একজন আছে।

বিশু—কে?

খুড়ো—আমি। বোজব'রে হ'লে কি হবে, খাঁটি কুলীন বংশ, আমার ঠাকুরদার ত্রিশটা বউ ছিল। কতজনের তো নামই মনে করতে পারতেন না।

বিশু—আহা হা, সেইসব দিন চলে গেল।

খুড়ো—তার উপর মনে কর, আমি হলাম রূপে কার্তিক, গুণে পদ্মগন্ধর, চরিত্রে—

বিশু—একটু ভুল হ'য়ে গেল খুড়ো। তুমি হলে গুণে কার্তিক, রূপে গণেশ, আর চরিত্রে—

[সরযূর প্রবেশ, হাতে মিষ্টির থালা]

সরযূ—কার রূপ গুণের ব্যাখ্যা হচ্ছে শুনি ?

বিশু—এই যে দিদি, নিতাইবাবুর মেয়ের পাত্র ঠিক করে ফেলেছি। এমন সুপুরুষ, উঁচু বংশ, দাবীদাওয়া কিছু নেই।

খুড়ো—দাবীদাওয়া আছে বৈকি। অন্ততঃ একখানা বাদশাহী গড়গড়া। ওই বস্তীর ঘরে বসে যখন টানবো, তোদের সব ঘরে অম্বুরী তামাকের গন্ধ বেরুবে।

সরযূ—অম্বুরী তামাকের গল্প পরে হবে এখন, নিন ধরুন দেখি—

[সরযূ তিনজনকে খাবার দেয়—তারা খেতে খেতে গল্প করে]

সরযূ—কিন্তু খুড়ো, আপনি তো কখনও নিজের বাড়ীর কথা বলেন না।

খুড়ো—বলতে আর দিলে কই, সত্যি কথাই তো বলছিলাম। নাম করা কুলীন বংশের ছেলে আমরা কিন্তু হলে হবে কি ভাই, বস্তীতে এসে যখন উঠতে হলো ওসব গা থেকে মুছে গেছে।

অজিত—আপনার আত্মীয় স্বজন ?

খুড়ো—ওসব ঝামেলা নেইরে ভাই। এক পিসি আছে শুনেছি, সে বোধহয় কাশীতে থাকে। বুড়ি মরমর, কিম্বা হয়তো মরেই গেছে এতদিন। আমিও তার খবর রাখিনা—সেও আমার রাখেনি।

সরযূ—কেন ?

খুড়ো—বুড়ির অনেক টাকারে ভাই। আমি তার সঙ্গে ভাব করতে গেলেই ভাববে পয়সার লোভে গেছি। তাই ওপথ মাড়াইনি কখনও।

বিশু—তুমি বলতে চাও—ঐ পিসি ছাড়া তোমার সাতকুলে কেউ নেই। তাহা মিথ্যে কথা

খুড়ো—না, না, আছে দুটো ভাইপো। তারাও আমার খবর নেয় না। পাছে এই বস্তীতে থাকা খুড়ো কিছু চেয়ে বসে। এ বড় মজার দুনিয়ারে ভাই, সকলেই ভয়েভয়ে চলে, কে কোন সুযোগে কিছু খসিয়ে দেয়। সেই ভয়েই আধমরা।

সরযূ—আশ্চর্য—অন্ততঃ কাজেকর্মেওতো খবর নেবে। হাজার হোক আত্মীয়।

খুড়ো—আমি কিন্তু খুব সুখে আছি। ওসব ঝামেলায় না থাকাই ভালো। আজকালকার মানুষগুলোকে তো দেখি কেউ যেন সুখী নয়। এই দেখনা অজিত ভায়া এই বয়সেই তোমার কপাল কুঁচকেছে।

সরযূ—(হেসে) তাতে কি হ'লো ?

খুড়ো—ঐ তো আমার Barometer—এই যে আমার প্রশস্ত কপাল, কখনো ঢেউ খেলতে দেখবে না দাদু। যখনই দেখবে কপালে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, বুঝবে অসুখ করেছে, মনের অসুখ। চিকিচ্ছে দরকার।

বিশু—ঠিক বলেছ খুড়ো, একেবারে খাঁটি কথা। আমিও কপালে দাগ পড়লেই সিরিশ কাগজ ঘষি।

খুড়ো—সেইজন্যেই তো তোকে এত ভাল লাগেরে বিশু।

বিশু—চুলে বোধহয় জট পড়ে গেল, আঁচড়ে আসি।

(বিশুর বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান)

খুড়ো—তারপর অজিত ভায়া তোমার খবর বল, বাড়ীর সব ভাল তো?

অজিত—মার শরীর তত ভাল নেই, তবে বয়সও হয়েছে। আপনি কেমন?

খুড়ো—দিব্যি আছি—সকালবেলা ঝুলি কাঁধে ওষুধ বিক্রি করতে যাই, রোজই কিছু না কিছু হয়। তবে যেদিন বেশী বিক্রি হয়, তারপরদিন আর বার হইনা, বুঝলে না বেশী রোজগার হ'লেই সর্বনাশ, বাতে ধরবে।

সরযূ—খুড়ো এবার মায়ার একটা বিয়ে দিন।

খুড়ো—বিয়ে? হ্যাঁ দেবো [অজিতকে] তোমার বাবার সঙ্গে ক'দিন আগে দেখা হ'য়েছিল উনি বোধহয়—

[বিশুদা, বিশুদা, ডাকতে ডাকতে সাবিত্রীর প্রবেশ। বছর পঁচিশ বয়েস। চেহারায় বেশ চটক আছে। মুখে পান]

সাবিত্রী—বিশুদা আছে?

সরযূ—কেন?

সাবিত্রী—একটা দরকার ছিল।

সরযূ—বোধহয় বাড়ীর ভেতরে কিছু করছে।

সাবিত্রী—ওঃ, আচ্ছা থাক। (বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে) একটা ভাল শাড়ী আছে। কিনবেন?

সরযূ—(বিরক্ত স্বরে) না, না, এখন হাতে পয়সা টয়সা নেই।

সাবিত্রী—দেখুন না জিনিসটা। [শাড়ী বার করে] মাত্র পনেরো টাকা দাম।

সরযূ—বাবা, পনেরো টাকা!

সাবিত্রী—[অজিতকে দেখে] ওঁকে তো চিনতে পারলাম না?

খুড়ো—সেকি ওযে অজিতভায়া। আমাদের জামাই।

সাবিত্রী—ও অজিতদা, (কাছে গিয়ে) আপনার সঙ্গে আগে আলাপই হয়নি। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন—দিদিকে কি সুন্দর মানাবে!

অজিত—আমি আর শাড়ীর কি বুঝি!

সাবিত্রী—ওমা পুরুষমানুষ, বৌয়ের জন্যে শাড়ী কিনবেন, তা আর বুঝতে পারবেন না? সত্যি বলছি অজিতদা, তাঁতি বৌ আমার কাছে রেখে গেছে, বাজারে অনেক দাম।

অজিত—(সরযূকে) তুমি দেখনা, আমি আর—

সাবিত্রী—খোলটায় হাত দিয়ে দেখুন না—এই আঁচলাটা?

খুড়ো—সাবিত্রী ওটা বরং আমাকে দাও।

সাবিত্রী—খুড়ো আপনি রাখবেন নাকি মায়ার জন্যে?

খুড়ো—নিজে রাখতে না পারি কোথাও বেচে দেবোখ'ন। ঘরে দিয়ে যেও। সতু এখনও ফেরেনি?

সাবিত্রী—না খুড়ো।

খুড়ো—ফিরলে একটু খবর দিও। ওর সঙ্গে কথা বলবো।

সাবিত্রী—নিশ্চয়ই খবর দেব, ঐ সঙ্গে শাড়ীটাও দিয়ে যাবো—চলি অজিতদা, দিদি বিশুদাকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

[প্রস্থান]

অজিত—এই তোমাদের সাবিত্রী?

সরযূ—হ্যাঁ।

অজিত—এরজন্যেই সবাই অস্থির! আশ্চর্য। বাবার চান হয়েছে?

সরযূ—দেখ, জলতো দিয়েছি।

অজিত—ওঁর কাছে একটা জরুরী কথা আছে, সেরে আসি।

[বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান]

সরযূ—কি গায়ে পড়া মেয়ে বাবা। (খুড়োর কাছে বসে) কৈ আমার কথার জবাব দিলেন না খুড়ো?

খুড়ো—কি কথা বলতো, ও হ্যাঁ মায়ার বিয়ে তো দেবো।

সরযূ—তোড়জোড় কিছুই দেখছিনা। মেয়ে বড় হ'চ্ছে, এখন থেকে দু'এক জায়গায় চেষ্টা না করলে—

খুড়ো—তা সত্যি; তবে পড়ছে তো। কিছুদিন পড়ুক না, কলেজ থেকে বেরুলে—

সরযূ—আপনি বেশ আছেন খুড়ো। যখন মায়া স্কুলে পড়তো বলতেন, এই স্কুল থেকে বেরুলে, এখন বলছেন কলেজ থেকে বেরুলে, এরপর হয়তো বলবেন—

খুড়ো—সাধে কি বলিরে ভাই। আমার সামর্থ্য কোথায়। জানতো এদেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, আমার না আছে টাকা না আছে ঘর।

['বাবা' 'বাবা' বলে ডাকতে ডাকতে মায়ার প্রবেশ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী ভালই, চ্যাপ্টা করে বেড়া খোঁপা বাঁধা।]

মায়া—বাবা এই নাও চাবিটা। দেখ আবার হারিও না।

সরযূ—তুই অনেকদিন বাঁচবিরে মায়া। এখুনি তোর কথা হচ্ছিল।

মায়া—(হেসে) আমার কথা না আমার বিয়ের কথা?

সরযূ—ও আড়াল থেকে শোনা হচ্ছিল বুঝি!

মায়া—আড়াল থেকে শোনবার তো দরকার নেই, বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে বড় হলে তো তার বিষয় ঐ একটি কথাই হয়।

খুড়ো—তা তুমি বলতে পারনা, মা। আমার ঘরে কিন্তু কখনও ওসব আলোচনা হয়না।

মায়া—(খুড়োর কাছে গিয়ে) তা সত্যি, বাবা কখনও বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় না।

খুড়ো—মেয়ে বড় হয়েছে আমার আর ভাবনা কি, এবার আমি 'রিটায়ার' করব। এখন ওর দায়িত্ব আমাকে খাওয়ানো, পরানো—কি বল ?

সরযূ—তার চেয়ে একটা নির্ঝঞ্ঝাট জামাই খুঁজে বার করুন না, সেই তো আপনার ছেলের মত হবে।

খুড়ো—একে জামাই পাওয়া যায়না। তার ওপর আবার নির্ঝঞ্ঝাট, শুধু সোনা হ'লে চলবেনা, একেবারে গিনিসোনা—কোথায় পাব শুনি ?

সরযূ—চেষ্টা করতে হবে, পাঁচজনকে বলতে হবে, নিজে খুঁজতে হবে।

মায়া—না বাবা, তোমায় আর খোঁজাখুঁজি করতে হবেনা।

[সমরের ব্যস্তভাবে প্রবেশ। বয়স বছর ২৬।২৭ বা কিছু বেশি। পরনে প্যাণ্ট, হাওয়াইয়ান সার্ট, পায়ে চটি।]

সমর—বিশু বাড়ী আছে ? একটু দরকার ছিল।

সরযূ—(মায়াকে শুনিয়ে) মায়া ঠিকই বলেছে, না খুঁজতেই যদি পাওয়া যায়। খোঁজাখুঁজি করে আর লাভ কি ?

[সমর ছাড়া সকলেই কথা শুনে হাসে]

মায়া—(লজ্জিত হ'য়ে) আঃ ! সরোদি তুমি যে কি বলো।

সমর—কি খোঁজার কথা বলছেন, কিছু হারিয়েছে নাকি ?

খুড়ো—না হারালে বুঝি খুঁজতে নেই। তোমার যা বুদ্ধি সমর।

সকলেই তো খুঁজছে, সৈনিক যুদ্ধ খুঁজছে, সন্ন্যাসী শান্তি খুঁজছে, বাড়ীওয়ালা ভাড়াটে খুঁজছে।

সরযূ—উঁহু খুড়ো, ওটা উল্টো হল, বলুন ভাড়াটে বাড়ীওয়ালা খুঁজছে।

খুড়ো—তাই সই ভাড়াটে বাড়ীওয়ালা খুঁজছে, দোকানী খদ্দের খুঁজছে, মাষ্টার ছাত্র খুঁজছে, নেতারা সুযোগ খুঁজছে, চালাকরা বোকা খুঁজছে—এ খোঁজার কি আর শেষ আছে?

সমর—ওঃ আপনারা সব Philosophical কথা বলছেন—আমি আবার Commerce এর ছাত্র ছিলাম কিনা, ও subjectটা ঠিক বুঝিনা।

খুড়ো—আরে ভাই আমরা Philosophyর 'ফ' জানিনা। দর্শন কি আর আমাদের জন্যে, আমাদের হোল ঠর্শন—সব ঠেকে ঠেকে শেখা, বুঝলে না।

সমর—আমি বলছিলাম কি দিদি, একটা জলসা টলসা করলে কি রকম হয়?

সরযূ—জলসা, হঠাৎ?

সমর—হঠাৎ মানে অনেকদিন পাড়ায় কিছু হয়নি, তাই ভাবলাম একটা ঘরোয়াভাবে কিছু করলে—মানে আমরা নিজেরাই যে যা পারি আর কি, এই ধরুন মায়া হয়তো গান করলো, মীরারা বাজালো, আমি হয়তো আবৃত্তি করলাম। এই ধরনের Cultural Programme আর কি?

মায়া—হ্যাঁ সমরদা, খুব ভাল হয়। আমার বন্ধু ইলা বেশ নাচতে পারে, আর সরোদি তুমিওতো আগে গান করতে?

সমর—(হেসে) রক্ষে কর বাবা। আমাকে আর এর মধ্যে টেনোনা।
এই বয়সে আর লোক হাসিয়ে দরকার নেই।

খুড়ো—জলসায় খাবার ব্যবস্থা থাকবে কিনা তা তো কেউ বললে না।

সমর—তা চাঁদা উঠলে করা যেতে পারে।

খুড়ো—যারা আর্টিস্ট, তাদের অন্ততঃ খাওয়াতে হবে।

সমর—বেশ আমরা খাওয়াব।

খুড়ো—ব্যস, তাহ'লে আর্টিস্টদের লিস্টে আমার নামটা লিখে নাও।

মায়া—সেকি বাবা, তুমি কি করবে?

খুড়ো—(হেসে) কেন গান করবো। বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোন—

চিনতে কি পেরেছ আমায় ব্রাহ্মণী,
আমি সেই ভৃগুমুনি।
তোমার জন্যে একটি মালসা
আনছিলাম সরবৎ,
ঐ ভূতে এসে চুমুক দিয়ে
খেলো সেতাবৎ
তোর নথ নাড়া, পানতাভাত খাওয়া
ঘুচে যেতো এক্ষুনি।
চিনতে কি পেরেছ আমায় ব্রাহ্মণী?

[বাড়ীর ভেতর থেকে অজিতের প্রবেশ]

অজিত—এযে গানের আসর বসে গেছে দেখছি?

খুড়ো—আসর ঠিক নয়, জলসার রিহার্সাল চলছে।

অজিত—শ্বশুর মশাই বলছিলেন আজ আর বোধহয় দাবা খেলা হবেনা।

খুড়ো—কে বলছে হবেনা। আলবৎ হবে। পাঁচ খানে তোমার শ্বশুরকে গজগজাং করে দেবো। (ভেতরে যেতে যেতে) আর সময় Artist দের listএ আমার নামটা তুলতে ভুলে যেওনা। [সুর ভাঁজতে ভাঁজতে প্রস্থান]

সরযূ—খুড়ো বেশ আছেন। সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেই কাটিয়ে দেন, আপনভোলা মানুষ।

অজিত—সংসারটাকে ভুলে থাকতে পারলে, তবেই আপনভোলা হওয়া যায়।

সরযূ—তার মানে ?

অজিত—আমাদের আপনভোলা হবার সুযোগ দিচ্ছে কে—সকাল থেকে উঠেই যদি কাজ করতে হয়, তাহলে আর—

মায়া—(হেসে) বাবা কিন্তু এই ভাবেই হাসতে হাসতে সব কিছু করেন। একলা মানুষ। ঝামেলাও তো কম নয়।

সমর—মায়া ঠিক বলেছে অজিতদা, খুড়ো আশ্চর্য লোক। বাজারে যাও সেখানে সবাই তাকে চেনে। খুড়ো বলে ডাকে, হাসি-ঠাট্টা করে। এপাড়া ওপাড়া যেখানেই যাওনা কেন—খুড়ো আমাদের Universal খুড়ো—বাড়ীর ঠাকুরদা থেকে নাতনি পর্যন্ত সকলের খুড়ো।

সরযূ—সত্যি কতদিন তো ওঁকে দেখছি, সারাজীবন শুধু লোকের ভালই করে গেলেন। শিবঠাকুরের মত মন না হলে কি আর এমন লোক হয়।

অজিত—(কথাটা যেন পছন্দ হয়না) আমি তাহ'লে এখন বীণাদের বাড়ীই যাই। মার কথাটা বলে আসি।

সরযূ—তাড়াতাড়ি ফিরবে তো ?

অজিত—চেষ্টা করবো। তুমিও তৈরী হয়ে নিও।

সরযূ—সে কি এখানে খেয়ে যাবেনা ?

অজিত—বলতে পারছিনা। দেখি কি হয়। [প্রস্থান]

সমর—কি হয়েছে দিদি, অজিতদা যেন একটু বিরক্ত হয়েছে মনে হ'লো।

সরযূ—কি জানি। ওর যে কখন কি মেজাজ। (একটু হেসে) তোরা বসে গল্প কর—আমি ভেতর থেকে আসছি।

[সরযূর বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান]

মায়া—দিদির চেহারাটা যেন কি রকম হয়ে গেছে। আগে কত সুন্দর ছিল।

সমর—হাসিটা ছিল বড় মিষ্টি। আমার খুব ভাল লাগত। জান মায়া, বিশু, সতু আর আমি হয়তো স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেছি, ধরা পড়ে গেলাম কারুর কাছে। চড়চাপড় সকলেই মারত কিন্তু দিদির কাছে একদিনও বকুনি খাইনি।

মায়া—সমরদা।

সমর—কি মায়া ?

মায়া—তুমি বেশ লোক। বলেছিলে না সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে। কি হলো ভুলে গেছ তো ?

সমর—(ব্যাগ খুলতে খুলতে) সমর ঘোষের Dictionaryতে ঐ একটি শব্দ নেই—ভুল। ভুল আমি করিনা। কি করে মানুষ ভুল করে তা বুঝতেই পারিনা। এই নাও।

মায়া—(সমরের হাত থেকে টিকিট নিয়ে) বীণাপাণি !

সমর—হ্যাঁ। তোমার কলেজ থেকে দু'মিনিটের রাস্তা। কালকের ম্যাটিনীশো।

মায়া—তোমার অফিস নেই ?

সময়—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। বড়বাবু আমায় খুব ভালবাসেন কিনা।

মায়া—তুমি কেন রজনীর টিকিট কাটলে না ? বিজনকুমার নাকি অদ্ভুত পার্ট করেছে। কলেজের সবাই বলাবলি করে।

সময়—ঐ জন্যেই তো কাটিনি। বিজনকুমার আর বিজনকুমার। তোমাদের কি আজকাল টেস্ট বলেও একটা জিনিস নেই ? যেমনি থ্যাবড়া নাক, তেমনি ভোঁদা মুখ, একটা আলুভাতে মার্কা চেহারা।

মায়া—(হেসে) অমনি তোমার হিংসে হয়ে গেল। মেয়েরা তো বলে ওর চেহারা একেবারে রোমিওর মত।

সময়—তা হ'তে পারে। আফ্রিকাতেও তো রোমিও জুলিয়েট 'প্লে' হয়।

মায়া—তার মানে বিজনকুমারকে তুমি কাফ্রী বলছ ?

সময়—আলবাৎ বলছি। একশবার বলছি।

[বাড়ীর ভেতর থেকে বিশুর প্রবেশ]

বিশু—একশ বার কি বলছিসরে সময় ?

সময়—এই যে বিশু আমি মায়াকে বলছিলাম—

মায়া—(বাধা দিয়ে) থাক, আপনাকে আর বক বক করতে হবেনা।

বিশু—কিরে মায়া বড্ড চটেছিস মনে হ'চ্ছে।

মায়া—এখনো চটিনি, তবে সময়দা যদি আরও ঘ্যানর ঘ্যানর করেন তাহলে চটতে হবে।

বিশু—সাবধান সময় নো মোর ঘ্যানর ঘ্যানর। (মায়াকে) হ্যাঁরে তোর হাতে ওটা কি ?

মায়া—(তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে) না না ও কিছু নয়। একটা কাগজ।
বিশু—ওটা একটু আগে লুকোন উচিত ছিল। সিনেমার টিকিট তো। বুঝতে পেরেছি। তোর ভয় নেই খুড়ো কিছু বলবেনা। কিন্তু সমর খুব সাবধান। তোমার বাবা যদি একবার টের পান তাহলে আর আস্ত রাখবেন না।
সমর—আঃ বিশু অত চেঁচাচ্ছিস কেন ?
বিশু—(আরও জোরে) চেঁচাচ্ছি কৈ ? তোরা সিনেমার টিকিট কেটেছিস তো আমার কি ?
মায়া—লক্ষীটি বিশুদা, পায়ে পড়ি চুপ করুন।
বিশু—মুখ বন্ধ করতে হলে ভাল মিষ্টি চাই।
মায়া—আমি খাওয়াবো।
সমর—আমিও খাওয়াবো।
বিশু—ব্যস, ব্যস, তাহ'লেই হবে। (একটু থেমে) কিন্তু সমর দেবুকাকা আমায় দুদিন ডেকে বলেছে তোকে বারন করতে। যাতে মায়ার সঙ্গে বেশি না মিশিস্।
সমর—ও।
বিশু—বাবাকে একবার খুলে বল না।
সমর—বলবো তো। দু একদিনের মধ্যেই বলব। মানে একটু সুযোগ বুঝে আর কি। বাবার মেজাজ জানিস তো। বড়দার ওপর সেই যে ক্ষেপে গেলেন এখনও তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন না। তাই ভয় করে।
বিশু—এ দুনিয়ায় ভয় পেলে চলে না সমর। ভয়ে ভয়েই তো আমরা আধমরা হ'য়ে রয়েছি। সমাজের ভয়, সংসারের ভয়—
[বাইরে থেকে জোর গলায়, বিশু আছ নাকি ?]

বিশু—কে ?

[নেপথ্যে—আমি রাজেন মল্লিক]

বিশু—(গম্ভীর হয়ে) আসুন।

মায়া—আমি বরং সরোদির কাছে যাই। (সমরকে) সমরদা ঐ কথা রইল। [বাড়ীর ভিতরে মায়ার প্রস্থান।]

সমর—কি ব্যাপার বিশু, হঠাৎ রাজেনবাবু ?

বিশু—বুঝতে পারছি না, নিশ্চয় কোন মতলব আছে।

[রাজেন মল্লিক ঢোকেন। কালো রং। বেশ মোটা। কাঁচা পাকা চুল। প্যাণ্ট সার্ট পরা। হাতে একটা এনামেলের পানের ডিবে। মুখে পান।]

বিশু—আসুন, আসুন রাজেন বাবু। আজ আমার কি সৌভাগ্য, আপনি নিজে এলেন—

রাজেন—হাঃ হাঃ, কেন, আমার বুঝি আসতে নেই। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। তুমি তো আর আসবে না—

বিশু—এই কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আর সময় করে উঠতে পারি নি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন—

রাজেন—তারপর সমর। তুমি ভালো তো ? আজ তোমার বাবার সঙ্গে বাজারে দেখা হ'ল।

সমর—এই কেটে যাচ্ছে আর কি, ওহো আমাকেও তো একবার বাজারে যেতে হবে। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলেন। আসিরে বিশু, চলি রাজেন বাবু।

[সমর চলে যায়]

রাজেন—ক'দিন থেকেই তোমায় একটা কথা বলব বলব ভাবছি।

বিশু—কি কথা বলুন না—

রাজেন—তুমি আবার আমার গ্যারেজে ফিরে এস।

বিশু—আবার গ্যারেজে ফিরে যাবো!

রাজেন—তুমি যা যা ইনক্রিমেণ্ট চেয়েছিলে আমি সব দেবো।

বিশু—বড় লেটে আপনার বুদ্ধিটা খুলল রাজেনবাবু।

রাজেন—যা হবার তাতো হয়ে গেছে।

বিশু—আমিও তাই বলছি। যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এখন আর আমি ফিরে যেতে পারি না। মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়াতে চেয়েছিলাম—আপনি শুনলেন না, আপনার গ্যারেজের জন্যে তখন আপ্রাণ খেটেছি। রাত নেই, দিন নেই যখন বলেছেন ছুটে গেছি। যতদিন আপনার গ্যারেজ ভালভাবে চলতে না পেরেছে ততদিন একটা টাকাও বাড়াবার অনুরোধ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য লোক আপনি। যখন গ্যারেজ দাঁড়িয়ে গেল, গাড়ীর পর গাড়ী আসতে লাগল তখন আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। ভাবলেন সব আপনার কপাল জোর। এখন ঠেলা সামলান।

রাজেন—আহা আমার সুবিধে অসুবিধেটাও তো দেখবে না কি? সেই সময় বাড়ীতে এমন কতগুলো অসুখ বিসুখ পড়ে গেল যে কোন দিকেই মন দিতে পারলাম না। যাক্‌গে ওসব কথা ভুলে যাও। আমি তো রয়েছি, যা তোমাদের ক্ষতি হয়েছে তা সব পূরন করব।

বিশু—ক্ষতি তো আমাদের হয়নি—আমাদের হয়েছে লাভ। এতদিন চাকরির নেশায় সব মশগুল হয়েছিলাম, নিজের পায়ে

দাঁড়াবার আনন্দ বুঝতে পারিনি। এখন আমরা তারই স্বাদ পেয়েছি। আমরা আর চাকরি করবো না।

রাজেন—সে কথা না হয় তোমার বেলা খাটে, তুমি না হয় মালিক হয়েছো। কিন্তু সতু, ভোলা ওরা, ওরা তো তোমার চাকর ?

বিশু—একথাটা একবার তাদেরই জিগ্যেস করে দেখবেন, আমাদের ছোট গ্যারেজ—আপনার কাছে তারা যত মাইনে পেত অনেক সময়ে হয়তো তার চেয়ে কম টাকা পায়। তাতে তাদের দুঃখ নেই। কারণ এখানে এমন একটা জিনিস তারা পেয়েছে যা আপনার কাছে কোনদিন তারা পায়নি।

রাজেন—কি, কি সেটা ? ওভারটাইম ?

বিশু—টাকা দিয়ে তা পাওয়া যায় না।

রাজেন—তারমানে ?

বিশু—ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার। আপনি যখন ব্যঙ্গ করে আমাদের শুনিয়ে বলতেন, খোদা যব দেতা ছাপ্পর ফোঁড়কে দেতা। তখনই ভাবতাম, কতটা অন্ধ আপনি, এখন বুঝেছেন তো টাকা খোদা দেয় না, দেয় এই দুটো হাত।

রাজেন—তার মানে আমার প্রস্তাবে তোমরা রাজি নও।

বিশু—না।

রাজেন—তোমার কথাই কি শেষ কথা ? সতু, ভোলা ওদেরও ঐ একই বক্তব্য ?

বিশু—ইচ্ছে করে, তাদের জিগ্যেস করতে পারেন। জানেন তো নেড়া একবারই বেলতলায় যায়। (একটু থেমে) বাঙ্গালীর

ব্যবসা আজ ডুবতে বসেছে, সে শুধু আপনাদের মত লোকের জন্যে

রাজেন—থাক, তোমার কাছে আমি নীতিকথা শুনতে আসিনি। আমার কথা যখন শুনবে না, ভালই, দেখা যাবে। রাজেন মল্লিকের গ্যারেজ টিকে থাকে, না বিশু মিস্ত্রীর কারখানা।

বিশু—মিস্ত্রীরা মরতে পারে না, মরবে বাবুরা। যারা গদীতে বসে মিস্ত্রী খাটায়।

রাজেন—পরে এর জন্যে তোমায় অনুতাপ করতে হবে। রাজেন মল্লিক কোনদিন পেছু হাঁটে না। সব পথ আমার জানা আছে। [প্রস্থান]

[বিশু গুম হয়ে বসে থাকে। ভেতর থেকে সরযূর প্রবেশ]

সরযূ—এটা কি ঠিক হ'ল ?

বিশু—কি ?

সরযূ—এ ভাবে রাজেনবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করা ?

বিশু—তোমরা আমাকে ভেবেছ কি ? সব বিষয়ে উপদেশ দেবে ?

সরযূ—রাজেন মল্লিক সোজা লোক নয়। ও একটা সাপ।

বিশু—আমি নেউল।

সরযূ—মাঝে মাঝে তুই এমন গোয়ার্তুমি করিস, কারুর কথা শুনতে পর্যন্ত চাস না।

বিশু—পাঁচশো জনের কথা শুনে কি লাভ ? দুটো হাত গজাবে ?

সরযূ—সেকথা নয়—আমরা তোর ভালর জন্যেই বলি। মিছিমিছি শত্রু বাড়িয়ে কি দরকার। সবে তোর গ্যারেজ চালু হ'য়েছে। এখনি যদি কোন বিপদ আসে সামলাবি কি করে ?

বিশু—যে রকম করে গ্যারেজ সুরু করেছি, বিপদ এলে ঠিক তেমনি করেই সামলাবো। তখন তো তোমরা ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দিয়েছিলে, গ্যারেজ করিস না, রোজগার হবে না। খেতে পাবি না। লোকে মিস্ত্রী বলে একঘরে করবে আরও কত কি—

সরযূ—একঘরে তো করেইছে।

বিশু—কোন শালা একঘরে করেছে? ট্যাঁকে পয়সা থাকলেই হলো। সব লেউ লেউ করে আসবে। তোমাদের সমাজের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি।

সরযূ—তা তুমি মারতে পারো—কারণ একঘরে তো আর তোমায় করেনি, করেছে আমাদের।

বিশু—তোমাদের!

সরযূ—তা না হ'লে তোমাদের অজিতদা এত বিরক্ত হয়েছেন কেন, যে বাড়ীতে যাই সেখানেই ঐ এক কথা—তোমার ভাইয়ের বুঝি লেখাপড়া হ'লো না? মিস্ত্রী হ'য়েছে?

বিশু—আমার লেখাপড়া হ'লো না তো তাদের বাপের কি?

সরযূ—সমাজে বাস করতে গেলে অত চোখ রাঙিয়ে চলে না বিশু। বিয়ে থাতো করবে, সংসার তো পাতবে। মেয়ে দেবে কে তোমায়? কত জায়গায় সম্বন্ধ করেছি কেউ রাজি হয়নি। ভাল ঘরের মেয়ে এখন পাওয়া দায়।

বিশু—কেন আজ সকালেই তো এক নামজাদা বংশের—

সরযূ—থাক্ ও কথা আর তুলোনা। তোমার অজিতদা কত বুঝিয়ে ওঁকে এনেছিলেন, তার সঙ্গে তুমি যা ব্যবহার করলে এখন আমাদেরই ওদের বাড়ীতে ঢুকতে দিলে হয়! (একটু

থেমে) অবশ্য এত কথা বলে লাভই বা কি? আমাদের অসুবিধে হলে তোমার কি এসে যায়।

বিশু—এতো বোকার মত কথা বলছ। তোমাদের সুবিধে অসুবিধে আমি দেখিনা?

সরযূ—যদি দেখতে তাহলে বুঝতে পারতে না আজকাল কত কম আমি এ বাড়ীতে আসি? একদিনও তা নিয়ে জিগ্যেস করেছ? একদিনও আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খবর নিয়েছো?

বিশু—তোমাদের বাড়ী যাই না, সে তো তোমার শ্বশুরের জন্যে, বুড়ো এত বকর বকর করে। রাজ্যের অবান্তর কথা। আমি অত জবাব দিতে পারি না।

সরযূ—গুরুজনদের বিষয়ে ও ধরনের কথা আমি শুনতে চাই না। এটাও কি তোমার চোখে পড়ে না যে আজকাল খোকা আমার সঙ্গে এখানে আসে না?

বিশু—চোখে পড়বে না কেন? সে তো তুমি বল ওর ঠাকুমা ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না তাই—

সরযূ—বাবাকে তা ছাড়া আর কি বলব?

বিশু—তার মানে?

সরযূ—ওঁরা চাননা ওঁদের নাতি এই বস্তীর মধ্যে এসে থাকে, এখানে এলে ওর পড়াশুনো নাকি হবে না—মামাদের দেখে শেখে একটা—

বিশু—অমানুষ হবে এই তো? (থেমে) এ সবই কি আমি মিস্ত্রী বলে?

সরযূ—শুধু তাই নয়, সাবিত্রীর ব্যাপার নিয়েও—

বিশু—এর মধ্যে আবার সাবিকে টানছ কেন?

সরযূ—আমি টানবো কেন। তুমি না হয় কানে তুলো দিয়ে থাকতে পারো, লোকে তো বলতে ছাড়বে না। তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করবার দরকার কি ছিল?

বিশু—কি বলছ যা তা? কে যে এসব রটায়—

সরযূ—কে আবার, পাড়ার সবাই। সতু আর সতুর বৌয়ের মধ্যে যে ঝগড়াঝাটি সুরু হয়েছে তা কিসের জন্যে?

বিশু—সে ওদের ঘরের ব্যাপার। আমি তার কি জানি। সতুটা বুঝি আজকাল আবার মদের মাত্রাটা একটু বাড়িয়েছে। তাই নিয়ে ওর বৌ—

সরযূ—মদ সে একা খায় না।

বিশু—আমিও খাই, কিন্তু সব সময় আমার মাত্রাজ্ঞান থাকে।

সরযূ—কি জানি। তবে এইটুকু জেনে রেখ, যাদের তুমি বন্ধু বলে মনে কর তারাই বলে বেড়ায়, তোমার জন্যেই সতুদের মধ্যে ঝগড়া।

বিশু—আমার জন্যে?

সরযূ—এ সব কথা বলে আর কি হবে, কোন কথাই তো তুমি গ্রাহ্য করো না।

[সরযূ বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। বিশু বসে থাকে। মায়ার প্রবেশ।]

মায়া—আজ বুঝি কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না বিশুদা? সকাল থেকে বাড়ীতে বসে আছেন?

বিশু—হুঁ।

মায়া—আমার দিব্যি রইল কিন্তু। সিনেমার টিকিটের কথা কাউকে বলে দেবেন না।

বিশু—(অন্যমনস্ক) কি ? ও সিনেমার টিকিট—না, না আমার দরকার কি।

মায়া—এত কি ভাবছেন শুনি ?

বিশু—না, কিছু না।

মায়া—আমি যাই বাড়ীর কাজকর্ম সকাল থেকে কিছু দেখিনি।

বিশু—মায়া শোন।

মায়া—কি বলছেন ?

বিশু—ঐ সাবিত্রীদের কথা জিগ্যেস করছিলাম। ওরা—

মায়া—সেই একই রকম। সতুদা কাল রাত্রেও বাড়ী ফেরেনি।

বিশু—অঃ।

মায়া—সতুদাকে নিয়ে সত্যি ভাবনার কথা। সকালের মানুষের সঙ্গে রাত্রের মানুষের যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। কেন যে এত মদ খান।

বিশু—সাবিত্রীর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল ?

মায়া—হ'য়েছিল সন্ধ্যার পর, আমি আর সমরদা ফিরছিলাম, রাস্তায় দেখা।

বিশু—একা ?

মায়া—হ্যাঁ।

বিশু—কোথায় যাচ্ছিল ?

বিশু—বল্লে কাজ আছে। (থেমে) বিশুদা সাবিত্রীরও চালচলনটা ভালো নয়। সকলেই বলে, ওর জন্যেই সতুদা নাকি মদ ধরেছে।

বিশু—(চিন্তিত) সাবিত্রীকে একবার বলিস আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

মায়া—বল্‌ব।

[বাইরে চেঁচামেচি, গোলমাল শোনা যাচ্ছে।]

বিশু—কি হলো ?

মায়া—নিশ্চয়ই ঐ জলের কল নিয়ে, ঐ একটা তো খাবার জলের কল। বস্তীর এতগুলো লোক। কদিন থেকে শুনছি দুটো টিউবকল বসবে।

[একরকম ছুটে জগদীশের প্রবেশ। ১৯।২০ বছরের ছেলে।]

জগদীশ—বিশুদা আপনি একবার শিগ্রি আসুন।

বিশু—কেন ? কি হয়েছে জগদীশ ?

জগদীশ—সতুদা বোধহয় বৌটাকে মেরে ফেল্লে। একেবারে বেহুঁস মাতাল। কারুর কথা শুনছে না। যাতা গালাগালি করছে।

[কথা শুনতে শুনতে বিশু কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নেয়।]

বিশু—চল্‌, হতভাগাটাকে আজ একটু শিক্ষা দিতে হবে।

[বিশু ও জগদীশের প্রস্থান। বাহিরের গোলমাল ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সরযূ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসে।]

সরযূ—কি হয়েছে রে ?

মায়া—কি হবে দিদি ? সতুদা বুঝি বৌকে মার ধোর করছে, তাই বিশুদাকে ডেকে নিয়ে গেল।

সরযূ—সর্বনাশ ! বিশু যা গোঁয়ার গোবিন্দ, একটা কাণ্ড না বাঁধিয়ে বসে।

[গোলমাল একেবারে দরজার কাছে। দু'জনে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। সতুর কলার ধরে ঠেলতে ঠেলতে বিশু ঢোকে, পিছনে বেশ কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ।]

সতু—(মত্ত অবস্থায়) আমায় ছেড়ে দে বিশু, ভাল হবে না বলছি।

বিশু—অনেকদিন তোমায় সাবধান করেছি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। এখানে থাকতে গেলে তোমায় ভদ্রলোকের মত থাকতে হবে।

সতু—যা, যা, বেশী ফুটানি করিস না।

বিশু—মাতলামি করতে হবে না। সকলের সামনে নাকে খৎ দে। বল, আর এরকম করবি না।

সতু—কি করব না? বৌকে মারব না? আমার বৌকে আমি মারবো। একশ বার মারবো। তোর বাপের কিরে?

বিশু—হতভাগা বাঁদর।

[এক ঘা মারতেই সতু হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সকলের চেঁচামেচি। ইতিমধ্যে খুড়ো হরিপদ বেরিয়ে পড়েছে বাড়ীর মধ্যে থেকে।]

খুড়ো—তোরা হাঁ করে দেখছিস কি? যা, সতুকে বাড়ীতে নিয়ে যা। সাবিত্রী ঘরে আছে তো? বলিস যেন একটু যত্নআত্তি করে।

বিশু—যত্নআত্তি করবে, তাকে আস্ত রেখেছে কিনা।

খুড়ো—আহা সেইজন্য তো আরো করবে। নিজে ব্যথা না পেলে কি আর পরের যন্ত্রনা বোঝা যায়।

[সতুকে নিয়ে দু'তিন জন চলে যায়। সবাই নিজেদের মধ্যে গজগজ করছে। একমাত্র খুড়োই কথা বলে যায়]

খুড়ো—ছুটির দিনে একটু গণ্ডগোল হৈ হৈ না হ'লে ভাল লাগে না। কি বল হরিপদ?

হরিপদ—সতুটার বেশী লাগেনি তো? দেখো আবার পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামা না হয়।

জগদীশ—না। বিশুদা তো বেশী জোরে মারে নি। ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

হরিপদ—নেশা ছুটলেই গা' হাত পায়ে বেশ ব্যথা হবে। মারামারি কি আমরা করিনি, খুব করেছি। তবে দেশীদের সঙ্গে নয়, একেবারে লালমুখো গোরাপল্টন, তখনকার দিনের কি হোৎকা লাস—তাদের ধরে ঠেঙিয়েছি। বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না, ছ ছটো গোরা আর আমরা মাত্র দশজন বাঙ্গালী, এমন মার মারলাম দড়াদ্দম দড়াদ্দম, উ-হু-হু পাটায় আবার লেগে গেল। এই বাতের ব্যথাটা—(বসে পড়ে)

[দেবব্রত হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে]

দেবব্রত—দেখ বিশু, আমি তোমায় কতদিন থেকে বলছি ও দুটোকে তাড়াও। যেমনি সতু তেমনি তার বৌ। ওদের জীবনটা তো গেছে আরো পাঁচটা ছেলের মাথা খাচ্ছে।

বিশু—ওসব কথা এখন থাক দেবুকাকা—পরে ভাবা যাবে।

দেবব্রত—এ বস্তীটা তো এরকম ছিল না। চেঁচামেচি হৈ হৈ হট্টগোল কোনদিন শুনিনি। এ পাড়ায় তো আজ থেকে নেই। চুল পাকলো এইখানে।

খুড়ো—সেদিক দিয়ে আমার কত সুবিধে দেবু ভাই। বেশী চুল নেই তা আর পাকবে কি করে।

দেবব্রত—তোমার তো সবতাতেই রসিকতা। একটা জিনিসও সিরিয়াসলি ভাববে না। [হটাৎ সমরের ওপর চোখ পড়ায় এবং দূরে মায়াকে দেখে] তোকে না বাজার যেতে বললাম, এখানে কোত্থেকে এলি ?

সমর—(কান চুলকে) এই গোলমাল শুনে ভাবলাম কি হ'লো।

দেবব্রত—যাও, যাও আর দেরী করোনা। ছুটির দিন এত বেলায় কি
আর ভাল মাছ পাবে ?

সমর—(ব্যস্তভাবে) এই আমি যাচ্ছি (প্রস্থান)।

দেবব্রত—আজকালকার ছেলেরা যা হ'য়েছে। একটা কাজ করতে
দিলে সাতবার তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

খুড়ো—সে তো অনেক কম হ'লো।

দেবব্রত—তার মানে ?

খুড়ো—বুড়োদের বাজার করতে দিলে তো আরও মুস্কিল। তাও
আমি বুড়ো নই বরং প্রৌঢ়ই বলতে পারো। আমার মেয়ে
যা আনতে বলে ঠিক তার উল্টোটা নিয়ে আসি। আর
সাতবার কেন সাতাশবার মনে করিয়ে দিলেও কিছুতেই
মনে পড়ে না, কৈ মাছ বলেছিল না রুই মাছ।

দেবব্রত—না হরিপদদা এ খুড়োকে নিয়ে আর পারা যায় না।
আমি যা বলবো ও ঠিক তার উল্টো বলবে।

[তিনজন খাটিয়ার কাছে কথা বলে। ভোলাকে ডেকে বিশু
জিজ্ঞেস করে।]

বিশু—তুই এতক্ষণ সতুর কাছে ছিলি ?

ভোলা—হ্যাঁ, সতুদা ভালোই আছে। সাবিত্রীদি ওকে শুইয়ে দিয়েছে।

[এক ভদ্রলোককে নিয়ে সমরের পুনঃপ্রবেশ। খুড়োকে দেখিয়ে]

সমর—ওই ওঁনার নাম অনুকূল সোম।

দেবব্রত—আবার তুই এসেছিস ?

সমর—এই ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে নাকি খুড়োকে খুঁজছেন।
তাই নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোক—আপনার নাম অনুকূল সোম ?

খুড়ো—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক—পিতার নাম ?

খুড়ো—স্বর্গীয় মহেন্দ্র লাল সোম।

ভদ্রলোক—আদি নিবাস ?

খুড়ো—কুমার ডিহি, বর্ধমান।

ভদ্রলোক—কলকাতায় কতদিন আছেন ?

খুড়ো—পাঁচ বছর থেকে।

ভদ্রলোক—এই বস্তীতে ?

খুড়ো—তা বছর পনেরো। কি বল হরিপদ ?

হরিপদ—নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক—আশ্চর্য কতলোককে জিগ্যেস করলাম কেউই আপনার নাম জানে না !

দেবব্রত—কি করে জানবে, ওর নাম ধরে তো কেউ ডাকে না। খুড়ো বল্লে সবাই দেখিয়ে দিত।

ভদ্রলোক—অনন্তবালা দাসীকে আপনি চেনেন ?

খুড়ো—সম্পর্কে আমার পিসীমা হন।

ভদ্রলোক—কোথায় থাকতেন ?

খুড়ো—কাশীতে।

ভদ্রলোক—সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন।

খুড়ো—অ ! আমাকে কি অশৌচ করতে হবে ?

ভদ্রলোক—না শ্রাদ্ধ শান্তি হ'য়ে গেছে।

খুড়ো—তবে।

ভদ্রলোক—তিনি একটা উইল করে গেছেন। আমি সেই উইলের একজিকিউটর।

অনেকে—উইল!

দেবব্রত—কি ব্যাপার একটু খুলে বলুন?

ভদ্রলোক—স্বর্গীয় অনন্তবালা দাসী তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশনে। তবে তার মধ্যে থেকে নগদ সাত হাজার টাকা তিনি আলাদা করে রেখে গেছেন। উইলের নির্দেশ এই যে, তার ভাইপো অনুকূল চন্দ্র সোম জীবিত থাকলে এই টাকা পাবেন। আর তিনি না থাকলে সেই টাকা পাবেন অনন্তবালা দাসীর দুই দু'সম্পর্কের নাতি। অনুকূল সোমের দুই ভাইপো পঞ্চানন সোম ও নিত্যানন্দ সোম।

দেবব্রত—থাকগে থাকগে সে কথা ছেড়ে দিন। খুড়ো যখন জীবিত আছে তখন টাকাটা ঐ পাবে তো?

ভদ্রলোক—সেই কথাইতো বলতে এসেছি। অনুকূলবাবু কাল একবার আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এই আমার ঠিকানা (কার্ড দিয়ে) কাগজপত্র যা সই করবার তা বুঝিয়ে দেবো।

খুড়ো—অন্তাপিসী আমাকে টাকা দিয়ে গেল!

দেবব্রত—কি বলছ খুড়ো?

খুড়ো—আশ্চর্য দুনিয়ারে ভাই। কখনও পিসীর একটা খোঁজ পর্যন্ত নিলাম না।

ভদ্রলোক—সেই জন্যেই তো আপনাকে দিয়েছেন। আপনার দুই ভাইপো, ঐ পঞ্চানন আর নিত্যানন্দ, আরে মশায় সে দুটি চীজ। ছিনে জোঁকের মত দিদিমার পেছনে লেগে থাকত। হরদম নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। তিতিবিরক্ত হয়ে নগদ টাকাটা আপনাকেই দিয়ে গেছেন।

দেবব্রত—না খুড়ো তোমার পিসী বিচক্ষণ লোক। (খুড়োর হাত থেকে কার্ডটা টেনে নিয়ে) এটা আমার কাছে রাখো। কাল তোমায় নিয়ে আবার যেতে হবে তো। অফিসটা আর যাওয়া হবে না। এ এমনি আপনভোলা লোক আপনাকে আর কি বলব।

ভদ্রলোক—আমি তাহ'লে আজ আসি।

খুড়ো—আসুন। কাল আমি দেখা করবো।

দেবব্রত—আমরা সকলেই দেখা করবো। চলুন চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি। [ভদ্রলোককে নিয়ে দেবব্রতের প্রস্থান]

বিশু—আজ তা হ'লে আমরা সেলিব্রেট করবো। সমর তুই যখন বাজার যাচ্ছিস বেশ খানিকটা মাংস নিয়ে আয়। মায়া কোমর বাঁধ। মেয়েগুলোকে সব ডাক্। আজ খুড়ো খাওয়াচ্ছে।

জগদীশ—খুড়োর বাড়ী নেমন্তন্ন সহজ কথা নয়রে ভাই,

সহজ কথা নয়।

মাংস পোলাও, হালুয়া খাবো, জয় খুড়োর জয়।

বল সব, জয় খুড়োর জয়।

সকলে—বল সব জয় খুড়োর জয়…

[ছেলেদের হৈ হৈ, টিন বাজান মেয়েদের হাসি। ছড়া কাটার সুরে জগদীশের সঙ্গে অনেকেই নাচ গান করে। যখন বেশ জমে উঠেছে, জগদীশ গান থামিয়ে বলে।]

জগদীশ—কিন্তু খুড়ো, তুমি তো বল টাকা মাটি, মাটি টাকা। এবার দাও সাত হাজার টাকা মাটিতে ফেলে দুরমুস করে দি।

[সকলের হাসি। খুড়ো অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারী করে।]

খুড়ো—তাইতো এতগুলো টাকা, পিসি শেষকালে—

হরিপদ—তা এত ভাবছ কি, এবার একটু গুছিয়ে বস। সংসার কর।

দেবু—আহা মায়ার একটা বিয়ে দাও।

সরযূ—হাঁ, খুড়ো মায়ার একটা ভালো দেখে বিয়ে দিন।

সকলে—হাঁ হাঁ মায়ার বিয়ে হবে, মায়ার বিয়ে।

[জগদীশ ও অন্য ছেলেরা, জয় খুড়োর জয়, বল সব জয় খুড়োর জয়, বলে আবার হৈ হৈ আনন্দ করে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[আগের দৃশ্যের অনুরূপ। দিন কয়েক পরের ঘটনা। পর্দা উঠলে দেখা যাবে, কারখানার কাজ তখনও চলছে। দুএকজন মিস্ত্রী জামা বদলাচ্ছে। পাঁচটা বেজে গেছে।]

জগদীশ—সতুদাটা যেন কি? এত রাগারাগি করার কিছু ছিল না বাবা। বিশুদা একটু মাথাগরম লোক সবাইতো জানে।

সতীন—অতগুলো লোকের সামনে ঐভাবে অপমান করা, মনে তো লাগবেই।

জগদীশ—তা ওরই বা দিনরাত বৌটাকে মারধোর করবার কি দরকার। আমি নিজের কানে শুনেছি, বিশুদা ওকে কতদিন বারণ করেছে।

সতীন—আমি বলে দিচ্ছি সতুদা কিন্তু আর আসবে না।

জগদীশ—কি করবে?

সতীন—কেন রাজেন মল্লিক রোজ তো ওর কাছে লোক পাঠাচ্ছে। বাবা সতুদাকে যদি ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা হ'লে এ গ্যারেজ কানা হ'য়ে যাবে। ওর মত ইলেক্‌ট্রিকের কাজ কটা লোক জানে এ তল্লাটে।

ভোলা—যা যা সতুদা ওরকম বেইমানী করবে না। হাজার হোক সতুদার জন্যেই তো বিশুদা রাজেন মল্লিকের গ্যারেজ ছেড়ে এখানে কারখানা করেছে। সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না।

সতীন—রাজেন মল্লিক নিজেই তো তুলিয়ে দেবে। আমাকেও তো ডেকে পাঠিয়েছিল।

জগদীশ—তাই নাকি। কি বললে?

সতীন—ঐ জিজ্ঞেস করলে এখানে কি পাচ্ছি, কতক্ষণ কাজ হয় এই সব আর কি।

জগদীশ—তুই কিছু বলিসনি তো।

সতীন—আমি কেন বলতে যাব, তবে যাই বল, রাজেন মল্লিক লোক ভাল, চা মিষ্টি খাওয়ালে।

ভোলা—তুমি তাহলে সব কথাই ওকে বলেছো।

সতীন—আমি না, না, আমি কিছু বলিনি।

ভোলা—বলনি আবার। তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। সাবধান করে দিচ্ছি সতীন, খবরদার রাজেন মল্লিকের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবি না। আমি চলিরে জগদীশ। [প্রস্থান]

সতীন—ভোলাটা যেন কি, সব সময় মেজাজ রুক্ষ, আচ্ছা তুমিই বলতো, আমার বাড়ীতে যদি কোন গণ্ডগোল হয় তাতে বিশুদা মাথা গলাতে আসবে কেন?

জগদীশ—তোর সেই এক কথা। যাযা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুই নতুন এসেছিস, পরে বুঝবি। বিশুদা লোক ভাল।

সতীন—কি জানি বাবা। বড় মুখ আলগা।

[বাড়ীর ভেতর থেকে হরিপদর প্রবেশ।]

হরিপদ—জগদীশ নাকি।

জগদীশ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরিপদ—তোমাদের কাজকর্ম কি রকম চলছে। ঠং ঠং, ঠক্ ঠক্ শব্দের জ্বালায় তো বাবা চোখের পাতাটি বুজতে দাও না। বলি সেইমত আমদানীটা হচ্ছে তো?

জগদীশ—আজ্ঞে কাজ ভালই চলছে। কত নতুন Customer আসছে।

সতীন—কিন্তু স্যার Eleetricএর কাজ সব বন্ধ পড়ে আছে।

হরিপদ—কেন, মাল পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি? আর পাওয়া যাবেই বা কোথা থেকে। চাল ডালই দুষ্প্রাপ্য তা আবার electrical goods ফুঃ।

জগদীশ—আজ্ঞে না। ঐ সতুদা আসছে না তো। তাই আর কি।

হরিপদ—অঃ! সতু আর আসছে না বুঝি—তাহ'লে তো মুস্কিল বোস সাহেবের গাড়ী বোধহয় এখনও সারানো হয় নি।

সতীন—কি করে হবে, ওতো সতুদার হাতের কাজ।

জগদীশ—ও নিয়ে ভাববেন না। আমরা তো আর বসে নেই, অন্য মিস্ত্রিরও চেষ্টা হচ্ছে (ব্যস্তভাবে) যাও যাও আর দেরী ক'রো না।

সতীশ—হা আমি যাই। আসি স্যার। [প্রস্থান]

হরিপদ—এতো নতুন লোক, কি যেন নাম বললে।

জগদীশ—সতীন, খুব সুবিধের লোক নয়। সব তাতেই যেন পাকামি।

হরিপদ—আমার দেখেই মনে হ'য়েছে পাকা ঝিকুট। আজকালকার ছোঁড়াগুলোকে দেখলেই আমার গা জ্বালা করে, অবশ্য তোমরা কজন বাদে। শুধু চড়ং বড়ং আর কাজের বেলা লবডঙ্কা। এই সতুটাকেই দেখনা, গলা টিপলে দুধ বেরোয়,

এরই মধ্যে গোল্লায় গেল। তা কি বুঝছো—কাজকর্ম করবে না, না?

জগদীশ—খোলাখুলি তো কিছু কথা হয় নি।

হরি—ছ্যা ছ্যা বংশের মুখ ডোবালো। বিশুবাবুর বন্ধু কিছু বলবার যো নেই। দেখো তুমি আবার ওদের কাউকে বলে বসনা যেন।

[ব্যস্তভাবে দেবব্রতর প্রবেশ—পোষাক দেখে বোঝা যায়, সোজা অফিস থেকে আসছেন। জগদীশ জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে একসময় বেরিয়ে যায়।]

দেবব্রত—সব ব্যবস্থা করে ফেললাম। বাব্বা আর ভাবনা নেই।

হরিপদ—তোমার কথা তো অর্দ্ধেক বোঝাই যায় না। কিসের ব্যবস্থা তাই বল?

দেবু—কিসের আবার, বিয়ের।

হরি—বিয়ের? কার বিয়ে, তুমি আবার তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করছো নাকি?

দেবু—তোমার ভীমরতি ধরেছে দেখছি। আহা আমার সমরের সঙ্গে মায়ার।

হরি—তাই নাকি এতো খুব ভাল কথা। আমি তো কতবারই ভেবেছি কিন্তু বলিনি কারণ মনে হত তুমি বোধ হয় খুড়োকে তেমন পছন্দ কর না।

দেবু—আহা সে সব পুরোন কথা আবার কেন, ভেবে দেখলাম মায়া মেয়েটা সত্যিই ভালো। লেখাপড়াও শিখেছে, বেশ ভক্তিশ্রদ্ধাও আছে। তাছাড়া আজকালকার ব্যাপার বুঝছো তো। মানে আমার ছেলেটা আবার ঐদিকে একটু ঝুঁকেচে কিনা।

হরিপদ—যাক তোমার নজরে পড়েছে তাহ'লে। আমি তো বলবো বলবো ভেবেও বলিনি। শেষে তুমি হয়তো রাগারাগি করতে, ওরা আক্কিং খেতো। কি দরকার বাবা।

দেবু—আমি একরকম মনস্থির করেই ফেলেছি। সামনের মাসেই শুভ লগ্ন দেখে বিয়ে দিয়ে দেবো।

হরি—তা ভালোই করেছো। শুভস্য শীঘ্রম। কিন্তু খুড়োর ওদিকের ব্যাপার কি হ'ল। সেই পিসির টাকাটা?

দেবু—ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এনিয়ে কি কম ঘুরতে হ'লো। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আরে বাবা এ হ'ল বাঘের বাবা বাঘ। উকিল এ্যাটর্নী, যে সে কথা। যা হোক মনে হয় খুড়ো এ সপ্তা'তেই টাকাটা পেয়ে যাবে।

হরি—তা কত হবে।

দেবু—খরচা পাতি বাদ দিয়েও ১০০০৲ টাকা। কম কথা নয়— বিশেষ করে খুড়োর মত লোকের পক্ষে।

হরি—তা তো বটেই। খুড়ো কিছু ঠিক করেছে নাকি টাকা দিয়ে কি করবে।

দেবু—ওকে তো চেনো, যেমনি একগুঁয়ে তেমনি জেদী। গোঁ ধরেছে একটা পয়সাও নেবেনা সব মেয়েকে দিয়ে দেবে।

হরি—তাই নাকি, ভালো ভালো। কিন্তু বিয়েতেও তো খরচা আছে।

দেবু—সে বলে ধার করবে। আমি তো আর বুঝিয়ে পারি না। দেখ তোমরা বলে যদি কিছু হয়। তবে নিজের মেয়েই তো। কোন বাপের আর দিতে না ইচ্ছে করে।

হরি—তা তোমার ছেলেটির বরাত ভালই বলতে হবে। একসঙ্গে অতগুলো টাকা।

দেবু—তার মানে, তুমি বলছো ঐ সামান্য কটা টাকার জন্যে—

হরি—না না, তা বলবো কেন, তুমি যে কি বুঝতে কি বোঝ। আমি বলছিলাম—

দেবু—সমর কি আমার যে সে ছেলে, B. Com. পাশ। সাহেব কোম্পানীতে চাকরী করছে। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান। এর মধ্যে কতগুলো সম্বন্ধ এসেছে জানো। দশ হাজার টাকা নগদ দিতে রাজী, টাকা দিয়ে আমায় Jeopardise করতে চায়। ছিছি শেষে কি ছেলে বিক্রী করবো নাকি—তার আগে থুথু ফেলে ডুবে মরবো না।

[মায়ার প্রবেশ]

দেবু—এই যে মা ভালো তো—

মায়া—(মাথা নেড়ে) হাঁ—

দেবু—যা যা বলেছি সব করছো? মাথায় বেশ করে পেঁয়াজের রস মাখবে। দেখবে কি চুল হয়। আমার মাকে দেখেছি জানো হরিদা, মেয়ে বউ সকলের মাথায় পেঁয়াজের রস মাখাতেন। কি Brilliant result, তা মনে কর আমার স্ত্রীর এখনো মাসে অন্ততঃ একটা করে চিরুনী ভাঙে।

হরি—সাবধান দেবু। বাড়ীর মেয়েদের আর বেশী পেঁয়াজের রস মাখিও না। লোকসানে পড়বে। শেষে ডজন দরে চিরুনী কিনতে হবে।

মায়া—(হেসে) দিদিরা আসেনি।

হরি—না এখনওতো কৈ এল না; এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।

দেবু—সরযূর আজ আসবার কথা আছে নাকি ?
হরি—হা, আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছি। সরযূ আমার দাদা ভাইকে নিয়ে এসে অন্ততঃ এক সপ্তাহ থাকবে। অজিত অফিস থেকে এসে এখানে পৌছে দিয়ে যাবে।
মায়া—যাই দিদির ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখি।
দেবু—খুড়ো কোথায় মা ?
মায়া—বাবা ওষুধ বিক্রি করতে গেছেন।
দেবু—ফিরলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লতো।
মায়া—বলবো, তবে আমার দাদাদের হাত থেকে ছাড়া পেলে হয়।
হরি—তার মানে ?
দেবু—সে জানো না বুঝি। খুড়োর দুই ভাইপো এসে পড়েছে। জীবনে তারা খুড়োর খোঁজ নিলে না এখন টাকার গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছে।
হরি—তারা চায় কি ?
দেবু—কি আবার টাকা। মানুষ এত টাকা টাকা করতেও পারে বটে, কিন্তু খবরদার মা; তোমাকে একটু সামলে চলতে হবে। বাবাকে তো চেনই। বড় নরম লোক—ফট করে না কিছু দিয়ে ফেলে—ও ছোঁড়া দুটোতো কম নয়, একেবারে ঝানু।
মায়া—আমার কথা কি আর বাবা শুনবেন।
দেবু—না শুনলে শোনাতে হবে। হাজার হোক টাকাটা যখন তোমাকেই দেবে বলেছে, তার উপর নিশ্চয় তোমার একটা দাবী আছে—ওসব ভাইপো টাইপো ঝুট ঝামেলা বেশী কাছে ঘেঁসতে দিও না। আর যদি বেগতিক দেখ চটকরে

আমায় খবর দিয়ে দেবে। এখন আমার কথাই ও যা একটু শোনে।

[সরযূর প্রবেশ]

মায়া—ঐ তো দিদি এসে গেছে।

হরি—কৈ, আমার দাদুভাই কই ?

সরযূ—খোকা আসেনি।

হরি—কেন ?

সরযূ—দুপুরে ওর ঠাকুরমার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। এখনও ফেরেনি।

হরি—তুই কি একলা এলি নাকি ? অজিত এলো না।

সরযূ—ও বোধহয় একটু পরে আসবে। অফিস থেকে ফিরতেই আজ দেরী হবে। তুমি তো আবার ভাববে।

হরি—না, না, না, অজিত এলেই না হয় তিনজনে একসঙ্গে আসতিস।

সরযূ—(মায়াকে আদর করে) মায়ারানীর খবর কি ? জিনিষপত্তর কেনা সুরু হয়েছে।

দেবু—তোমরা না এলে হবে কি করে ? ও বেচারী একলা কি পারে।

সরযূ—চল্ মায়া ভেতরে যাই। শুনি সব কতদূর কি হল।

হরিপদ—অজিতরা তাহলে—

সরযূ—তুমি ব্যস্ত হও না। একটু বাদেই উনি খোকনকে নিয়ে হাজির হবেন।

[সরযূ আর মায়ার বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান।]

হরি—আজকালকার ব্যাপার কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সরযূ একলাই চলে এলো।

দেবু—তাতে কি হয়েছে।

হরি—উঁহু, একটু না হয় অপেক্ষা করেই আসত। কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত শুনি। আমি ভাববো? তা না হয় একটু ভাবতামই, তাতে কার কি এসে যেতো।

দেবু—তা মিথ্যা এতো ভাবছই বা কেন? অজিতরাও এসে পড়ল বলে, বরং বাজারে লোক পাঠাও। জামাইকে না খাইয়ে ছেড়ো না।

হরি—সে তো নিশ্চয়ই, দেবুভাই তুমি বরং একটু বোসো আমি সরযূর কাছে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে নিই।

দেবু—আমিও আর বসবো না। অফিসের কাপড় জামাটা ছেড়ে আসি।

[হরিপদর বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান। দেবব্রত বেরিয়ে যেতে গিয়ে গেটের কাছে সমরের সঙ্গে দেখা।]

দেবু—(বিস্ময়ে) তুমি!

সমর—(আমতা আমতা করে) আমি মানে অফিস থেকে এই ফিরলাম আর কি!

দেবু—এখনও বাড়ী যাওনি?

সমর—এই যাব। যাচ্ছিলাম, পথে—

দেবু—হাতে ওটা কি?

সমর—কিছু না। ওটা, একটা প্যাকেট!

দেবু—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কার?

সমর—কার আবার? আমার।

দেবু—হুঁ—পিসিমার বাড়ী যেতে বলেছিলাম, গিয়েছিলে?

সমর—সময় পেলাম কই। কালকে বরং অফিস যাবার সময়—

দেবু—কাল কেন, আজই?

সমর—আজ আর কখন ! সন্ধ্যে হয়ে গেল।

দেবু—Never put off till to-morrow what can be done to day—শিগ্গীরি এস। মুখ-হাত ধুয়েই বেরিয়ে যাবে।

[দেবব্রত বেরিয়ে গেলে সমর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সন্ধ্যে হয়ে আসে। মায়াকে আসতে দেখে সমর গাড়ীর দিকে সরে যায়। মায়া হাতে ধুনো এনে সন্ধ্যে দেয়। সমর পেছন্ থেকে ডাকে।]

সমর—মায়া !

মায়া—সমরদা, তুমি কখন এলে ?

সমর—এইতো এখুনি। কি এনেছি বল তো ?

মায়া—কি দেখি ?

সমর—উহু আগে বল ?

মায়া—ও বুঝেছি—চিত্রজগতের স্পেশ্যাল ইস্যুটা পেয়েছো।

সমর—উহু চিত্রজগৎ-টগৎ নয়।

মায়া—তাহলে—নিশ্চয়ই চুলের ট্যাসেল এনেছো না ?

সমর—উহু তাও নয়।

মায়া—তবে আর কি হবে ?

সমর—লাষ্ট চান্স মায়া—

মায়া—তাহলে নিশ্চয় আমসত্ব এনেছো, মাদ্রাজী আমসত্ব।

সমর—পারলে না, ফেল। অতএব পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ, কুমারী মায়া সোমকে এই পুরস্কার দিলেন।

[সমর নকল গয়নার একটা বাক্স মায়াকে দেয়।]

মায়া—(সবিস্ময়ে) ওমা সমরদা। এ কি করেছো। জয়রাম দাসের দোকান থেকে নিয়ে এসেছো তো ?

সমর—আজ ভেবেই রেখেছিলাম তোমার জন্যে একটা প্রেজেন্ট নিয়ে আসবো। মাইনে পেয়েই গেলাম জয়রাম দাসের দোকানে। মনে পড়ে গেল রাস্তায় যেতে যেতে এই সেট্টা দেখে তুমি কি রকম থমকে দাঁড়িয়েছিলে।

মায়া—তোমার যদি কোন একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকে, লোকে দেখলে কি বলবে বলতো।

সমর—কি আবার বলবে, আমি যদি আমার ভাবী স্ত্রীকে কিছু একটা উপহার দি, তাতে কার কি এসে যায়?

মায়া—না, না, আমার ভারী লজ্জা করছে।

সমর—তার মানে তোমার পছন্দ হয়নি। বেশ দাও, ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

মায়া—আমি বুঝি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলেছি? কিন্তু বিশুদা দেখলেই যে ঠাট্টা করে।

সমর—ওঃ বিশুর কাছেই বুঝি তোমার যত লজ্জা। আশ্চর্য্য, আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি বিশুর মত না নিয়ে তুমি কিছুই করতে চাও না।

মায়া—অথচ বিশুদা বলেন, আমি নাকি ওঁর একটা কথাও শুনি না।

সমর—(বিদ্রূপ করে) তাই নাকি? বিশুদা এই বলেছে, বিশুদা এই করেছে, সারাক্ষণই তো আমায় বিশুর কথাই শুনতে হয়।

মায়া—না না তুমি মিথ্যে রাগ করছো সমরদা।

[নেপথ্যে বিশুর গলা।]

মায়া—ঐ বোধ হয় বিশুদা আসছে, please তুমি এটা নিয়ে যাও।

সমর—(রেগে) জিনিষ দিয়ে কেউ ফিরিয়ে নেয় না মায়া। রাখতে হয় রেখো না হয় ফেলে দিও। আমি চললাম।

মায়া—সময়দা শুনে যান।

[সময় কথা না শুনেই চলে যায়। মায়া চারিদিক তাকিয়ে গাছের কাছে গিয়ে বাক্সটা লুকিয়ে রাখে। একটু পরে বিশুর প্রবেশ।]

বিশু—কিরে অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে।

মায়া—এই তো সন্ধ্যে দিচ্ছিলাম।

বিশু—কে যেন এখুনি বেরিয়ে গেল—

মায়া—কই না তো।

বিশু—চোখটা আমার বোধহয় খারাপ হচ্ছে, ঠিক মনে হল সময়ের মত। অবশ্য তুই যখন না বলছিস, তাহ'লে নিশ্চয় নয়।

মায়া—বিশুদা, দিদি এসেছে।

বিশু—(খুসী হয়ে) এসেছে, খোকাটাকে ডাকতো, দেখি কি রকম দুষ্টু হ'য়েছে।

মায়া—খোকা আসেনি।

বিশু—(চিন্তিত মুখে) হুঁ, জানতাম ওকে আসতে দেবে না।

মায়া—অজিতদা বোধ হয় একটু বাদে নিয়ে আসবে।

(বিশু গাড়ীর ওপরে গ্যারেজের আলো জ্বালিয়ে দেয়)

মায়া—বিশুদা, সাবিত্রী আসবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে—

বিশু—কখন ?

মায়া—বলেছিল তো সন্ধ্যের পর।

বিশু—ওদের ঝগড়া ঝাঁটি সব মিটে গেছে ?

মায়া—কি জানি, সাবিত্রীকে দেখে ত' বোঝবার জো নেই। সারাক্ষণই হাসি আর রাজ্যের লোকের সঙ্গে হ্যা হ্যা করে বেড়াচ্ছে। সত্যি বলছি বিশুদা, ও মেয়েটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

বিশু—(হেসে) বড্ড চটেছিস মনে হচ্ছে। তোর কলেজী বুকনি বেশী শোনে না বুঝি।

মায়া—কি জানি আপনি যে কেন ঐ মেয়েটাকে এত support করেন।

বিশু—বল না একটু চা করতে।

মায়া—কথা বলতে চাইছেন না স্পষ্ট বল্লেই ত হয়।

বিশু—(গম্ভীর স্বরে) তাই তো বলছি, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও। অন্য লোকের জন্যে ভেবে ভেবে মাথাটা নাহক খারাপ করলে। দিদিকে বল চা করতে—আমি ভেতরে যাচ্ছি।

[মায়া বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। বিশু গাড়ীর ওপরে ঝুঁকে কি দেখে। হরিপদ বাবু চিন্তিত মুখে আসেন।]

হরিপদ—তাহলে একবার অজিতদের ওখানে যাবি না কি ?

বিশু—(অন্যদিকে মুখ রেখে) না।

হরিপদ—অঃ।

বিশু—তোমার সেই এককথা যাও না, যাও না। গিয়ে ত' কোন লাভ নেই। তুমি নিজে গিয়ে বলে এসেছো তবু তারা এল না। সব লবাব হয়েছে।

হরিপদ—আঃ অত জোরে কথা বলো না বিশু—

বিশু—এতে ত' মনে করা করির কিছুই নেই। দিদি সব জানে, মিস্ত্রীর বাড়ী ওরা ছেলে পাঠাতে চায় না, নষ্ট হয়ে যাবে বলে। এর আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কি আছে। যত সব বড় বড় কথা। কুলীন বংশ, বনেদী ঘর। ঝাড়ু মারো সব।

হরিপদ—দেখি খানিকক্ষণ, না আসে আমিই একবার যাবো।

[হরিপদ বাড়ীর মধ্যে চলে যায়, সতীনের প্রবেশ।]

সতীন—বিশুদা।

বিশু—কি ?

সতীন—সেই মদন ড্রাইভার এসেছে।

বিশু—কি চাইছে ?

সতীন—(গলা নামিয়ে) কয়েকটা খুব ভালো spare parts এনেছে। একেবারে নতুন, মোটেই ব্যবহার হয় নি।

বিশু—না না ওসব চোরাই মালটাল হবে, রাখা ঠিক হবে না।

সতীন—সব গ্যারেজেই ত তাই করছে। এ নাহ'লে আজকালকার দিন চলে। এই ধরুন না, রাজেনবাবুর গ্যারেজে।

বিশু—ওসব রাজেন বাবুদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা যেমন ভাবে কাজ করছেন, আমাকেও তেমনি করতে হবে ? কি দরকার এসব ঝামেলায় গিয়ে ?

সতীন—ঝামেলার কিছু নেই। মদন বলেছে এ তল্লাটের জিনিষই নয়। বার্ণপুরের মাল। চালের বস্তার মধ্যে ফেলে লরী করে সরিয়ে এনেছে।

বিশু—না, না এসব বড় অন্যায়। পরে দেখা যাবে বলে ওকে এখন কাটিয়ে দাও।

সতীন—আমি যে কথা দিয়েছি বিশুদা।

বিশু—সে আবার কি ?

সতীন—মদন-ড্রাইভার যাচ্ছিল রাজেন মল্লিকের কাছে। আমি বড় মুখ করে তাকে ডেকে এনেছি। এবারটা রেখে দিন। তা না হ'লে আমার মান থাকবে না।

বিশু—ছি ছি সতীন, আমাকে না জিজ্ঞেস করে এ রকম কথা দেওয়া তোমার উচিত হয় নি।

সতীন—তাহলে একবার মদনকে ডেকে আনি বিশুদা।

বিশু—(অনিচ্ছা সত্ত্বেও) ডাকো। কিন্তু খবরদার সতীন, এ রকম আর কখনও করো না।

[সতীনের প্রস্থান—একটু বাদে মদন ড্রাইভারকে নিয়ে প্রবেশ। দেখলেই বোঝা যায় বেশ চালু-লোক। বছর ৪৫ বয়েস। কাচা-পাকা চুল। চক্‌চকে চোখ।]

মদন—নমস্কার বিশুবাবু।

বিশু—বসুন।

মদন—অনেকদিন বাদে এ তল্লাটে এলাম। আপনার গ্যারেজ তো ভালো রকম চালু হয়ে গেছে দেখছি। বেশ সুনামও হয়েছে।

বিশু—এই চলছে আর কি।

মদন—এই তো চাই। বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না। আরে শালা তোদের শিখিয়ে দিতে পারে। আমাদের পাড়ার সাহাবাবুরা সাত পুরুষে ব্যবসা করছে। লক্ষ্মীর গলায় চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে না ?

বিশু—টাকাতো ব্যবসাতেই। কিন্তু বিপদ হ'ল ছেলেগুলোকে নিয়ে। লেখাপড়া শিখে যে আর কেউ ব্যবসা করতে চায় না। সব চাকরী খোঁজে।

মদন—সে আর আমাকে কি বলছেন। আমাদের কোম্পানীতে I. A., B. A. পাস করা সব ফুটফুটে ছেলে ঢুকছে, কি না ওভারশিয়ার। ড্রাইভারের পাশে লরীতে বসে থাকবে মাইনে কত, না ৮০৲ টাকা, আর ড্রাইভারদের কম করে ১২০৲ টাকা।

বিশু—তবু তারা হ'লেন বাবু আর আপনারা হ'লেন ড্রাইভার।

মদন—সেই তো মজা। আমি এই হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জী পরে সমস্ত ডিউটি সেরে দেবো। কিন্তু বাবুদের তো তা করলে চলবে না। ধোপ দুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরতে হবে—মাসের শেষে যখন কুলোবে না তখন এসে আমাদের কাছে হাত পাতে, ড্রাইভার সাহেব টাকা ধার দাও।

সতীন—বড় খাঁটী কথা বলেছেন মদনবাবু চলুন তাহলে, বিশুদার আবার অন্য কাজ আছে।

মদন—তা তো যাবোই, কিন্তু ঐ দরদস্তুরটা।

সতীন—দরদস্তুরের আর কি আছে, এক কাজ করুন। এ মাল আপনি এখানে ছেড়ে যান, কাল দেখে শুনে দাম ঠিক করে রাখা যাবে এখন।

মদন—সে আপনারা রাখুন না। কিন্তু এখন কিছু টাকা দিতে হবে।

বিশু—কত?

মদন—বিশ ত্রিশ টাকা, (হেসে) জানেন তো কলকাতায় এলেই একটু পয়সা লাগে। দিশী বোতলের দামও কি কম বাড়ছে।

সতীন—সে আমি দিয়ে দিচ্ছি চলুন।

[মদন ড্রাইভার উঠে দাঁড়ায়]

মদন—এই সব পুরানো-পাড়া দিয়ে যখন হাঁটি সত্যি কষ্ট হয়। ঐ পার্কের মোড়ের মাথায় ঘোষবাবুদের বাড়ী, তিনতলা প্রাসাদ। গেটে দরওয়ান দাঁড়িয়ে থাকতো। তিন খানা গাড়ী। চারটে কুকুর। সব ভোজবাজির মত উড়ে গেল।

বিশু—সে তো সবই গেছে। পাড়ায় যে কটা ভাঙ্গা, ঘূণ ধরা বাড়ী দেখবেন বলতে হবে না সেগুলো বাঙ্গালীর। আর তারই

পাশে চক্‌-চকে ঝক-ঝকে যে সব নূতন প্রাসাদ উঠেছে সে সব অন্দ্রদের।

মদন—হাতে হাত দিন বিশুবাবু—আর একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ব্যস কোলকাতায় আর বাঙ্গালীকে বাস করতে হবে না। একেবারে ইলেকট্রিকের ট্রেনে চড়িয়ে গঙ্গা পার করিয়ে দেবে।

(দ্রুত সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী—বিশুদা।

বিশু—কি হল সাবিত্রী?

সাবিত্রী—একটু কথা ছিল।

মদন—আমি তাহলে এখন চলি বিশুবাবু।

বিশু—আচ্ছা কাল একবার এলেই—

মদন—কাল হয়ত পারবো না। পরশু তরশু সুবিধে বুঝে চলে আসব।

বিশু—বেশ তাই হবে।

(নমস্কার বিনিময়। মদনের সঙ্গে সঙ্গে সতীনেরও প্রস্থান)

সাবিত্রী—ও লোকটা কে?

বিশু—মদন ড্রাইভার। বার্ণপুরের দিকে এখন কাজ করে। আগে এ পাড়াতেই ছিল।

সাবিত্রী—কেমন যেন চেহারাটা।

বিশু—ওর চেহারা নিয়ে তুমি কি করবে! তারপর কি খবর সাবিত্রী?

সাবিত্রী—(হেসে) খবর তো আপনাদেরই। আমার ওপর গোঁসা হয়েছে বুঝি?

বিশু—কেন?

সাবিত্রী—তা না হলে সাবিত্রী ডাকছেন? আপনি আমায় সাবি ডাকেন তাই সবায়ের কি হিংসে। বলে, আমি নাকি বশীকরণ মন্ত্র জানি।

বিশু—সতু কাজে আসছে না কেন? কারখানায় কত জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে। কি ছেলে মানুষী করে আমি তো বুঝতে পারি না।

সাবিত্রী—আমিও কি ছাই বুঝতে পারি? ছাইপাস গিলবে আর বেহেড মাতাল হ'য়ে সারা কোলকাতা ঘুরে বেড়াবে। আপনারই তো বন্ধু।

বিশু—কত আর ভালো হবে। তাই বলছো তো?

সাবিত্রী—(হেসে) মনে লেগেছে অমনি। আমি এমনি করে কথা বলি আপনি যে কি করে সহ্য করেন?

বিশু—সহ্য তো অনেকেই করে দেখি। তোমার ছেলে বন্ধুর তো কম দেখি না।

সাবিত্রী—কি লোক বাবা—ঠিক নজরে পড়েছে। কেন আমাদের বুঝি কারো সঙ্গে হাসি-মস্করা করতে নেই। সব আপনারাই করবেন—

বিশু—আমি আবার কার সঙ্গে হাসি-মস্করা করলাম?

সাবিত্রী—কেন? এ পাড়ায় যতগুলো আইবুড়ো মেয়ে আছে, সবাই তো দেখি সকাল থেকে নাম জপ করে বিশুদা, বিশুদা, বিশুদা।

বিশু—তাই নাকি?

সাবিত্রী—ন্যাকা, জানেন না যেন—খুড়োর মেয়ে ঐ যে মায়া, আপনি যাকে আদর করে ডাকেন মায়ারানী—সে তো সারাক্ষণ

ঘুর ঘুর করে কখন দু'দণ্ড কথা বলবে আপনার সঙ্গে। কি এতো গুজুর-গুজুর করে বলুন তো?

বিশু—আঃ সাবি, কি যাতা বলছো? মায়া আমার বোনের মত। ওর সঙ্গে সমরের বিয়ের পাকাপাকি।

সাবিত্রী—ভুল হয়ে গেছে বাবা। আর বলবো না। (ডিবে থেকে পান বার করে) পান খাবেন?

বিশু—সন্ধ্যে বেলা কেউ পান খায়?

সাবিত্রী—আমি তো খাই। আর খেতেন ডাক্তারবাবু। বাবাঃ সারাক্ষণ পান না-হলে তার চলতো না। আমি তো ওঁরই জন্যে ডিবে করে পান নিয়ে যেতাম। বড় ভালো লোক ছিলেন।

বিশু—ভালো লোক তো বটেই। বিশেষ করে যখন—

সাবিত্রী—শুনেই হিংসা হচ্ছে তো। (হাসি) তাওতো এখনো বলিনি। উনি আবার আমায় সাবি বলেই ডাকতেন।

বিশু—তাই নাকি? তা এমন ডাক্তারবাবুটিকে ফেলে এলে কেন?

সাবিত্রী—ভুল হয়ে গেছে, বড্ড ভুল। (হেসে) ভাবছি আজ একবার হাসপাতালে যাবো। মেট্রনের সঙ্গে দেখা করতে।

বিশু—হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খোঁজে নাকি?

সাবিত্রী—না? যদি কোন কাজ পাওয়া যায়—

বিশু—তার মানে? তুমি আবার নার্সিং করবে নাকি? সতুকে বলেছ?

সাবিত্রী—বলে কি হবে। উনিতো মত দেবেন না জানি।

বিশু—তাহলে, না না এ উচিৎ হবে না সাবিত্রী। তুমি বুঝতে পারছ না, ছেলেমানুষ, এ অন্যায়। সতু তোমার স্বামী।

সাবিত্রী—(হেসে) বিশুদা কথা বলতে বলতে আপনি সব ভুলে যান। আমি মোটেই ছেলে মানুষ নই। পঁচিশ বছর বয়েস। সময় মত বিয়ে হলে এতদিনে আমি তিন ছেলের মা হতাম।

বিশু—সব সময়ে তোমার হাসি আর ঠাট্টা।

সাবিত্রী—তাই তো এখনও বেঁচে আছি বিশুদা। এর উপর গম্ভীর হলে কি আর রক্ষে ছিল। চলুন না একবার আমার সঙ্গে।

বিশু—কোথায় ?

সাবিত্রী—বল্লাম তো মেট্রনের কাছে।

বিশু—আমি গিয়ে কি করবো ?

সাবিত্রী—সত্যি-বলছি বড্ড দরকার আছে (বিশুর হাত ধরে) চলুন না বিশুদা।

বিশু—মানে, এদিকে একটু কাজ ছিল। হয়ত অজিতদার বাড়ী যেতে হবে।

সাবিত্রী—না, না, চলুন। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। একটিবার শুধু দেখা করা। হয়ত একটু পরামর্শ দরকার হবে। আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে ?

বিশু—আচ্ছা, তবে চল।

সাবিত্রী—যদি মেট্রন জিজ্ঞেস করে হোষ্টেলে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে কি না। বলবেন, না। আপনি চান আমি হোষ্টেলে থাকি।

বিশু—কি বলছো সাবিত্রী আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমাকে—

সাবিত্রী—হাঁ, আমার স্বামীর অভিনয় করতে হবে।

বিশু—অসম্ভব এ আমি পারবো না।

সাবিত্রী—আপনার পায়ে পড়ি বিশুদা, এতে আপত্তি করবেন না। সত্যি বলছি হোষ্টেলে জায়গা না পেলে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে।

বিশু—পাগলের মত কি বলছো। চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

(ইতিমধ্যে সরযূ ও মায়ার প্রবেশ)

সরযূ—কোথায় যাচ্ছিস বিশু? বাবা বলছিলেন—

বিশু—আমি একটু বাদেই আসছি। জরুরী দরকার আছে।

[বিশু ও সাবিত্রীর প্রস্থান।]

মায়া—দেখলে তো সাবিত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে গেল—কি ঢং রে বাবা। হেসে হেসে গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। সাবিত্রী এই বস্তীতে আসার পর থেকেই তো যত গোলমাল।

সরযূ—আশ্চর্য, এমন আহামরি কিছু চেহারাও না—কি করে এ রকমটা হোল। ছি, ছি, বিশুটা পর্য্যন্ত—

মায়া—আমাদের তো লজ্জা করে। এ পাড়ায় বিশুদার কথা ছিল, শেষ কথা। বুড়ো বুড়ী থেকে স্বরু করে বাচ্চারা পর্য্যন্ত কেউ ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে কাজ করতো না। আর এখন সবাই টিটকিরি দেয়। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলে।

সরযূ—সতুটাই বা কি রকম! বৌটাকে সামলাতে পারে না।

মায়া—দোষ তো সতুদারই। এ মেয়েকে কেউ বিয়ে করে ঘরে আনে। একে রেফিউজী, তায় আবার হাসপাতালের সেবিকা।

সরযূ—নার্স শুনে ছিলাম না।

মায়া—না না পাশ করা নার্স নয়।

সরযূ—(কি যেন ভেবে) নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করলে তবু ওদের বনিবনা হলো না ?

মায়া—হবে কোথা থেকে। সাবিত্রী তো সারাক্ষণই ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর সতুদা বোতলের পর বোতল মদ খায়। তারপরই চুলোচুলি আর মারামারি।

[হুড়মুড় করে মত্ত অবস্থায় সতু ঢুকে গাছের পেছনে লুকোয়।]

সরযূ—কে এলো ?

মায়া—কে ওখানে, সাড়া দাও ?

সতু—(জড়ান গলায়) আমি।

মায়া—আমি, আমি কে ?

সতু—(টলতে টলতে বেরিয়ে) আমাকে চিনতে পারছো না। আমি তোমার পতিদেবতা। তোমার ইহকাল, তোমার পরকাল।

মায়া—আঃ সতুদা, কাকে কি বলছেন ?

সতু—কাকে আবার, সাবিত্রীকে।

মায়া—সাবিত্রী এখানে নেই—

সতু—ঘোমটা মাথায় ঐ-তো দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখে লজ্জায় মিশে গেলে যে—

সরযূ—আমি সাবিত্রী নই, যাও এখান থেকে—

সতু—তবে তুমি কে বাবা। সাবিত্রী যদি না হবে, তবে কি তুমি সীতা, না দময়ন্তী ?

সরযূ—আমি সরযূ।

সতু—সরযূ, সরযূ, দিদি, আমাকে ক্ষমা করো, আমি ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। মাথাটার ঠিক নেই তো। এখান থেকেই দণ্ডবৎ হই। [সতু হাঁটু গেড়ে বসে]

সরযূ—সতু ভাই, তুমি কেন এই ভাবে জীবনটা নষ্ট করছো। তুমি আর বিশু কতদিনের বন্ধু তোমরা। আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। কত খেটে এই গ্যারেজ তোমরা দাঁড় করিয়েছো, রক্ত জলকরা খাটুনি।

সতু—এই গ্যারেজটা—হ্যা অনেক খাটুনি, দিদি তুমি তো বিশুর দিদি। আমার দিদি ছিল না, কেউ ছিল না, ছিল একটা মেয়ে, খুব ভালবাসতো, তারপর কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। মাথাটার কি কষ্ট।

সরযূ—কেন এইসব জিনিষ খাও। কি লাভ?

সতু—লাভ আছে, অনেক লাভ, ভুলে থাকার লাভ।

[ক্লান্ত শরীরে খুড়োর প্রবেশ]

খুড়ো—উঃ কি বেজায় গরম, রাস্তায়ও তেমনি ভীড়।

মায়া—জল খাবে—এনে দেব বাবা।

খুড়ো—ঘরে গিয়েই খাব। এখানে একটু জিরিয়ে নিই। (সতুকে দেখে) কি খবর সতু, শরীর ভালো তো?

সতু—হ্যা খুড়ো, বেশ ভাল, দিব্যি—

খুড়ো—আবার কাজে লেগে পড়। চুপচাপ বসে থেকে কি হবে—বিশুও বলছিল।

সতু—কাজ আর কাজ। কার কাজ কে করবে। আজ তাহলে চলি। আমি মদ খাই বটে কিন্তু মাতাল হই না। কে যেন বলতো I hate মাতালস্, আমিও hate করি—এই দেখো সোজা চলে যাবো, পা এতটুকু টল্‌বে না—one-two-three [প্রস্থান]।

খুড়ো—এ্যাঃ এতটুকু বয়সে ছোড়াটার Head Office এ গোলমাল হ'য়ে গেল। কর্ম্মফল, কর্ম্মফল, তাছাড়া আর কি। কতটুকু বয়স থেকে দেখছি। বিশু আর সতু দুজনে হাতে কলমে কাজ শিখে এই গ্যারেজ তৈরী করলে। আর এখন, থাকগে ভেবে কি হবে। তারপর সরযূ মা কতদিনের ছুটি—

সরযূ—এই তো ক'দিন।

খুড়ো—না, না লম্বা ছুটি নিতে হবে। মায়ার বিয়ের সবই তো তোমায় করতে হবে মা। আমি আর কি জানি আর ওর আছেই-বা কে?

সরযূ—নিশ্চয় করবো, কতদিন নিজেদের কারুর বিয়ে-থাওয়া হয়নি। মায়ার বিয়েতে কত যে হৈ হৈ করবো। এখন থেকে বলে রাখছি খুড়ো, উঠোনটা বেশ সামিয়ানা দিয়ে ঘিরতে হবে। ঐ গ্যারেজের মধ্যে কিন্তু একটাও গাড়ী রাখতে দেবো না। সব রাস্তায় বার করে দেবো। ঐখানে ভিঁয়েন বসবে, পাত পড়বে।

মায়া—দিদি তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গল্পই করবে, বাড়ীতে কত কাজ রয়েছে। বাবা, এই নাও চাবি আমি এদিকের কাজ সেরেই যাচ্ছি। (মায়ার প্রস্থান)

সরযূ—মেয়ের লজ্জা হয়েছে।

খুড়ো—তোমাকে পেয়ে ওর যে কত অভাব পূরেছে মা, সত্যিই তুমি ওর বড় দিদিটির মত। কি আশ্চর্য দেখ বাড়ী ছেড়ে যেদিন বস্তীতে আশ্রয় নিতে হ'ল, মনে মনে ভেবেছিলাম, আমার সব সাধই বোধ হয় শেষ হয়ে গেল, অথচ এখানে এসেই পেলাম সব চেয়ে আনন্দ।

সরযূ—এখানকার সবাই আপনাকে কত ভালবাসে, খুড়ো বলতেই এরা অজ্ঞান, ছেলে বুড়ো সকলের কথাই বলছি।

খুড়ো—বিশেষ করে তোমাদের পরিবারের কাছে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ, বিশু, হরিভাই, তুমি, মুখের কথায় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। তোমরা যে কত দিয়েছো, তবু মনের অন্তঃপুরে কোথায় যেন আর একটু আশা লুকিয়েছিল।

সরযূ—কিসের আশা খুড়ো?

খুড়ো—না, সে কথা বলা ঠিক হবে না, পরে হয়তো কখনও—

সরযূ—না না আপনি বলুন, আমি কাউকে বলবো না।

খুড়ো—আমি ভাবতাম হয়তো মায়ার সঙ্গে—

[ব্যস্তভাবে নিত্যানন্দের প্রবেশ, ভক্তি গদ গদ চেহারা—সঙ্গে ভোলা]

নিত্যানন্দ—আরে আরে খুড়ো তুমি এখানে আর আমি সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। দাও দাও পায়ের ধুলো দাও, আঃ! আঃ! (খুড়োকে প্রণাম)

সরযূ—(খুড়োর দিকে চেয়ে) আমি ভিতরে যাই।

নিত্যানন্দ—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমাকে দেখে লজ্জা পাবেন না, ইনি?

খুড়ো—বিশুর দিদি।

নিত্যানন্দ—তাই নাকি, তবে তো আপনি আমারও দিদি (সরযূকে প্রণাম)। আমার নাম নিত্যানন্দ, আমি হলাম খুড়োর ভাইপো, মানে উনি হলেন আমার খুড়ো, মায়া আমার খুড়তুত বোন।

সরযূ—বসুন, বসুন।

নিত্যানন্দ—কত ভাগ্য করলে দিদি তবে এমন খুড়ো পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ ভোলানাথ যেমনি মন, তেমনি কান্তি।

সরযূ—আগে বোধ হয় আমাদের এখানে কখনও দেখিনি, না?

নিত্যানন্দ—কি করে যে এতদিন এঁকে ভুলেছিলাম সেই ভেবেই তো অবাক হচ্ছি!

ভোলা—তা হঠাৎ মনেই বা পড়লো কি করে?

নিত্যানন্দ—স্বপ্নাদেশ পেলাম।

ভোলা—স্বপ্নাদেশ কোথায়?

নিত্যানন্দ—কাশীতে। দিদিমার শরীর খারাপ হওয়া থেকে কাশীতে তাঁরই সেবা শুশ্রূষা করছিলাম, তবু তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না, পুণ্যবতী একদিন রাত্রে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, উঃ সে কালরাত্রি যে কিভাবে আমার কেটেছে, চোখে শুধু জলের ধারা—

খুড়ো—আঃ হা হা, নিতুর আমার বড়ই কষ্ট হয়েছে।

নিত্যানন্দ—খুড়ো শুধু তুমিই আমার দুঃখ বুঝতে পারবে, সেই পুঞ্জীভূত দুঃখ ক্রমশঃ আত্মঘাতী হয়ে উঠলো, ঠিক করলাম আত্মহত্যা করবো কিসের জন্য আর প্রাণ ধারণ করা। এমন সময় খুড়োকে স্বপ্নে দেখলাম, দেখলাম সাক্ষাৎ মহাদেব, আমার কপালে হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন।

ভোলা—তাই সোজা কোলকাতায় চলে এলেন?

নিত্যানন্দ—এতটুকু কালবিলম্ব না করে। এখন থেকে আমি খুড়োর সেবা করবো, আহা আর কটা দিনই বা উনি বাঁচবেন?

খুড়ো—এ্যাঃ কি বলছিস রে! আমারও গঙ্গাযাত্রার সময় হল নাকি!

নিত্যানন্দ—তোমার মত মহাপুরুষ ক'দিন আর এ মরদেহ রক্ষা

করবেন তবু যে কটা দিনই হোক, আমি সেবা করে যাবো। [সরযূ প্রস্থানোদ্যত]

নিত্য—চলে যাচ্ছেন দিদি, তবে একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করি—

সরযূ—বলুন।

নিত্য—খুড়ো আমার বড় ভাল মানুষ, তাকে ঠকাবার চেষ্টা করবে অনেকে, তাই একটু বলে যাচ্ছি, মানে বলতেও লজ্জা করছে, আমার আপন বড় ভাই পঞ্চাদা, উঃ কতবড় রাস্কেল আর কি মারাত্মক চরিত্রহীন তা কি বলবো আপনাকে। খুড়োকে দুচোখে দেখতে পারে না, আর এখন দেখবেন টাকার লোভে ছোঁক ছোঁক করছে। খবরদার কিন্তু ওকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।

সরযূ—আমি আর কি বাধা দেবো।

নিত্য—আপনাদের উপরেইতো সব নির্ভর করছে। (সরযূকে প্রণাম)

সরযূ—ওকি করছেন বার বার?

নিত্য—সে কি কথা প্রণাম করবো না, খুড়ো তোমার পায়ের ধুলো দাও। আমি তাহলে এখন আসি, তোমার সঙ্গে বরং দরকারি কথাটা—

খুড়ো—সামনের সপ্তাহেই হবে।

নিত্য—অত দেরি, তা যখন বলছো, মানে বুঝলেন না দিদি, আমার আবার তিন তিনটে মেয়ে, যদিও ছোট ছোট, তাহলেও খুড়োর তো মাত্র একটা তাই বলছিলাম আর কি খুড়ো যদি কিছু কিছু ওদের নামে—

খুড়ো—বলছিতো আমি ভেবে রাখবো।

নিত্য—আমি তো আর পুরো সাত হাজারই দিয়ে দিতে বলছি না, এই ধরুন পাঁচ হাজার টাকা আমার তিন মেয়েকে দিলে আর বাকি দু'হাজার রইল মায়ার নামে। কি বলুন দিদি, এর চেয়ে ভালো যুক্তি আর কি দিতে পারি?

খুড়ো—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও নিত্যানন্দ—যাহোক একটা কিছু আমি সামনের সপ্তাহে করে ফেলবো।

নিত্য—সে আমি জানি, তুমি কোন অন্যায় করবে না, আর একবার পায়ের ধূলো দাও, আমি চলি।

(প্রণাম করে নিত্যানন্দ প্রস্থানোদ্যত)

ভোলা—দাঁড়ান, দাঁড়ান—

নিত্য—কেন?

ভোলা—আমি একবার আপনার পায়ের ধূলোটা নিই, কলিতে এমন ভক্তিশ্রদ্ধা সহসা দেখা যায় না।

নিত্য—তুমি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছো।

ভোলা—(জিভ বার করে) ছিঃ ছিঃ তাই কখনও করতে পারি।

(বেশ রাগতভাবে নিত্যানন্দের প্রস্থান, ভোলা, খুড়ো, সরযূ সকলের একসাথে হাসি।)

সরযূ—খুড়ো, আপনার ভাইপো চটেছে।

ভোলা—ওঃ যেন বিনয়ের অবতার। কথা শুনে অবধি আমার গা জ্বলছিল। তাইতো বাছাধনকে চটিয়ে দিলাম।

খুড়ো—চটলেও আর কত চটবে, আমাকে তো আর ছেড়ে দেবে না, সারা জীবন জ্বালিয়ে মারবে।

(চিন্তিত মুখে হরিবাবুর প্রবেশ)

হরিপদ—বিশু এখনও ফিরলো না।

সরযূ—না।

হরি—তাইতো।

খুড়ো—কি ভাবছো এত হরি ভাই ?

হরি—মানে অজিতের আসবার কথা ছিল, দাদাভাইকে নিয়ে এখনও এলো না, ভাবছিলাম কাউকে একবার পাঠালে হত।

সরযূ—না, লোক পাঠানোর কি আছে, উনিতো নিজেই আসবেন।

খুড়ো—হরি ভাই, সংসার কর, সব কিছু কর, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দোহাই তোমার কপাল কুঁচকো না, তাহলেই সর্বনাশ। Barometerএর পারা একেবারে উপরে উঠে যাবে।

হরি—তোমাকে কিন্তু দেবু অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছিল।

খুড়ো—তাই নাকি, যাবো তাহলে একবার চানটান সেরে—

সরযূ—ভোলা গিয়ে ওকেই নাহয় খবর দিয়ে আসুক।

খুড়ো—সেই ভালো, ভোলা তুমি যাও।

(ভোলা বাইরে চলে যায়, সরযূ বাড়ীর ভিতরে)

খুড়ো—অসুখ-বিসুখ যা বাড়ছে, তার আর কি বলবো। এই আজ সকালে সোনারপুকুর গিয়েছিলাম, খবর শুনেছিলাম, গ্রামের অনেকেই পেটের অসুখে ভুগছে, ভাবলাম বেশ কিছু টাকার ওষুধ ওখানে বিক্রী হবে।

হরি—হ্যাঁ, মায়া আজকে বলছিল বটে, তুমি সকালথেকেই কোথায় ওষুধ বিক্রী করতে গেছ, তারপর—

খুড়ো—আর ওষুধ বিক্রী, সেখানকার অবস্থা দেখেতো আমার মাথায় হাত, একেবারে এপিডেমিক, পটাপট লোক মরছে, জেলা হাসপাতালে যেতে না যেতেই লোক সাবাড়। ইতিমধ্যে

প্রায় পঁচিশজন মারা গিয়েছে শুনে এলাম আরও দশ পনের জন মরছে।

হরি—এ্যাঁ বলকি, হাত পা ভাল করে ধুয়েছিলে এসব ছোঁয়াচে রোগ। তা তোমার ওষুধ অনেকে নিলে তো?

খুড়ো—নিলে বইকি, গাঁ শুদ্ধ সকলেই নিলে।

হরিপদ—তবে অত মন খারাপ করছিলে কেন? বেশ দু'পয়সা হয়েছে বল।

খুড়ো—দু'পয়সা? হ্যাঁ মানে তাহলে, ওই শোক, তাপ, দুঃখ, কষ্ট।

হরি—তার মানে তুমি কারুর কাছে থেকে টাকা পয়সা, পাওনি? বিনা পয়সায় ওষুধ দিয়েছো?

খুড়ো—কে বললে দিয়েছি, না, না আমি ওরকম বোকা লোকই নই, মিছিমিছি ঠকতে যাব কেন?

হরি—ও কথা বললে হবে কি, খুড়ো, বেশ বুঝতে পারছি, কেউ তোমায় পয়সা দেয়নি।

খুড়ো—আহা বলা যায় না, পরে হয়তো ওরা টাকা দিয়ে দেবে।

(দেবব্রতের প্রবেশ)

দেবু—আবার কিসের টাকা, এটর্নীর সঙ্গে তো পাকা বন্দোবস্ত করে এসেছি, পুরোপুরি সাতহাজার টাকা খুড়োর নামে সামনের সপ্তাহে দিয়ে দেবে।

হরি—না, না, তা নয়, খুড়ো আজ গিয়েছিল ওষুধ বিক্রী করতে, সেখানে এত অসুখ-বিসুখ যে পয়সা না নিয়েই পঁচিশ টাকার ওষুধ সেখানে দান করে এসেছে।

দেবু—আরে ছি ছি, এইসব দুর্বুদ্ধিকে কখনও প্রশ্রয় দিও না, সাত-

হাজার টাকা আজ পেয়েছ বলে বিনিপয়সায় ওষুধ বিলোবে, কদিন তোমার টাকা থাকবে শুনি ?

খুড়ো—না তা ঠিক নয়, দেবুভাই। তুমি বুঝতে পারছো না।

দেবু—ও শালাদের চেন না, ওষুধ কিনতে হলেই যত অভাব। আমি খুব জানি, আমার পিসেমশাই হোমিওপাথী ডাক্তারী করে কলকাতায় তিনখানা বাড়ী তৈরী করেছেন. যাও একবার তার ডিসপেন্সারীতে। যে আসছে সেই নাকি কান্না স্বরু করে, আমি বড় গরীব খেতেই পাই না, তো ওষুধের পয়সা দেব কোত্থেকে। আমার পিসেমশাই ঘুঘু লোক। চোখের জলে ভোলেন না, স্রেফ টিউবওয়েল দেখিয়ে বলেন, পয়সা না থাকে তো যাও কলের জল খাও, দিব্যি সেরে যাবে। ব্যস আর দু'বার বলতে হয় না, লুঙ্গির ট্যাক থেকে, শাড়ীর আঁচল থেকে দিব্যি দশ টাকার নোট বেরিয়ে আসে।

খুড়ো—হবে হয়তো, কতটুকুই বা দেখেছি, যদি তারা আমায় ঠকিয়ে থাকে, না হয় ঠকলামই, কিন্তু ঠকবার ভয়ে যদি এমন কাউকে বঞ্চিত করতাম সত্যই যার অভাব তাহলে যে নিজের কাছে নিজেই জবাব দিতে পারতাম না দেবু ভাই।

দেবু—তুমি যে মাঝে মাঝে কি বল খুড়ো বুঝতে পারি না। বুঝেছ হরিপদ। এ বেয়াই-এর পুরো ভারই দেখছি আমাকেই নিতে হবে, বড় সরল, সাতভূতে ঠকিয়ে খাবে।

হরি—বিয়ের ব্যবস্থার কথা কি বলছিলে, এই বেলা বলে নাও।

দেবু—খুড়ো তোমার কিছু মাথা ঘামাতে হবে না, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। মেয়ের বিয়ে হবে হরিপদর বাড়ী থেকে।

হরি—আহা সে আর বলবার কি আছে, বিয়ে তো এখান থেকে হবেই।

দেবু—আমাদের বুড়ো স্যাকরাকে ডেকে পাঠিয়েছি। ওই মায়ার মার যে গয়নাগুলোর কথা বলছিলে ওকে দিয়েই ভেঙে চুরে যা করবার করে নেওয়া যাবে। দর্জ্জি ঠিক করে ফেলেছি, মায়ার একটা জামার মাপ চাই (পকেট থেকে ফর্দ্দ বার করে) এই হল জামা কাপড়ের লিষ্ট, মেয়ের শাড়ী, ব্লাউজ, শায়া, নমস্কারী শাড়ী লাগছে চারটে, ওটা একটু ভাল হওয়া দরকার, তাছাড়া ননদ ঝাঁপির দরুন এই মনে কর তিন সেট শাড়ী ব্লাউজ আর এই লিষ্টটা বরের, অফিসের কাজ, ওর তো কোট প্যাণ্টই বেশী করতে হবে সে দোকানও আমি ঠিক করে ফেলেছি, জুতো দু'জোড়া, নেকটাই থানকয়েক তাছাড়া ধুতি পাঞ্জাবী, গরদের জোড় এসব তো আছেই, মানে যা নইলে নয় এই আর কি।

হরি—তাহলে থালা বাসনের কোন ফর্দ্দ নেই ?

দেবু—আহা সে তো দানের মধ্যে পড়ল, এই ধরনা (অন্য কাগজ বার করে) একখানা ডবল বেড, একটা স্টীলের আলমারী আলনা, ড্রেসিংটেবল আর দরকার নেই, মেয়ের মার তো আছেই।

খুড়ো—তাহলে লিষ্টগুলো আমার কাছে দাও, একটু দেখে রাখি।

দেবু—তোমায় দিয়ে লাভ নেই, হারিয়ে ফেলবে, কেনা কাটা সব আমি করে ফেলেছি, সামনের সপ্তাহ থেকেই আমি রোজ বেরুব, সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা করে। ততদিন তুমি টাকাটাও পেয়ে যাবে, কোন অসুবিধেই থাকবে না।

(পঞ্চাননের প্রবেশ, পরনে পাঞ্জাবী আর জহর কোট। দেখলেই বোঝা যায়, বেশ চালু লোক।)

পঞ্চা—ও খুড়ো, তোমাকে আমি গরু খোঁজা খুঁজছি আর তুমি এখানে এই বুড়োগুলোর সঙ্গে গল্প করছো।

দেবু—(রেগে) খুড়ো তোমার ভাইপোকে মুখ সামলে কথা বলতে বল, ও আমাকে দেখলেই ওই রকম বুড়ো বুড়ো করে।

পঞ্চা—তাই বলে বুড়োকে বুড়ো বলবো না তো কি ছোঁড়া বলবো, আর দাদুকে বলবো নাতি।

খুড়ো—আঃ পঞ্চানন, বয়সের মান সম্মান রেখে কথা বলতে জান না।

পঞ্চা—সে হবে এখন, চট করে তোমার সঙ্গে দুটো প্রাইভেট কথা সেরে নিই, আপনারা দয়া করে যদি একটু কেটে পড়েন—

দেবু—আমরা কেটে পড়ব মানে, জানো এটা হরিদার বাড়ী।

পঞ্চা—বেশতো তাহলে বাড়ীর মধ্যে যান, আমার এটা জরুরী কথা কিনা, এবং গোপনীয়।

হরি—আর রাগারাগি করে কি হবে, চলনা দেবু, আমরা বরং ঘরের মধ্যে যাই।

পঞ্চা—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমার বেশীক্ষণ লাগবে না, মাত্র পাঁচ মিনিট। (দু'জনের বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান)

খুড়ো—(রেগে) কি চাও তুমি ?

পঞ্চা—টাকা।

খুড়ো—কোথায় টাকা পাব, এখনও তো আমাকেই দেয়নি।

পঞ্চা—আহা সেতো কদিন বাদেই দেবে।

খুড়ো—বেশতো তখন এসো, দিন সাতেক বাদে যাহোক একটা ভেবে স্থির করা যাবে।

পঞ্চা—নেত্যটা এসেছিল ?

খুড়ো—হ্যাঁ, নিত্যানন্দ প্রায়ই আসে।

পঞ্চা—নম্বর ওয়ান হিপোক্রিট লোক দেখিয়ে তোমায় প্রণাম করবে আর পেছনে ছুরি মারবে। ওর জন্য আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না, কি ছেলেই পেটে ধরেছিলেন মা।

খুড়ো—ভাই-এর নিন্দে করাটা কি খুব ভাল কথা ?

পঞ্চা—ভাল হোক না হোক সত্যি কথা আমি বলবই, তোমাকে যে কথাটা বলছি শোন, টাকা নিয়ে কি করবে কিছু ভেবেছ ?

খুড়ো—না।

পঞ্চা—স্ফূর্ত্তি কর।

খুড়ো—স্ফূর্ত্তি এই বয়সে !

পঞ্চা—তাতে কি হয়েছে ? স্ফূর্ত্তি করার আবার কোন বয়সের ঠিক আছে নাকি। তাছাড়া আর লোকে টাকা চায় কেন ? যে কটা দিন পয়সা থাকে ভাল মাল খাও, বাঈয়ের বাড়ী চল, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সব ব্যাটাকে কলা দেখাও। সন্ধ্যেবেলা গিলে করা পাঞ্জাবী পরে আতর মেখে বাড়ী থেকে বেরুবে আর ভোর রাতে বাড়ী ফিরবে।

খুড়ো—তারপর কলসীর জল ফুরিয়ে গেলে অভ্যাসটিতো খারাপ হয়ে যাবে।

পঞ্চা—ধার করবে। তুমি একেবারে ছেলে মানুষ, টাকায় টাকা আসে, একবার যখন পেয়ে গেছ দেখবে পরে ঠিক আসছে। (কাছে এগিয়ে গিয়ে) মাইরী বলছি খুড়ো কাঞ্চনমালাকে একবার দেখলে তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চেহারার কি চেকনাই।

খুড়ো—তোমার যাতায়াত আছে বুঝি ?

পঞ্চা—পয়সা থাকলেই যাই, বিনা পয়সায় তো আর সেখানে ঢুকতে দেবে না। তুমি টাকা পাবার পর কিছু ডিসাইড করো না, একটা রাত্রি শুধু আমার সঙ্গে ফূর্ত্তি করবে চলো, তারপর যা তোমার মন বলে।

খুড়ো—তা তোমার বুঝি কোন টাকার দরকার নেই ?

পঞ্চা—আর কি চাই ? তুমি কিনবে বোতল, আমি প্রসাদ পাব, তুমি ঢুকবে কাঞ্চনমালার বাড়ী, আমি একটা গেটপাশ লিখিয়ে নেব।

খুড়ো—আচ্ছা তাহলে তুমি এখন এসো, দিন সাতেক বাদে—

পঞ্চা—সে আর বলতে হবে না, আমি ঠিক আসবো। এখন একটা পাঁচ টাকার নোট ছাড় দেখি।

খুড়ো—আমার কাছে তো টাকা নেই।

পঞ্চা—কেন ধাপ্পা দিচ্ছ খুড়ো, নিদেন চারটে টাকাই দাও।

খুড়ো—অতও নেই।

পঞ্চা—বেশতো কি আছে দেখি না ?

(খুড়ো খুচরো পয়সা বার করে দেয়)

খুড়ো—এই টাকা দেড়েক হবে।

পঞ্চা—ব্যস ব্যস অতো চাই না, এক টাকা চার আনা হলেই হবে, ওয়ান বটল অভ ম্যাকলিস খাঁটি স্বদেশী জিনিষ, ওপরে মা কালীর চেহারা। আপাততঃ এই দিয়েই তেষ্টা মেটান যাক, চলি খুড়ো।

(পঞ্চানন বেরিয়ে যায় বিশু একটু আগেই ঢুকেছিল)

বিশু—জীবটি কে ?

খুড়ো—ভাইপো।

বিশু—ও ইনিই বুঝি, দ্বিতীয়টি? নিত্যানন্দ স্বামীকে তো দেখেছি ইনি বুঝি ম্যাকলিস্।

খুড়ো—বিশু।

বিশু—তোমার ভাগ্যি ভাল যে এতদিন মহাপ্রভুদের উদয় হয়নি।

খুড়ো—তা—বিশু।

বিশু—কি বলছ খুড়ো।

খুড়ো—আমার কপালে একটু হাত দেতো।

বিশু—হাঁ খুড়ো।

খুড়ো—কি?

বিশু—কুঁচকেছে।

খুড়ো—ঠিক বুঝেছি এরা দেখছি সবাই মিলে আমার কপালের উপর জোয়ার ভাঁটা খেলাবে।

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া—বাবা, কাকাবাবুরা তোমায় ভেতরে ডাকছেন?

খুড়ো—দাবায় বসছে বুঝি?

মায়া—না এমনি গল্প করছেন।

খুড়ো—যাই, বিশু তোমার সঙ্গেও আমার একটু দরকার আছে কাল এক সময়ে বসা যাবে এখন।

বিশু—বেশতো।

(খুড়োর বাড়ীর ভেতর প্রস্থান)

বিশু—মায়া আমার কাছে কেউ এসেছিলো?

মায়া—কই না তো (একটু পরে) ও হাঁ সতুদা এসেছিলেন।

বিশু—(বিস্মিত হয়ে) সতু আমার কাছে? কিছু বললে?

মায়া—কিছু না। বোধ হয় সাবিত্রীকে খুঁজছিল।

বিশু—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ও (একটু থেমে) সতু কি প্রকৃতিস্থ ছিল ?

মায়া—না, কথা বলা, হাঁটা, চলা, কিছুরই ঠিক ছিল না।

বিশু—আশ্চর্য। সেই সতু কি রকম করে এমন হয়ে গেল।

মায়া—সত্যিই আপনি বুঝতে পারেন না বিশুদা।

বিশু—মানে ?

মায়া—এর আর অন্য মানে কি, সাবিত্রীর জন্যে, ছি ছি ! অথচ আপনি তাকে প্রশ্রয় দেন।

বিশু—আর বোধ হয় প্রশ্রয় দেবার প্রয়োজন হবে না, সে আর ফিরবে না।

মায়া—সাবিত্রী কোথায় গেছে !

বিশু—যেখান থেকে এসেছিল সেইখানেই।

মায়া—(ভয় পেয়ে) তার মানে !

বিশু—ভয় নেই, আত্মহত্যা সে করেনি। সে ধরনের দুর্বল মেয়েও সে নয়। যে হাঁসপাতাল থেকে সতুকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন নিয়ে চলে এসেছিল, সেইখানেই সে ফিরে গেছে আবার সেবিকা হয়ে।

মায়া—সেইতো যেতেই হল, মাঝ থেকে সতুদার জীবনটা গেল নষ্ট হয়ে।

বিশু—কার জীবনটা নষ্ট হল তা বিচার করার সময় এখনও আসেনি মায়া, যাকগে ওসব কথা, অজিতদারা এসেছে ?

মায়া—না এখনো আসেনি।

বিশু—আমি জানতাম আসবে না।

মায়া—কাকাবাবু খুব ব্যস্ত হচ্ছিলেন।

বিশু—যাই একবার, আপনার মত বাজাই, না গেলে দিদির অভিমান হবে, বাবার মন খারাপ—

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ—না আমার অভিমান কিছু হবে না, তোমায় যেতে হবে না বিশু।

বিশু—সে হয় না, আমি এখনই ঘুরে আসছি।

সরযূ—বললাম তো দরকার নেই।

বিশু—তুমি মিথ্যে রাগ করছ দিদি, আমি যে ইচ্ছে করে যেতে চাই না, তা তো নয়, জানি এ নিস্ফল চেষ্টা। সাধারণ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি এইটুকুই জানি এযুগ নিজে খেটে খাওয়ার যুগ, মিথ্যে শিক্ষার বড়াই, আভিজাত্যের আস্ফালন, ফাঁকা দম্ভ, আমার কাছে অসহ্য। আমি জানি অজিতদা আমাকে ঘেন্না করে, কিন্তু আমিও তাকে কম ঘেন্না করি না। এই মুখসর্বস্ব বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের ফুটানী বেশীদিন চলবে না। আমাদেরই মত সবাইকে হাতে কলমে কাজ করতে হবে।

সরযূ—একথাগুলো আমাকে শোনাবার কি কিছু দরকার ছিল বিশু? যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তাকেই সামনাসামনি বলো।

বিশু—বলবো নিশ্চয়ই বলবো, একশোবার বলবো, আমি এখনই যাচ্ছি। ফিরতে দেরী হলে বাবাকে ভাবতে বারণ করো।

মায়া—বিশুদা।

বিশু—কি মায়া?

মায়া—লক্ষীটি এত মাথা গরম করবেন না। মিথ্যে কথাকাটাকাটি না করে অজিতদাকে নিয়ে আসুন। ওমা ঐ তো অজিতদা (গম্ভীর মুখে অজিতের প্রবেশ)।

অজিত—সরযূ, চল ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি, কাউকে বল বাক্সটা দিয়ে যাক।

মায়া—কি হয়েছে অজিতদা, খোকা ভাল আছে ত?

অজিত—(অন্যমনস্ক ভাবে) হাঁ ভাল।

মায়া—ও এলো না যে?

অজিত—কেন আসবে?

মায়া—শুনলাম, আপনি ওকে সন্ধ্যেবেলা নিয়ে আসবেন।

অজিত—(সরযূকে) কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল।

বিশু—কি ব্যাপার অজিতদা, মেজাজটা একটু রুক্ষ লাগছে।

অজিত—সে তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস কর না, উনি কিছু বলেননি বুঝি?

সরযূ—(দৃঢ়স্বরে) থাক, সে আলোচনার এখানে দরকার নেই।

অজিত—তবে চলো, কতক্ষণ আর সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকবে?

সরযূ—না আমি যাব না।

অজিত—যাবে না, আমি নিজে নিতে এলাম আর তুমি মেজাজ দেখিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছ?

বিশু—কি হ'য়েছে অজিতদা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না?

অজিত—বুঝেও তোমার কোন দরকার নেই, আমার বাপ মার সঙ্গে উনি ঝগড়া করে চলে এসেছেন।

সরযূ—আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করিনি।

অজিত—ঝগড়া করনি আবার, তাদের মুখের উপর যা নয় তাই বলেছ, অফিস থেকে ফিরে সব শুনলাম। আর কিছু না হোক বয়সেও তো তাঁরা বড়, এভাবে অপমান করবার কি দরকার ছিল।

সরযূ—বলছিতো আমি কাউকে অপমান করিনি।

অজিত—তারমানে তাঁরা মিথ্যে কথা বলছেন?

সরযূ—আমি কি করে জানবো, তাঁরা তোমায় কি বলেছেন।

অজিত—জানো সবই এখন আর ন্যাকা সাজতে হবে না, দিন দিন তোমার মেজাজ বাড়ছে। কদিন আগে পর্যন্ত না ছিল চাল, না ছিল চুলো, এখন ভাই দু'পয়সা রোজগার করছে তাই এত মেজাজ।

বিশু—অজিতদা আপনি কেন মাথা গরম করছেন? আপনি গিয়ে ভেতরে বসুন, আমি দিদির সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে এখনি আপনার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

অজিত—আমি একমিনিট আর এখানে বসবো না, যেতে হয় ও এখনি চলুক। মার কাছে গিয়ে মাপ চাইতে হবে।

বিশু—দিদি, তুমি চলো না আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

সরযূ—না, আমাদের ব্যাপারে তোমাকে আসতে হবে না বিশু। উনি এখন চলে যান পরে মাথাঠাণ্ডা হলে আমি কথা বলবো। (প্রস্থানোদ্যত)

অজিত—শুনে যাও সরযূ, তুমি আমার বাড়ীর সবাইকে অপমান করেছ, আমাকে পর্যন্ত অপমান করতে তোমার বাঁধলো না। এর বোঝাপড়া আমি করবো, ছেড়ে দেবো না বলে দিচ্ছি।

সরযূ—অপমানটা বুঝি তোমাদেরই গায়ে লাগে, আমাদের গায়ে লাগতে নেই।

অজিত—তোমাদের কি অপমান করা হয়েছে।

সরযূ—এই নিয়ে তিনবার হলো, আমার বাবা নিজে গিয়ে বলে এসেছেন খোকাকে নিয়ে কদিন এখানে থাকার জন্যে,

নাতিকে তিনি কত ভালবাসেন, তোমরা সবাই জান। অথচ একবারও ওকে আসতে দিলে না। আমি এলেই দাদুভাই কৈ দাদুভাই কৈ, বলে আমার কাছে ছুটে আসেন। দিনের পর দিন মিথ্যে কথা বলে যাই। হয় কারুর অসুখ করেছে, না হয় ঠাকুমার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আর আজ কিছু ভেবে না পেয়ে বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে আসবে—

অজিত—আজকে খোকা আসবে একথা তো বলাই হয়নি।

সরযূ—আসবে যে না, সে কথাওতো কেউ বলেনি। বুড়ো মানুষ আজ সকাল থেকেই কতরকম ব্যবস্থা করছেন; তাঁরও যে নাতি একথা তোমরা ভুলে যাও কি করে? উঃ তোমার মার সেই কথাগুলো, এতটুকু স্নেহ, এতটুকু ভালবাসাও কি তার মধ্যে নেই!

অজিত—আঃ মার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলবে না বলছি—

সরযূ—এইটুকুতেই তোমার লাগলো আর আমার বাবার সম্বন্ধে যে রোজ হাজারটা কথা শুনতে হয়, তার জন্যেতো এতটুকু প্রতিবাদ কোনদিন করনি। আমার বাবা অফিসের কেরাণী ছিলেন, আমার বাবা যৌতুকের সব কিছু দেননি, আমার বাবা মিথ্যেবাদি, আমার বাবা—

মায়া—দিদি চুপ করো।

অজিত—না না ওকে বলতে দাও, কথা যখন উঠেছে তার নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া ভাল।

সরযূ—নিষ্পত্তি আর কিসের হবে, খোকা তার মামার বাড়ী আসতে পারবে না, তার মামা মিস্ত্রি, থাকে বস্তীর মধ্যে, ছেলে নষ্ট

হয়ে যাবে। অথচ আমি তো দেখতে পাই, তোমার মার অন্যায় আদরে আর সঙ্গদোষে—

অজিত—কার সঙ্গদোষে?

সরযূ—তোমার পিসিমার ছেলেগুলোকে দেখেছ, প্রত্যেকটা বাঁদর, একটুকু বয়েস থেকে বিড়ি, সিগারেট টানে, আর সিনেমার সামনে লাইন দেয়—তাদেরই মধ্যে খোকাকে মানুষ হতে হচ্ছে, কারণ তোমার মার ভাষায় তাদের চালচুলো আছে, বংশ আছে।

বিশু—আমি বুঝতে পেরেছি দিদি, তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, আমি অজিতদার সঙ্গে কথা বলছি।

সরযূ—তোদের আমি এতদিন বলিনি বিশু বলতে পারিনি বলে, আমার ছেলে আমার কথা শোনে না, ঠাকুমা তাকে সেই ভাবে মানুষ করছে, ওর পিসতুত ভাইদের সঙ্গে সিগারেটে টান দেয়, আমি কতদিন বলেছি ওরা শোনেন না, আর কিছু বলতে গেলেই বাপ ভাই তুলে গালাগাল দেন, এইতো আমার সংসার। তবু যে কটা দিন এখানে আসি খানিকটা ভুলে থাকি।

বিশু—চলো চলো ভেতরে চলো দিদি, মায়া তুমি সঙ্গে যাও।

[সরযূ ও মায়ার বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান]

অজিত—(একটু পরে) আমি তাহলে যাই, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে।

বিশু—(পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে) এটা নিয়ে যান।

অজিত—(বিস্ময়ে) কেন!

বিশু—(অযথা জোরে) ট্যাক্সি ভাড়া।

অজিত—তুমি আমাকে অপমান করছো।

বিশু—বাবা যৌতুকের কি কি জিনিস দিতে পারেন নি তার ফর্দটা দিয়ে যাবেন, কালকেই আমি জিনিসগুলো দিয়ে আসবো।

অজিত—তুমি আমাকে টাকার গরম দেখাচ্ছ ?

বিশু—(চাপা রাগে) চাঁদির জুতো ছাড়া তো আপনাদের মতো লোক সায়েস্তা হবে না।

অজিত—খবরদার এভাবে কথা বলবে না।

বিশু—একশোবার বলব, দেড়শো টাকা মাইনের কেরানী বাপের আমলে দুবেলা হাঁড়ি চাপতো কিনা ঠিক নেই, এখনও বাজারের পাঁচ জায়গায় দেনা তাঁর আবার আভিজাত্যের বড়াই।

অজিত—সবাইকে বুঝি তোমার মতো মিস্ত্রি হতে হবে, ভাল করে বর্ণ পরিচয়টাও নেই, তিনি আবার লেকচার দিচ্চেন—লোফার আর ভ্যাগাবণ্ড সব বন্ধু, বিশুদা বিশুদা করে মাথায় তুলেছে, আর উনি ভাবছেন আমি কি হনুরে।

বিশু—কি হয়েছি আমি জানেন ?

অজিত—কি হয়েছো ?

বিশু—আপনার মত পাঁচটা লোককে মাইনে দিয়ে চাকর রাখতে পারি, যাদের কাজ হবে দু'বেলা আমার জুতো পালিশ করা।

অজিত—ভদ্রলোকের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তা পর্যন্ত শেখনি, আগে জানলে কেউ এ বাড়ীতে বিয়ে করে। লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারি না।

বিশু—তোমার আবার লোক সমাজ, যত বড় বড় কথা, আমরা মধ্যবিত্ত, আমাদের কালচার, না আছে পয়সার জোর, না

আছে খেটে খাবার ক্ষমতা, আর কদ্দিন? তোমাদের ঐ ফালতু আভিজাত্যকে সময়ের চাকা চুর্ম্মুস করে দেবে।

অজিত—থাক থাক ঢের হয়েছে, আমি চললাম। এরপর আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, দরকার হলে আমি কোর্টে দেখা করবো।

বিশু—বাহো বা বাঃ-বাঃ—এ নাহলে তুমি পুরুষ মানুষ! বৌকে কষ্ট দাও, আর দরকার বুঝলেই কোর্টে গিয়ে নালিশ করো। মরি মরি, লেখাপড়া শেখার কি দামরে!

অজিত—(রেগে) আমরা তো আর তোমাদের মত ছোটলোক হতে পারি না, যে কথায় কথায় গালাগাল আর গায়ের জোর ফলাবো, আমাদের একটা সমাজ আছে, সংসার আছে।

বিশু—(ততো জোরে) ঝাড়ু মারি সেই সমাজের মাথায়। (রাগের মাথায় বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান)।

অজিত—আঃ বিশু (চিৎকার করতে গিয়ে তার মাথা ঘুরে যায়। নিজেকে সামলাতে বেঞ্চির উপরে গিয়ে পড়ে। চীৎকার শুনে দ্রুত হরিপদর প্রবেশ)।

হরি—কি হল? (সাড়া না পেয়ে) অজিত, অজিত (গায়ে হাত দিয়ে একটু ভয় পেয়ে) সরযূ, মায়া, [সকলে দৌড়ে আসে]

সরযূ—কি হল বাবা?

হরি—অজিত হঠাৎ এরকম বসে পড়ল কেন?

সরযূ—(অজিতের মাথার কাছে বসে) মায়া একটু জল নিয়ে আয়তো আর হাত পাখাটা, আবার বোধ হয় মাথাটা ঘুরে গেল—

হরি—কেন? এরকম কি প্রায়ই হচ্ছে নাকি?

সরযূ—সেই নিয়েই তো আমার সঙ্গে ঝগড়া, শরীর ওর একেবারে ভেঙ্গে গেছে; ডাক্তার বলছে, বেশ কিছু দিন চেঞ্জে যাবার দরকার, ভাল খাবার দাবার ওষুধপত্র।

হরি—(ধরা গলায়) আমাদের তো কিছুই বলিসনি?

সরযূ—উনি যে কিছুতেই বলতে দেবেন না। সারাদিন অফিস করেন, তারপর যান টিউসানী করতে, তাতেও তো সংসার চলেনা।

[বিশু ইতিমধ্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। মায়া জল নিয়ে আসে। মুখে চোখে জল দিয়ে সরযূ হাওয়া করে]

অজিত—(কনুই এ ভর দিয়ে) আমি বাড়ি যাবো। একটা গাড়ী ডেকে দেবে।

হরিপদ—এখন উঠো না। শুয়ে পড় অজিত, শুয়ে পড়।

অজিত—না না আমায় বাড়ী যেতে হবে।

হরি—তা হয় না, আমি এ অবস্থায় তোমায় কি করে ছেড়ে দেব?

সরযূ—না বাবা, তুমি ট্যাক্সি ডেকে দাও। আমি ওকে নিয়ে যাই। একেতো শাশুড়ী আমায় দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তার ওপর আমারই জন্যে আজ ওঁর শরীর খারাপ হল।

হরি—তুইও বলছিস। তাই যাই। একটা গাড়ী ডেকে আনি। মায়া তুই এখানে থাকিস। দরকার হলে বরং—

[বিশু এতক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল, হঠাৎ এগিয়ে এসে বলে।]

বিশু—তোমরা সব পাগল হলে নাকি? অজিতদা যেতে চাইছে বলেই তাকে গাড়ী করে পাঠিয়ে দিচ্ছ? [অজিতকে] শুয়ে পড় বলছি—

(বিশুর অভিমান ভরা কণ্ঠস্বরে সকলেই বিস্মিত হল)।

অজিত—আমার বড্ড শরীর খারাপ করছে। আমি যাই।

বিশু—তাতে হয়েছে কি, শরীর খারাপ কি কারুর করে না নাকি। দামী দামী মেশিন রোজ বিগড়ুচ্ছে তো মানুষের শরীর। মেরামত না করিয়ে তোমায় ছেড়ে দেবো ভাবছো। শোও।

[বিশু কাছে গিয়ে জোর করে অজিতকে শুইয়ে দেয়।]

অজিত—বাবা, মা—

বিশু—এত ভাবনার কি আছে, তাদেরও ধরে আনবো। মায়া, যা একবার ডাক্তার বাবুকে খবর দে। দিদি তুমি বিছানা তৈরী করো। আমি অজিতদাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[অজিত বেঞ্চিতে শুয়ে, বিশু তার কাছে হাটু গেড়ে বসে, মাথার কাছে সরযূ আর মায়া, অদূরে হরিপদ বাবু, সকলেই চিন্তিত। পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

[আগের দৃশ্যের অনুরূপ। দিন কয়েক বাদের ঘটনা।' সকাল বেলা হরিপদবাবু চিন্তিতভাবে পায়চারি করছেন, অদূরে মায়া দাঁড়িয়ে তারে কাপড় শুকুতে দিচ্ছে।]

হরিপদ—বিশু এখনও ফিরল না, কিযে হোল, যত রাজ্যের ভাবনা যেন আমার। এ বাড়ীটাও হয়ত পায়নি। আজকের দিনে একটা বাড়ী ভাড়া পাওয়া কি সোজা কথা। [মায়াকে] অজিত আজ কেমন আছে?

মায়া—ভালই, আজ থেকে তো ডিম দেওয়া হচ্ছে। তবে মনটা খারাপ।

হরিপদ—মন তার ভাল থাকবে কি করে, ওর বাবা-মাই দেবে না। ছেলের অসুখ শুনেও একদিনের বেশী দেখা করতে এল না। রোজ রোজ এ বাড়ীতে আসতে নাকি তাঁদের মান সম্মানে লাগে।

মায়া—ওরা যে কি রকম লোক বোঝা যায় না, কথাবার্তা ভালই বলেন, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারেও কিছু খারাপ নয়। অথচ—

হরিপদ—বিশুই ওদের ঠিক বুঝেছিল, আমি বুঝিনি। কিছুতেই ও যেতে চাইত না। আমি ভাবতাম ছেলের বাড়ীর লোক, তারা একটু খাতির যত্ন চায়ই। কিন্তু কি আবদার

দেখদেখি, আলাদা বাড়ীতে যদি অজিতরা থাকে তবে ওঁরা আসবেন।

মায়া—আমি তো ভেবেছিলাম, বিশুদা একথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু আশ্চর্য, কিছু না বলে সেইদিন থেকে বাড়ী খুঁজতে লেগে গেলেন।

হরিপদ—বিশু ওর দিদিকে সত্যি ভালবাসে।

[সরযূর প্রবেশ]

সরযূ—বাবা, ডাক্তারবাবু বলে গেছেন এই ট্যাবলেটটা আজ থেকে খাওয়াতে, এটা কি আনতে পাঠাবো ?

হরিপদ—প্রেসক্রিপসানটা দাও, আমি নিয়ে আসব।

সরযূ—আমি একটা কথা বলছিলাম, (একটু থেমে) বিশু কেন এ পাগলামি করছে।

হরিপদ—কিসের ?

সরযূ—আবার একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়া, নূতন করে সংসার পাতা। কত টাকা খরচ—

হরিপদ—তা না হলে যে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী আসতে পারছেন না।

সরযূ—তাঁরা নাই বা এলেন, সবই তো এখন জানাজানি হয়ে গেছে। এতদিন চেপে রেখেছিলাম তার তো আর দরকার নেই।

মায়া—থাক্ থাক্, এসব নিয়ে আর তুমি মাথা ঘামিও না, অজিতদা একা রয়েছে, যাও দেখ।

সরযূ—কাল খুড়ো বলছিলেন, ওঁর অসুখের জন্যে মায়ার বিয়ে এখন পিছিয়ে দেবেন। তুমি বারণ কর, তা যেন না করা হয়।

মায়া—তোমার কি হয়েছে বলতো ? এই সব কথা নিয়ে এত ভাবছ কেন ?

সরযূ—যত আমি চাই না, আমার জন্যে আর কারুর অসুবিধে হোক, ততই যেন কিরকম হচ্ছে! আমার জন্যেই তোমাদের সকলের—

মায়া—এরকম করে কেন বল দিদি, আমাদের বুঝি কষ্ট হয় না?

[হুড়বড় করে সমরের প্রবেশ।]

সমর—এই তো কাকাবাবু, ও হো আপনারা সকলেই রয়েছেন। আজ সকালে উঠেই তিন জায়গায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সুবিধে হল না।

হরিপদ—হুঁ বাড়ী খালি পাওয়া শক্ত।

সমর—না না, খালি হয় বই কি, কিন্তু ভাড়া পাওয়া যায় না। এই দেখুন না, নাগ্নিভাইদের যে ফ্ল্যাট বাড়ীটা হয়েছে বড় রাস্তার মোড়ে, সেখানে তো একটা ফ্ল্যাট খালি রয়েছে। বিশুর এখানে ওরা গাড়ী-টাড়ী মেরামতও করায়। সব শুনেও ভাড়া দিতে চাইল না। বল্লে, তোমরা মাছ মাংস খাও, অন্যদের অসুবিধে হবে।

হরিপদ—হাঁ, একটা ছুতো চাইতো—

সমর—ওখান থেকে গেলাম মুখুজ্যে বাড়ী, হরেরাম মুখুজ্যে, হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। তাঁর বাড়ীর একতলাটা খালি রয়েছে। ভদ্রলোক স্রেফ বলে দিলেন, বাঙ্গালী ভাড়াটে আনাও যা, খাল কেটে কুমীর আনাও তাই। বাড়ী-ভাড়া নিয়েই ওরা রেণ্টকণ্ট্রোলে নালিশ করে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়, আর বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় ইলেকট্রিকের ফিটিং থেকে জলের কল পর্যন্ত সমস্ত খুলে নিয়ে যায়।

মায়া—কলকাতায় থাকতে হলে আমাদের জন্যে এই বস্তীই ভাল।

সমর—তবে আমি এখনও আশা ছাড়িনি, আজই অফিস থেকে ফেরবার সময় আরও দু জায়গায় ট্রাই নেব। বলা যায় না, কোথাও একটা লেগে যেতে পারে। আপনি তো জানেন, রেসপনসিবিলিটি নিলে আমি বসে থাকতে পারি না। আহা বেচারী দিদির জন্যে—

সরযূ—আমার জন্যে আর তোমাদের করুণা করতে হবে না সমর, কষ্ট করে আর বাড়ী খোঁজার দরকার নেই।

সমর—(ব্যস্তভাবে) না, না, এতে আর কি কষ্ট। আমি কথা দিচ্ছি দু' একদিনের মধ্যেই—

সরযূ—দোহাই তোমাদের আমাকে ছেড়ে দাও, যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছো, আর দরকার নেই। বাবা, তুমি ওকে বুঝিয়ে বল আমি বাড়ী চাই না, কিছু চাই না, আমার ভাগ্য নিয়ে আমাকে একলা থাকতে দাও। [দ্রুত প্রস্থান]

[সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে]

হরিপদ—তুমি কিছু মনে কোর না সমর, আজ সকাল থেকেই সরযূর মেজাজটা খুব ভাল নেই। আর ভালো থাকবেই বা কি করে, রাজ্যের ঝামেলা—

সমর—না, না, আমি কিছু মনে করিনি।

হরিপদ—মায়া, আমি ওষুধটা নিয়ে আসি।

সমর—রাজেনবাবু নাকি একটা গোলমাল করবার চেষ্টা করছেন, তাই নিয়ে বিশুর সঙ্গে একটু কথা হওয়া দরকার।

হরিপদ—যা হবার তা হবেই, ওনিয়ে এখন আর আমি মাথা ঘামাই না।

[হরিপদর বাইরের দিকে প্রস্থান]

সমর—বুড়ো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

মায়া—না পড়াই আশ্চর্য। বিশেষ করে দিদির যে শ্বশুর বাড়ীতে এরকম অবস্থা তাতো আগে বুঝতে পারেন নি, এখন জানতে পেরে খুব আঘাত পেয়েছেন।

সমর—এ আর নতুন কি, এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে।

মায়া—এটাকে তুমি একটু আধটু বলছ?

সমর—তাছাড়া কি, বেশীর ভাগ সংসারেই দেখবে এই বিয়ের সময় দেওয়া-থোয়ার ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধেই। বিশেষ করে যেখানে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বেঁচে থাকেন। মেয়ের বাড়ীর লোকেদেরও দেখেছি বাবা, একটু ফাঁকি মারার টেণ্ডেন্সি থাকে।

মায়া—কি রকম?

সমর—আমার মেজবৌদির কথাই ধরনা। ওর বাপের বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয়। এক ভাই পোষ্ট অফিসে ভালো কাজ করে। হলে হবে কি, বিয়ের সময় যা যা দেবে বলেছিল তা দিলে?

মায়া—হয়ত কোন কারণে দিতে পারে নি, কিন্তু তা নিয়েতো আর তোমরা তার সঙ্গে ঝগড়া করছ না।

সমর—(হেসে) ঝগড়া করার কথা হচ্ছে না, তবে পাওনা জিনিস না পেলে তো মন খারাপ হয়ই। এই নিয়েই মনে কর শাশুড়ী যদি দুটো কথা বলে—

মায়া—দেখ আমাকে আবার কথা শুনতে হবে নাতো, তাহলে কিন্তু আমি পালিয়ে যাব।

সমর—(হেসে) না, না, ভয় নেই। আজকে তো তাই বাবাদের মিটিং বসেছে এই দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপার নিয়ে আর কি—

মায়া—কোথায় এখানে ?

সমর—হাঁ।

মায়া—না, না, সমরদা, please তুমি বারণ কর। এ বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ, এর মধ্যে আর ওসব কথা আলোচনা করা ঠিক হবে না।

সমর—তুমি কি আমায় বল্‌ছ বাবাকে বলবার জন্যে, ওরে বাবা, সে সাহস আমার নেই।

মায়া—কেন, তুমি তো আর অন্যায় কিছু বল্‌ছ না।

সমর—মায়া তুমি এখনও ছেলে মানুষ, বাবাকে চেন না। এসব বিষয়ে কথা বলতে গেলে এই বুড়ো বয়েসে পাঁচ জনের সামনে কানমলা খেতে হবে।

মায়া—কিন্তু এত তাড়াই বা কিসের। বাবা তো বিয়ে পেছিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন।

সমর—(বিস্ময়) কেন ?

মায়া—কেন আবার, অজিতদার এরকম অসুখ, কারুর মন ভাল নেই।

সমর—ওঃ এই, তবে তো আমার বিয়েই হবে না। আজ অজিতদার অসুখ, কাল আর কারুর কিছু হবে, তখন ?

[জগদীশ ও ভোলার প্রবেশ]

সমর—কি খবর জগদীশ আর কিছু শুনলে ?

জগদীশ—ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু রাজেন মল্লিক কিছু একটা মতলব করছে, কত রকম গুজ গুজ ফুস ফুস—

ভোলা—আমি বলে দিচ্ছি জগদীশ, এ সবের মধ্যে ঐ সতীনটা আছে। ও হতভাগা এখানে আসা থেকে যত গণ্ডগোল, যেমনি চোরের মত তাকায়।

সমর—তাহলে বিশুকে সব খুলে বল।

জগদীশ—সেই জন্মেই তো এলাম। বিশুদা কই?

মায়া—বাড়ী নেই।

ভোলা—সেই তো হয়েছে বিপদ, কদিন থেকেই বিশুদাকে আর পাচ্ছি না। কোন কাজেই এখন ওর মন নেই।

সমর—তাহলে।

জগদীশ—সতুদা থাকলে এ সময়ে যা হোক কিছু একটা করত। উনি তো আপনাদের বন্ধু, একবার বলুন না আসবার জন্মে।

সমর—কি জানি বাবা, আজকাল কি মেজাজে আছে।

জগদীশ—আগের চেয়ে অনেক ভাল, সাবিত্রীদি চলে যাবার পর থেকে গুম হয়ে বসে থাকলেও আগের মত আর মাতলামী করেন না।

সমর—তার মানে? সতু আজকাল মদ খায় না।

ভোলা—হয়ত খায়, কিন্তু অনেক কম।

মায়া—সমরদা, আপনি তাহলে একবার যান, সতুদাকে সব বুঝিয়ে ডেকে নিয়ে আস্থন। এর ওপর যদি কারখানায় কোন গোলমাল বাঁধে, তাহলে আর বিশুদার মাথার ঠিক থাকবে না। মানুষটা যে সারাদিন কি ভীষণ পরিশ্রম করছে—

সমর—তাই না হয় একবার যাই। [জগদীশ ও ভোলার প্রস্থান সমর বেরিয়ে যেতে গিয়ে ফিরে এসে] সাবিত্রীর কোন খবর জান নাকি? সতু যদি জিজ্ঞেস করে?

মায়া—না, সে আর আসেনি।

সমর—মানে বলছিলাম, বিশুর কাছ থেকে কিছু শুনেছ?

মায়া—না, ওবুঝি আবার নার্সের কাজ করছে।

সমর—ও, সন্তুটার জন্তে দুঃখ হয়। একটা রাস্তার মেয়েকে, যাকগে, বলি গিয়ে একবার, বিশুটাও যেমনি, আর একটা মেয়ে খুঁজে পেল না?

মায়া—ওসব কথা এখন থাক, তুমি বরং চট করে যাও একবার ঘুরে এস।

[সমরের প্রস্থান। মায়া জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়। সরযূর প্রবেশ]

সরযূ—সমর চলে গেল?

মায়া—হাঁ দিদি।

সরযূ—বেচারী। মিছিমিছি কতগুলো কড়া কথা বল্লাম কি ভাবল জানি না।

মায়া—ও কিছু ভাবেনি দিদি, তোমার এই রকম মনের অবস্থা—

সরযূ—সবচেয়ে খারাপ লাগছে এই ভাবতে যে আমারই জন্তে সবাই ব্যতিব্যস্ত, কি যে পোড়া কপাল আমার।

মায়া—আবার তুমি ঐ রকম বলতে সুরু করেছ। সবাই তোমাকে কত ভালবাসে, বিশুদাকে তো জানি—

সরযূ—ঐ জন্তেই তো আরও কষ্ট পাচ্ছি। ও যে কি রকম পাগল ছেলে তোরা কেউ জানিস না।

[বিশুর প্রবেশ]

বিশু—দিদি, সব ঠিক করে এলাম।

মায়া—বিশুদা বাড়ী পেয়েছেন?

বিশু—হাঁ, বেশ সুন্দর ফ্ল্যাট, তিনখানা ঘর। দক্ষিণে একটা ছোট্ট বারান্দা, আলো হাওয়া খুব। তোমাদের পক্ষে বেশ ভালই হবে।

মায়া—কতদূরে?

বিশু—কাছেই। আমি ঠিক করে এলাম সামনের সোমবার থেকে ওখানে থাকা হবে। কাল আর পরশুর মধ্যে ঘরগুলো চুনকাম করে দিতে বলেছি।

সরযূ—তুই কি পাগলামী করছিস্ বিশু, মিছিমিছি এতগুলো টাকা—

বিশু—থাক, থাক, তোমাকে আর দিদিগিরি ফলাতে হবে না। বাক্স প্যাঁটরা সব গোছাও দিকি। আর ও বাড়ী থেকে কি কি আনতে হবে বোল, এক সময় গিয়ে নিয়ে আস্‌ব। তাছাড়া ওঁদেরও খবরটা দেওয়া দরকার।

সরযূ—যাই, ওঁকে গিয়ে বলি, উনিও খুব খুসী হবেন—

বিশু—আর তুমি, তুমি খুসী হওনি ?

সরযূ—আমার খুসী অখুসীতে কার কি এসে যায়।

[বাড়ীর ভিতর প্রস্থান]

মায়া—বিশুদা, জগদীশ আর ভোলা এসেছিল। ওরা কানাঘুষো শুনেছে রাজেন মল্লিক আপনার গ্যারেজে কোনরকম গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে।

বিশু—সে তো আজকের কথা নয়, চেষ্টা করছে অনেকদিন থেকে। বিশেষ করে সতু চলে যাবার পর বেশ একটা প্যাঁচ খেলেছিল, যাতে Workerরা আমার উপর চটে যায়। তবে কয়েকটি খুব ভালো ছেলে আছে বলে বিশেষ স্থবিধে করতে পারে নি।

মায়া—তবু কিন্তু সাবধান, রাজেন মল্লিকের কথা যা শুনি, ও খুব সোজা লোক নয়। [বিশু মৃদু হাসে]

মায়া—হাসছেন যে, আমার কথা শুনছেন না বুঝি ?

বিশু—শুনছি বই কি। হাসছি এই ভেবে যে তোমরা কত সহজে ভয় পাও। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ভয়। আমরা কিসের

না ভয় পাই. ছোটবেলায় মনে পড়ে অন্ধকার জায়গায় যেতাম না, ভূতের ভয় পেতাম। চিড়িয়াখানায় গেলে বাঘ-ভাল্লুকের কাছে যেতাম না, সেখানেও ভয়। যত বড় হতে লাগলাম সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও যেন বাড়তে লাগল। সমাজের ভয়, সংসারের ভয়, সত্যের সামনাসামনি দাঁড়াবার ভয়। তার ওপর (হেসে) মরবার ভয় তো আছেই—

মায়া—বিশুদা, কি সব আবোল তাবোল বকছেন ?

বিশু—আবোল তাবোল বলিনি মায়া, আমি অজকাল খুব চেষ্টা করি, ভয় না পাবার চেষ্টা। কিন্তু পারছি কই ? যদি না হয়, যদি সে আমার কথা না রাখে। যদি সে ভুল বোঝে, এই যদি, যদি, যদি—এক এক সময় মনে হয় যেন সমুদ্রের ঢেউএর মত এই যদিগুলো ঘাড়ে এসে পড়ে। উঃ, সে যেন একটা ভয়ের বিভীষিকা।

মায়া—কিন্তু রাজেন মল্লিক তো সত্যিই আপনার ক্ষতি করতে পারে তাতে ওর কত স্থবিধে। আপনার ছাড়া আর তো কারুর গ্যারেজ নেই এখানে।

বিশু—ক্ষতি তো করতেই পারে। বিশেষ করে আমাদের এই পোড়াদেশে লাভ লোকসান বিচার করে তো কেউ ক্ষতি করে না। তার খুসী সে ক্ষতি করবে। তুমি তার কি করতে পার ?

মায়া—তাই বলে চুপ করে বসে থাকবেন ?

বিশু—(জোরে হেসে) ভয় পেয়েছো, না ? ভাবছো বিশুদা বুঝি পাগল হয়ে গেল।

[অজিত ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে]

মায়া—একি অজিতদা, তুমি এখানে আসছো কেন ?

অজিত—আমি একটু বাইরে এসে বসি বিশু।

বিশু—নিশ্চয়ই, টায়ার্ড লাগবে না তো ?

অজিত—বাড়ীর মধ্যে বসে বসে আর ভালো লাগছে না। এখানটা বেশ ফাঁকা।

বিশু—তোমাকে কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। মুখ চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল।

অজিত—শরীরটা অনেকদিন থেকেই বিগড়েছে, রেষ্ট নেওয়া আর হয়ে ওঠে নি।

বিশু—এবার কিন্তু তোমাকে আর ছাড়া হচ্ছে না, তিন মাস বন্দী করে রাখা হবে।

অজিত—(হেসে) শুনলাম আমার জেলখানাও তুমি ঠিক করে ফেলেছ।

বিশু—হাঁ অজিতদা, দেখলাম তাতে সুবিধেই হবে। এ হবে তোমাদের আলাদা সংসার। সেখানে আমরাও যেতে পারব। আবার তোমার বাড়ীর লোকেরাও আসতে পারবেন।

অজিত—(ম্লান হেসে) আলাদা সংসারই বটে, শুধু টাকাটা যোগাবে তুমি।

বিশু—একথা কেন বলছো ?

অজিত—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) না, কিছু বলিনি।

বিশু—(কাছে এগিয়ে গিয়ে) মন খারাপ করলে চলবে না অজিতদা, চিয়ারফুল থাকতে হবে। এক মাসের মধ্যে দেখবে, এই তাগড়া শরীর করে দেব।

অজিত—(বিশুর হাতটা ধরে) এ অসুখটারও বোধ হয় দরকার ছিল, এইতেই বুঝতে পারলাম কে আমার আত্মীয়, কে আমার পর। সেদিন অনেক কড়া কড়া কথা বলেছি তোমায়, আমায় ক্ষমা কোর।

বিশু—(হেসে) কি সেন্টিমেণ্টাল কথা বলছো, সেদিন তোমাকেও কি আমি ছেড়ে কথা বলেছি নাকি? আমারই তো আগে ক্ষমা চাওয়া উচিত—

অজিত—না বিশু, এ অসুখে শুয়ে শুয়ে রোজই আমি ভাবছিলাম। সেদিন তোমাকে যা বলেছিলাম সবই আমি রাগের মাথায় বলেছি। জান তো ক্রোধ চণ্ডাল। কিন্তু তুমি যা বলেছিলে সে সবটাই অভিমানের। এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তাই আমি অসুস্থ হতে তুমি এত সহজে কাছে টেনে নিতে পারলে, যা হয়ত আমি পারতাম না।

বিশু—আঃ অজিতদা, তুমি চুপ করবে? দিদিটাও যা হয়েছে এতটুকু সামলাতে পারে না। উনি বেরুতে চাইলেই বেরুতে দিচ্ছে, কাঁদতে চাইলেই কাঁদতে দিচ্ছে, এরকম করে কি কেউ রুগীকে রাখে? না, না, আর তোমার বসা ঠিক হবে না। চল তোমাকে ঘরে শুইয়ে দিই।

অজিত—তাই চল, ভিতরে বসেই না হয় একটু গল্প করি।

[সকলের বাড়ীর ভেতর প্রস্থান। অন্যদিক থেকে হরিপদ ও দেবব্রতের প্রবেশ।]

দেবু—খুব সাবধান হরিদা, অচেনা দোকান থেকে কখনও ওষুধ কিনো না, কি যা-তা জিনিস দেবে, তাতে রোগ সারা তো দূরের কথা অন্য রোগ এসে না চেপে ধরে।

হরি—না, এ কতকগুলো ট্যাবলেট।

দেবু—ট্যাবলেট তো কি হয়েছে, ট্যাবলেটে বুঝি ভেজাল চলে না ভেবেছো? আরে বাবা এখন যা কিছু কিনবে সব ভেজাল। তেল, ঘি, দই, মিষ্টি থেকে সুরু করে লেখাপড়া, ধর্মকর্ম, চাকরির বাজার এমন কি কালচার পর্যন্ত সবকিছু ভেজালে ভরে গেছে, খুব সাবধান হরিদা, খুব সাবধান।

হরি—খুড়োর সঙ্গে আজকেই তো তোমার পাকা কথা হবে। তাড়াতাড়ি সেরে ফেল, শুভকাজে বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দেবু—খুড়ো ভাবছে তোমাদের কথা, বলছিল অজিত ভায়ার অসুখটা একটু কম্‌লে না হয়—

হরি—না, না, সে নিয়ে কিছু ভাববার নেই দেবু, একটা বাড়ী পেয়েই ওরা সেখানে চলে যাবে, যাই ওষুধটা সরযূকে দিয়ে আসি, তুমি একটু বস, এখুনি নিশ্চয় ওরা এসে পড়বে।

দেবু—আরে ঠিক আছে, তুমি ভেতরে যাও, আমি বস্‌ছি।

[হরিপদ ভেতরে চলে গেলে দেবব্রত খাটিয়ার ওপর বসে, কাগজ উল্টে পাল্টে দেখে। একটু পরেই নিত্যানন্দের প্রবেশ। দ্বিধা জড়িতপদে এগিয়ে এসে দেবব্রতের কাছে বসে।]

দেবু—কাকে চাই?

নিত্য—চাই, হেঁ, হেঁ, চাইবো আর কাকে?

দেবু—তাহলে!

নিত্য—তাহলে কি?

দেবু—হঠাৎ পায়ের ধূলো পড়লো যে।

নিত্য—আরে ছি ছি সে বলে আর লজ্জা দেবেন না, খুড়ো আমায় ডেকে পাঠিয়েছে কিনা, তাই এসেছি।

দেবু—খুড়ো, আমাদের খুড়ো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

নিত্য—হেঁ হেঁ, খুড়ো অবশ্য আসলে আমারই, ডেকে পাঠিয়েছেন নিশ্চয় তা নাহলে আর আসবো কেন ?

দেবু—অঃ—

নিত্য—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, এই যে ওঁর চিঠি পরিষ্কার বাংলায় লিখেছেন,আজ সকাল ন'টার সময় এখানে আসবার জন্যে—

দেবু—হুঁ (একটু থেমে) ব্যাপারটা কি ?

নিত্য—হেঃ হেঃ আপনাদের আশীর্বাদে খুড়ো মশাই বোধহয় আমার প্রতি সদয় হয়েছেন।

দেবু—তার মানে !

নিত্য—বোধহয় ঐ সাত হাজারের পাঁচ হাজার টাকা আমার মেয়েদের নামে লিখে দেবেন।

দেবু—অ। (চমকে) এ্যা কি বল্লেন ?

নিত্য—ঐ পাঁচ হাজার টাকা আমার মেয়েদের নামে—

দেবু—বামন হয়ে আপনার দেখছি চাঁদে হাত দেবার ইচ্ছে। বলা নেই, কওয়া নেই, খামখা পাঁচ হাজার টাকা আপনার মেয়েকে দিতে যাবে কেন মশাই ?

নিত্য—দেবে না মানে আলবাৎ দেবে। আমার মেয়েদের দেবে না তো কাকে দেবে শুনি ?

দেবু—কাকে আবার, তার নিজের মেয়েকে।

নিত্য—তার মেয়েকে, পুরো সাত হাজার টাকা তার মেয়েকে।

দেবু—নিশ্চয়, সাত কেন আরও বেশী টাকা পেলে সে টাকাও দিত।

নিত্য—হুঁ, একটা কথা বলে দিলেই হ'ল, তাহলে খুড়ো আজ আমায় ডেকে পাঠালো কেন ?

দেবু—কেন আবার, বলতে যে একটা পয়সাও আপনাকে দেবে না।

নিত্য—আচ্ছা লোক তো মশাই, আমাকে রীতিমত নার্ভাস করে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাকে ভাগিয়ে দিয়ে আপনার কি লাভ শুনি? টাকা যদি ওঁর মেয়েই পায়—

দেবু—তাহলে টাকাটা আমার ঘরেই আসবে। আপনি শুনলে খুসী হবেন যে মায়া আমার ভাবী পুত্রবধূ।

নিত্য—ওঃ তবে আপনিই তাকে এই সব কুপরামর্শ দিচ্ছেন, ছিঃ ছিঃ কি স্বার্থপর লোক মশাই আপনি।

দেবু—আহা মেজাজ গরম করছেন কেন?

নিত্য—মেজাজ গরম করব না, কি বলছেন মশাই আমার হকের টাকা।

[পঞ্চাননের প্রবেশ]

পঞ্চা—কি হোলরে নেত্য, কার হকের টাকা!

নিত্য—এই যে পঞ্চাদা, এই লোকটা কি বলছে শোন। মায়ার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে উনি খুড়োর সাত হাজার টাকা সিন্দুকে ভরছেন।

পঞ্চা—(মৃদুহেসে) তাই নাকি Congratulation Mr. কি যেন নামটা আপনার?

নিত্য—তার মানে তুইও তাই চাস নাকি!

পঞ্চা—না চাইলেই বা উপায় কি বল?

দেবু—Thats the correct spirit. ওকে এটা ভাল করে বুঝিয়ে দিন তো, খুড়ো হঠাৎ তার নিজের মেয়েকে বঞ্চিত করে ওকে টাকাটা দিয়ে যাবে কেন? এতে তার কি লাভ?

নিত্য—আপনার সিন্দুকে টাকাটা দিয়েই বা ওর লাভ কি?

পঞ্চা—যাক্ যাক্, তোমরা আর ঝগড়া কোর না—ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গেছে।

নিত্য—তার মানে?

পঞ্চা—খুড়ো টাকা তোকেও দিচ্ছে না, মায়াকেও না—

নিত্য—কি বলছিস!

পঞ্চা—ঠিকই বলছি, খুড়ো আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছে।

দেবু—প্রস্তাবটা একবার শুনতে পাই কি?

পঞ্চা—হাঁ, হাঁ টাকা থাকলে যে কোন ভদ্রলোক যা করে তাই। স্ফূর্তি, স্রেফ স্ফূর্তি।

নিত্য—স্ফূর্তি!

পঞ্চা—নিশ্চয় যতদিন কলসীতে জল থাকবে ঢালো আর খাও। নিজেকে enjoy করো। ওমর খৈয়াম হয়ে যাও। প্রথমে খুড়ো রাজী হয়নি, আহা, বেচারীর দোষই বা কি। poor man কোথা থেকে স্ফূর্তি করার মর্ম বুঝবে। কিন্তু সেদিন যেই, ছবি এনে দেখিয়েছি, ব্যাস একেবারে ফ্ল্যাট।

নিত্য—খুড়ো তোকে বলেছে?

পঞ্চা—বলেছে মানে লিখেছে, এই তার চিঠি, আজ সকাল নটায় আসতে বলেছে—সব পাকা কথা হয়ে যাবে।

নিত্য—আমাকেও তো আসতে লিখেছে।

দেবু—(রেগে) আমাকেও লিখেছে।

পঞ্চা—আপনাদের কোন চান্স নেই মশাই, কেটে পড়ুন।

দেবু—(উঠে দাঁড়িয়ে) বাজে বকবেন না মশাই। বিয়ের এদিকে সব পাকাপাকি হয়ে গেল আর আপনি বলছেন—

নিত্য—সে যাই বলুন মশাই, আমি বলে রাখছি খুড়ো শেষ পর্যন্ত আমাকেই দেবে। Sincerety-র একটা দাম নেই ?

পঞ্চা—বেশ তো, আসুন বাজী ?

নিত্য—বাজী।

দেবু—বাজী

পঞ্চা—পাঁচ টাকা।

নিত্য—দশ টাকা।

দেবু—পঞ্চাশ টাকা।

[খুড়ো ঘর্মাক্ত কলেবরে হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে]

খুড়ো—আরে ছি, ছি, বড্ড দেরী হয়ে গেল। কি করবো বল, রাস্তায় এত ভিড়। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো !

দেবু—সেজন্যে দুঃখ নেই, এখন দয়া করে এই দুটি মূর্তিমানকে ভাগাও দেখি, যাতা বকর বকর করে আমার মাথা গরম করে দিচ্ছে।

পঞ্চা—বাঃ বাঃ বাঃ আমরা মাথা গরম করে দিলাম, আর আপনি যে এতক্ষণ রাজকন্যার সঙ্গে গোটা রাজত্বটা বাগাবার চেষ্টা করছিলেন, সেটা বুঝি খুব শ্রুতিমধুর ?

দেবু—খবর্দার বলছি।

নিত্য—কি মশাই এত চোখ রাঙাচ্ছেন। (চট্ করে খুড়োকে প্রণাম করে) খুড়ো আমার যে সে লোক নয়, এক আঁচড়ে বুঝে নিয়েছে কে সত্যিকারের ভালো আর কে মন্দ। (খুড়োর হাতটা ধরে) বলনা খুড়ো, তোমার ভয় কি ? পাঁচ হাজার আমাকে দিচ্ছ কি না ?

পঞ্চা—খবর্দার নিতু, মক্কেল ভাগাবিনা বলছি। (খুড়োর অন্য হাত ধরে) মাইরি খুড়ো বলে দাও তো ওদের, তুমি আমার কথায় রাজী হয়েছো কিনা।

দেবু—উঃ Impertinent, তুমি কি করে ঐ বাঁদর দুটোকে সহ্য করছ?

পঞ্চা—মুখ সামলে কথা বল বলছি।

নিত্য—এক চড়ে মাথা ঘুরিয়ে দেব।

খুড়ো—আহা হা মাথা ঠাণ্ডা কর, সব বোস আমায় কথাটা বলতে দাও—[হরিপদকে আসতে দেখে) হরি ভাই, এগিয়ে এস। আমি যা সিদ্ধান্ত করেছি তা তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিই।

হরি—হাঁ, আপনারা ওকে বলতে দিন, বসুন, বল খুড়ো—

খুড়ো—দেখ, ঐ টাকাটা পাবার পর থেকেই আমি ভাবছিলাম। অনেক কথাই ভাবছিলাম। মিথ্যে বলবো না, মেয়ের বিয়ের কথাও ভাবছিলাম, এই ভাইপোদের কথাও ভাবছিলাম কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভাবছিলাম আমার ঐ পিসীর কথা—

নিত্য ও পঞ্চা—(একসঙ্গে) পিসী।

খুড়ো—হাঁ, ভাবলাম পিসীর জন্যে তো জীবনে কিছু করিনি অথচ ভদ্রমহিলা অতগুলো টাকা আমায় দিয়ে গেলেন। মনে হ'ল ওঁর প্রতিও তাহলে আমার একটা কর্তব্য আছে।

দেবব্রত—তা আছে বইকি।

খুড়ো—তাই ভাবলাম বুড়ীর আত্মা কি করলে খুসী হবে। এটা ওটা পাঁচরকম ভাবলাম।

হরিপদ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আমাকেও জিজ্ঞেস করেছিলে বটে, আমি বল্লাম তুমি গয়াতে গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এস।

দেবু—আবার গয়াতে কেন? অতদূর। মিছি মিছি পয়সা খরচ, তার চেয়ে এই বুড়ি গঙ্গাতে—

খুড়ো—অনেকে অনেক কিছু বল্লে, কিন্তু মন সায় দিল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম এক কাজ করলে হয়। বুড়ী তো তার সব সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে গেছে, আমিও না হয় এই সাত হাজার টাকা মিশনেই দিয়ে দিই, তাহলে বুড়ীর আত্মা—

দেবু—তুমি কি পাগল হলে নাকি?

পঞ্চা—ছি, ছি, ছি, ছি।

খুড়ো—সেই কথা বলবার জন্যেই আজ তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

দেবু—আরে রামঃ রামঃ, তুমি কি বলছো খুড়ো?

নিত্য—ওসব কথা চিন্তাও কোর না।

খুড়ো—না না, চিন্তা করার আর কিছু নেই। আমি টাকাটা এই মাত্র দিয়ে আসছি।

সকলে—তার মানে?

খুড়ো—এই যে রসিদ—

সকলে—রসিদ!

দেবু—চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি? তার মানে এ বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার সব ভুঁয়ো?

খুড়ো—ভুঁয়ো কেন হবে, মেয়ের বিয়েতো আমি কোথাও দিইনি। লগ্ন ঠিক কর, বিয়ে দেব।

দেবু—বা, বা, শুধু হাতে শাঁখা আর সিঁদুর দিয়ে, উঃ কত বড় বিটলে শয়তান, এতদিন আমাকে নাজেহাল করে এখন দিব্যি

সাধু সেজে বসেছেন। আচ্ছা আমিও তোমায় ছাড়বো না, এ অপমানের উচিত শাস্তি দেবো।

নিত্য—চুপ করুন আপনি। ও টাকার ওপর আমাদের right আছে, খুড়ো কি করে তা দিয়ে দেয় শুনি, খুড়োর অবর্তমানে আমার আর পঞ্চাদার আধাআধি করে পাবার কথা।

খুড়ো—আহা, আমি তো বর্তমান।

নিত্য—ঘোড়ার ডিমের বর্তমান, তুমি একটা ভূত, একটা অদ্ভুত।

পঞ্চা—কিন্তু যাই বল, খুড়োর sense of humour আছে। খুব dramatic করেছে, সত্যি বলছি খুড়ো—

দেবু—shut up ; তোমাদের জন্যেই তো ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল।

পঞ্চা—মিথ্যে আমার ওপর রাগ করছেন, মাইরি বলছি আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না। ক'দিন স্ফূর্তি করা যেত, হ'ল না, তা আর একটা মক্কেল পাকড়ে নেব।

দেবু—আমিও দেখে নেব, কি রকম করে ওর ঐ কেলে মেয়েটার বিয়ে হয়, সারাজীবন আইবুড়ো থাকতে হবে।

[গোলমাল শুনে দরজার কাছে বিশু, মায়া, সরযূ এসে দাঁড়ায়]

নিত্য—আমি case করবো, খুড়োর বুজরুকি বার করছি, অন্যের টাকায় দানছত্তর খুলে বসেছেন। ন্যাকামি করবার আর জায়গা পাননি? জেলে ঢোকাবো, ঘানি টানাবো, চলে আয় পঞ্চাদা। আসুন দেবুবাবু, ও শালাকে আমি দেখে নেব। তবে আমার নাম নিত্যানন্দ সোম।

[নিত্যানন্দ, পঞ্চানন ও দেবব্রতের প্রস্থান]

হরিপদ—এটাকি ঠিক হল খুড়ো?

খুড়ো—আমাকে একটু সময় দাও হরিভাই। নিজেই এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। এই সব চেঁচামেচিতে মাথাটা যেন আরও গোলমাল হয়ে গেল।

মায়া—(কাছে এগিয়ে গিয়ে) বাবা।

খুড়ো—(বুকের কাছে টেনে নিয়ে) মা। (মায়াকে কাঁদতে দেখে) সত্যের পথ বড় কঠিন, কত সময় যে নিষ্ঠুর হতে হয়। আমার মন যা করতে বল্ল তাই করেছি, হয়ত তোর অনেক ক্ষতি করলাম।

মায়া—বাবা! (খুড়োর বুকে মুখ লুকিয়ে)

হরি—যাও খুড়ো ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করগে, মায়া, তোমার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

খুড়ো—হাঁ একটু বিশ্রামই দরকার, চল যাই।

[মায়া খুড়োকে নিয়ে চলে যায়]

সরযূ—এ আবার খুড়োর কি ঢং, কথা নেই বার্তা নেই অতগুলো টাকা দিয়ে দিল, এখন মায়ার কি হবে বল তো?

হরিপদ—খুড়ো কি আর না ভেবে কিছু করেছে।

সরযূ—এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে, কি আর ভাবতে পারে তাই বল না, একেবারে পাগলামি।

হরিপদ—মাথাটা ঠাণ্ডা হোক, তখন না হয় কথা বলব।

সরযূ—ছি, ছি, ছি।

বিশু—তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছ কি নিয়ে, মায়ার বিয়ের জন্যে তো? বিয়ে ওর ঠিকই হবে।

সরযূ—কার সঙ্গে?

বিশু—কেন, সমর।

সরযূ—হ্যাঁ, দেবু কাকা আর বিয়ে দেবে কিনা। ওই সাত হাজার টাকার জন্যেই তো সম্বন্ধ করেছিল।

বিশু—সমর তো আর ঐ টাকা দেখে মায়াকে ভালোবাসেনি। আমি বলছি তোমায়, দরকার হলে বাপের অমতেই সমর বিয়ে করবে।

সরযূ—দেখ, হলেই ভাল।

[সতীনের প্রবেশ]

সতীন—বিশুদা, একবার চলুন।

বিশু—কোথায় ?

সতীন—সেই মদন ড্রাইভার এসেছে, আপনাকে ডাকছে।

বিশু—এখানে পাঠিয়ে দেনা।

সতীন—ও বলছে, কি বিশেষ দরকার আছে। এখানে কথা বলার সুবিধে হবে না।

বিশু—তাহলে এখন থাক। (চিন্তিত মুখে) আচ্ছা চল, বেশী দূরে নয়ত ?

সতীন—না, না, রাজেন মল্লিকের গ্যারেজের মোড়েই, চায়ের দোকানে বসে আছে।

বিশু—দিদি, কেউ এলে বল আমি এখুনি আসছি—

[বিশু ও সতীনের প্রস্থান]

হরিপদ—যাক্, বিশু যখন বাড়ী ঠিক করে ফেলেছে আস্তে আস্তে সব গোছগাছ করে ফেল। চৌকী চেয়ার একটা ক্যাম্পখাট, সবই এক্সট্রা পড়ে আছে। ওগুলো তো নিয়ে যাবেই, দরকার হলে খাটিয়াও নিয়ে যাও।

সরযূ—না না, অত জিনিসপত্র কি হবে।

হরিপদ—তাহলে দেখ কারুর অসুবিধে না হয়। ধর ওঁনারা যদি এসে কেউ থাকেন তার ব্যবস্থা রাখা চাই তো, তাছাড়া আমরাও তো যাব—

সরযূ—আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

হরিপদ—অজিত বলছিল কি একটা কথা বলবে আমাকে।

সরযূ—হ্যাঁ, ওর অফিসে একবার যাওয়া দরকার।

হরিপদ—বেশ তো আমিই না হয় দেখা করে আসব, কি বলতে হবে জিজ্ঞেস করে আসি।

[বাড়ীর ভেতরে প্রস্থান, একটু পরে সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী—(নীচু গলায়) বিশুদা, বিশুদা—

সরযূ—কে ?

সাবিত্রী—বিশুদা বাড়ী আছে ?

সরযূ—না নেই। কি দরকার (সাবিত্রীকে দেখে) ও, তুমি !

সাবিত্রী—দিদি, আমার একটু দরকার ছিল।

সরযূ—(শুকনো গলায়) ওতো এখন নেই, কখন ফিরবে জানি না।

সাবিত্রী—তাহলে বরং আপনাকেই বলে যাই।

সরযূ—আমাকে ?

সাবিত্রী—হাঁ, এই ফলগুলো ওঁকে দেবেন।

সরযূ—বিশুকে, বেশ দিয়ে দেব, কিছু বলতে হবে ?

সাবিত্রী—আমি বলছিলাম ওঁকে মানে আমার স্বামীকে—

সরযূ—(আশ্চর্য হয়ে) সতুকে !

সাবিত্রী— (হেসে) হ্যাঁ দিদি।

সরযূ—তার মানে ?

সাবিত্রী—যা অনিয়ম করে মানুষটা। একটু ফলটল খাওয়া দরকার। জানেন তো যা কিপ্পণ, নিজে কখনও খাবে ভেবেছেন?

সরযূ—আশ্চর্য, সতুর জন্যে তোমার এত দরদ?

সাবিত্রী—সে কি কথা, হিঁদুর মেয়ে সোয়ামীর জন্যে দরদ থাকবে না?

সরযূ—থাক্ থাক্, আমার সঙ্গে আর ইয়ার্কী করতে হবে না। দরকার থাকে ফলগুলো ওখানে রেখে যাও। আমি সতুকে দিয়ে দেব।

[সাবিত্রী ফলগুলো রাখতে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

সরযূ—কি হোল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বনিবনা তো অনেক সংসারেই হয় না, তাই বলে নিজের স্বামীকে ছেড়ে কেউ চলে যায়?

সাবিত্রী—আমি চলে না গেলে ওঁর যে দুঃখের শেষ থাকৃত না দিদি!

সরযূ—কি বল্‌ছো সাবিত্রী!

সাবিত্রী—জানেন তো আমাকে বিয়ে করার জন্যে ওঁকে কত রকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। বাড়ীতে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বস্তীতে এসে উঠলেন। কিন্তু ওঁর মনটা যে ভারী নরম, সারাক্ষণই বাড়ীর কথা ভাবতেন। মা, দাদা, ছোট বোন—(সাবিত্রী চোখের জল মোছে)।

সরযূ—তাতো হবেই, রক্তের সম্বন্ধ কি ভুলে থাকা যায়!

সাবিত্রী—সত্যি দিদি। বেশীর ভাগ সময়ই অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন। রাত্রে অনেকদিন ঘুমুতেন না। এনিয়ে আমাদের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয়নি তা নয়, কিন্তু ফল হল বিপরীত।

সরযূ—কেন?

সাবিত্রী—উনি ভাবতেন জীবনটাই ওঁর নষ্ট হয়েছে, কারণ আমাকেও তিনি সুখী করতে পারেন নি।

সরযূ—সেটা কি মিথ্যে, তুমি কি সুখী হয়েছিলে?

সাবিত্রী—দিদি, যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তার কাছে থাকার চেয়ে আর বড় সুখ কি আছে?

সরযূ—সাবিত্রী।

সাবিত্রী—আমি ভেবে দেখলাম আমার জন্যেই ওঁর দুঃখ, আমার জন্যেই ওঁর কষ্ট, তাই আমি যদি সরে যাই, তাহলে উনি আবার আগের জীবন ফিরে পাবেন। সেই জন্যেই আমার চলে যাওয়া—

সরযূ—কিছু মনে ক'রনা সাবিত্রী, আমি তোমার দিদির মত তাই জিজ্ঞেস করছি, যদি সতুকেই তুমি ভালবাসতে তবে কেন পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াতে। আমি বলছি তোমায়, সেই জন্যেই সতু মদ খেতে সুরু করল, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল।

সাবিত্রী—আমি তো তাই চেয়েছিলাম দিদি।

সরযূ—তার মানে?

সাবিত্রী—তা না হলে উনি আমায় ছেড়ে দিতেন না। উনি যে আমায় কতখানি ভালবাসেন। আমি চেয়েছিলাম আমার ওপর ওঁর বিতৃষ্ণা জাগুক। হলও তাই, শুধু উনি কেন, আপনারা সকলেই ভাবলেন আমি খারাপ মেয়ে, এক বিশুদা ছাড়া। ঐ মানুষটাকে আমি কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারলাম না।

সরযূ—তুমি কি মনে কর সতু আবার আগের মত কাজকর্ম করবে, সেই পুরোন জীবন ফিরে পাবে?

সাবিত্রী—এখন সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, সময় মত খাওয়া দাওয়া করে।

সরযূ—শুনলাম ওর মার সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

সাবিত্রী—দেখবেন খুব শিগ্‌গিরি কাজে যোগ দেবে।

সরযূ—আর তুমি?

সাবিত্রী—আমার কথা ছেড়ে দিন। মানুষের সেবা করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। এইটুকুই চাই, যার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দিলাম, সে যেন সুখী হয়।

[জগদীশ, ভোলা 'দিদি' 'দিদি' বলে ডাকতে ডাকতে ঢোকে, সাবিত্রীকে দেখে থতমত খেয়ে যায়। মেয়েরা দুজনেই তখন চোখ মুছছে।]

সরযূ—কি খবর ভাই?

জগদীশ—সতুদা আসছে।

সরযূ—সত্যি?

ভোলা—হ্যাঁ দিদি, আজ থেকেই বোধ হয় কাজ সুরু করবে। ও এখন অনেক ভাল আছে।

জগদীশ—বিশুদা কই? ওকে খবরটা দিলে খুব খুসী হবে।

সরযূ—বিশুকে তো সতীন ডেকে নিয়ে গেল।

দু'জনে—সতীন কোথায়?

সরযূ—বল্লেতো রাজেন মল্লিকের গ্যারেজের কাছে, কে এক মদন ড্রাইভার এসেছে।

জগদীশ—সর্বনাশ।

সরযূ—কি হোল জগদীশ।

জগদীশ—নিশ্চয়ই ঐ রাজেন মল্লিকের কাজ, বুঝেছিস ভোলা, বিশুদাকে প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করছে। চল আমরা যাই।

সরযূ—কি বলছিস, ভাল করে বল না।

জগদীশ—ভাল করে আর কি বল্‌ব, নিজেরাই কি সঠিক কিছু জানি। তবে কানাঘুষো শুনছিলাম।

ভোলা—চোরাই মালের দায়ে ফেলে বিশুদাকে ওরা বেইজ্জৎ করবার চেষ্টা করছে।

সরযূ—সে কি ?

জগদীশ—আর সময় নেই, চল ভোলা আমরা যাই। (দু'জনের প্রস্থান)

সরযূ—কি সব আবোল তাবোল বলে গেল, বিশুটাও যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ভয় হয় ওর না কোন ক্ষতি করে।

সাবিত্রী—কার নাম বল্লে দিদি, মদন ড্রাইভার। কালো রং. বড় ঝুলপী, খাকী হাফ প্যাণ্ট পরা—

সরযূ—আমি তাকে চোখে দেখিনি।

সাবিত্রী—আমি দেখেছি একটা চটের থলে এখানে ছিল ? (অল্প খুঁজে বস্তাটা দেখে) এই যে।

সরযূ—কি আছে ওতে ?

সাবিত্রী—গাড়ীর কতগুলো জিনিস, ঐ মদন ড্রাইভার এখানে রেখে গিয়েছিল। কেন জানি না, সেই দিনই আমার লোকটাকে ভালো লাগেনি। হয়ত এর পেছনে কোন মতলব আছে।

সরযূ—তাহলে এখন কি করি ?

সাবিত্রী—এগুলো এখুনি সরিয়ে ফেলতে হবে।

সরযূ—কোথায়, বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাই ?

সাবিত্রী—না, না, বাড়ীর ভেতরে না, সময়ও নেই, হয়ত ওরা এখুনি এসে পড়বে। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন, যতগুলো প্যারি গাছের তলায় পুঁতে দিই।

[সাবিত্রী সেই পাথরগুলো সরিয়ে ফেলে ব্যস্তভাবে সরযূর সাহায্যে জিনিসগুলো রাখতে থাকে।]

সরযূ—কি করছ সাবিত্রী! ঠাকুরের গায়ে হাত দিওনা পাপ হবে।

সাবিত্রী—যা হবার তা আমারই হবে দিদি, আপনার কোন ভয় নেই। আমি যাকে দেবতা বলে জেনেছি তাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি পাথরের দেবতার অভিশাপ কুড়োতে হয়, তাই না হয় কুড়োব।

[আবার পাথরগুলো চাপা দিয়ে ফলগুলো খাটিয়ার ওপর রেখে সেই ঝুড়িতে বাকী দু'তিনটে মাল তুলে নিয়ে ওপরে কাপড় চাপা দেয়।]

সাবিত্রী—আমি এখন যাই দিদি, হয়ত ওরা এখনি এসে পড়বে।

সরযূ—এস বোন, আমার এত দিনের ভুল ধারনা—

সাবিত্রী—সে কথা এখন থাক, কিন্তু দোহাই আপনার, উনি যেন না জানতে পারেন, এ ফলগুলো আমি দিয়ে গেছি, আপনিই তাকে খাবার জন্যে দেবেন। আঁর বিশুদাকে বলবেন আর একদিন সময় করে এসে তাঁকে প্রণাম করে যাব। [প্রস্থান]

[স্তব্ধ বিস্ময়ে সরযূ দাঁড়িয়ে থাকে। লঘুপায়ে মায়ার প্রবেশ]

মায়া—কে বেরিয়ে গেল দিদি?

সরযূ—সাবিত্রী।

মায়া—সাবিত্রী। হঠাৎ, বিশুদার খোঁজ করতে বুঝি, না আর কিছু মতলবে।

সরযূ—মেয়েটাকে আমরা যা ভাবতাম তা নয়।

মায়া—তার মানে?

সরযূ—সে অনেক কথা, তবে এটুকু জেনে রাখ ও নিজের নামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে।

[জগদীশ ব্যস্তভাবে ঢোকে]

জগদীশ—সর্বনাশ হয়েছে দিদি, যা ভেবে ছিলাম তাই—

সরযূ—কি হয়েছে ভোলা—

জগদীশ—রাজেন মল্লিক পুলিশের লোক নিয়ে সার্চ করতে আসছে।

মায়া—কেন?

জগদীশ—রাজেন মল্লিক নালিশ করছে ওদের গ্যারেজ থেকে মাল চুরি গেছে। ওদের সন্দেহ বিশুদাকে।

মায়া—কি ভয়ানক লোক!

সরযূ—বিশু কোথায়?

জগদীশ—ওদের সঙ্গেই আসছেন।

সরযূ—এখন কি হবে?

জগদীশ—ঘাবড়াবার কি আছে, এতো সব মিথ্যে কথা। এখানে একটা জিনিসও পাবে না।

[বাইরে গণ্ডগোলের আওয়াজ]

জগদীশ—আপনারা বাড়ীর ভেতরে যান, আমি তো আছি কোম ভয় নেই।

[উত্তেজিত ভাবে বেশ কয়েকজনের প্রবেশ। মায়া আর সরযূ পেছনের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শোনে।]

রাজেন—আমি কি মিথ্যে কথা বলছি, এই এদের ব্যবসা, খালি চুরি। আমার কোম্পানীতেই তো আগে কাজ করতো। সব

ঘাঁৎ ঘোঁৎ জানে, প্রায়ই এটা ওটা সরে যায় কিছু বলি না, কিন্তু এবার প্রায় ৫০০৲ টাকার মাল।

বিশু—সে মালের গায়ে আপনার নাম খোদাই করা আছে নাকি?

রাজেন—নাম না থাকলে কি হবে নম্বর থাকবে না? ক'দিন আগে মাত্র দোকান থেকে এসেছে, এই সব cash memo, শুক্রবারের কেনা মাল, এই দেখুন সব নম্বর।

ইনেসপেক্টর—আমি তাহলে সার্চ করার অর্ডার দিই, জমাদার যাও, সব জায়গা ভালো করে দেখো। গ্যারেজের কোন জায়গা বাদ দিও না।

[কথামত জমাদার সার্চ সুরু করে। ব্যস্তভাবে সতুর প্রবেশ]

সতু—(রাজেনের কাছে এসে) ব্যাপার কি রাজেন বাবু। এসব কি সুরু করেছেন?

রাজেন—(অমায়িক হেসে) কিছুই নয়, খানাতল্লাসী।

সতু—ছি, ছি, ছি, সামনা সামনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে এখন পেছুনে ছুরি মারবার চেষ্টা করছেন।

রাজেন—(ইনেসপেক্টরকে) বাড়ীর ভেতরটা অন্দর মহল বলে বাদ দেবেন না, কে বলতে পারে হয়ত ঘরের মধ্যে লুকিয়েছে।

সতু—আর যদি কিছুই না পাওয়া যায়? বলে রাখছি রাজেন বাবু আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন।

বিশু—আঃ সতু মিথ্যে ঝগড়া করিস না।

সতু—কেন করবো না, একশোবার করবো।

রাজেন—কিসের এত চোখ রাঙাচ্ছো হে, আমার ভালমন্দ আমি নিজেই খুব ভালো জানি। নিজের ভালো দেখো—

সতু—কি বলছেন আপনি?

রাজেন—বুঝতে পারছো না, কচি খোকা নাকি ? বিশু বিশু, একেবারে হরিহর আত্মা। সেই তো শেষপর্যন্ত বৌ নিয়ে হাওয়া—

সতু—চুপ কর তুমি জানোয়ার।

রাজেন—কেন চুপ করবো, সত্যি কথা বলবো তো আর ভয় কিসের ?

['দেখবে ভয় কিসের' বলে সতু রাজনকে প্রায় মারতে যায়। বিশু তাকে ছাড়িয়ে আনে।]

বিশু—আজকের দিনটা থাক সতু, তারপর এর বোঝাপড়া হবে।

জগদীশ—সতুদা ওরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকছে, অজিতদা অসুস্থ—

রাজেন—ওরকম অসুখের ভান সবাই করে, রুগী দেখবে হয়ত চোরাই মালের ওপরই শুয়ে আছে।

সতু—ইনেসপেক্টর সাহেব, ওকে মুখ সামলে কথা বলতে বলুন, নইলে—

রাজেন—নইলে কি বল না শুনি ?

ইনেসপেক্টর—রাজেনবাবু এদিকে শুনুন—(কানে কানে) কৈ মশাই কিছু তো পাওয়া গেল না।

রাজেন—কিন্তু আছে নিশ্চয়, বিশুকে ডেকে নিয়ে যাবার সময়ই সতীন দেখে গেছে, বস্তাটা ঐ গাড়ীর কাছে ছিল।

ইনেসপেক্টর—আশ্চর্য তাহলে সরালো কে ? যাতে ও সাবধান করে দিতে না পারে, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ছি, ছি, এ বড় কাঁচা কাজ করলেন রাজেন বাবু, আমাকে এখন থানায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

রাজেন—কি করে বুঝবো যে ভোজ বাজীর মত বস্তাটা উড়িয়ে দেবে।

ইনেসপেক্টর—না, না, এ বড় অন্যায়। আপনার জন্যে আমি বিশ্রী false position এ পড়ে গেলাম। বামাল সমেত ধরাপড়ার কথা।

জমাদার—না স্যার সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

ইনেসপেক্টর—হুঁ তাহলে আমরা চলি, বিশুবাবু মাপ করবেন, আপনাকে মিছিমিছি বিরক্ত করলাম।

বিশু—আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন।

ইনেসপেক্টর—রাজেন বাবু আমরা চলি, report দিতে হবে।

সতু—নমস্কার।

ইনেসপেক্টর—নমস্কার (ইনস্পেক্টর ও জমাদারের প্রস্থান)

[রাজেন বাবুকে যেতে দেখে]

সতু—ওরে, ওরে সব রাজেন বাবুকে প্রণাম কর, ওঁর পায়ের ধুলো পড়েছে আমাদের গ্যারেজ আজ ধন্য হল।

রাজেন—আচ্ছা, আমি দেখে নেব।

সতু—কত আর দেখাবে দাদু এবার গিয়ে নিজের বাড়ীর ভেতরটা সামলাও।

রাজেন—কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমার বাড়ী তোলা।

সতু—বাড়ী কেন? পারলে তোমার চোদ্দ পুরুষ তুলবো, শালা কেউটের বাচ্চা।

রাজেন—খবর্দার বলছি

সতু—খবর্দার আবার কি? তোমাদের মত লোকের মুখে আমরা থুথু দিই। (থুথু দেয়)

রাজেন—বেয়াদপ, বেল্লিক কোথাকার (দ্রুত প্রস্থান)

[সকলের হো হো করে হাসি সরযূ, মায়া বেরিয়ে আসে।]

সরযূ—ওরা চলে গেছে?

অনেকে—গেছে।

বিশু—কি করে বুঝলে, বস্তাটা তোমরা সরালে কোথায়?

জগদীশ—বস্তা, কোন বস্তা!

বিশু—সে কি! তবে কে সরালে! ভোলা, সতু—

সতু—কি বলছিস বুঝতে পারছি না।

বিশু—আমি চলে যাবার পর কে ছিল এখানে, দিদি!

সরযূ—আমি বলছি, তুই এদিকে আয়।

বিশু—বল, বল, কি করে তুমি বুঝলে?

সরযূ—সব বলছি তুই ভেতরে আয়।

[সরযূ বিশুকে নিয়ে ভিতরে যায়।]

সতু—ওঃ, রাজেন মল্লিকটা কি কম শয়তান। কি রকম গোলমালে ফেলেছিল।

জগদীশ—ভাগ্যিস্ আপনি এসে পড়েছিলেন, আমরাতো কি করবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

ভোলা—এসব সতীনের কাজ। আমি তোদের বার বার বল্লাম ওটা রাজেন মল্লিকের চর, তোরা শুন্‌লি না। এখন হলো তো?

সতু—সে হতভাগা গেল কোথায়? একবার ধরে আননা দেখি। পালিয়ে না যায়।

জগদীশ—পালাবে কোথায়, সব জায়গায় আমাদের লোক আছে।

[নেপথ্যে—গোলমাল, সতীনকে ধরে একজনের প্রবেশ।]

একজন—এই যে সতুদা, হতভাগাটাকে ধরে এনেছি। লাফিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, কত বড় বদমায়েশ?

সতীন—আমাকে মাপ করুন, বুঝতে পারিনি, না বুঝে—

সতু—বুঝতে পারিনি, কচি খোকা।

সতীন—মদন ড্রাইভার আমার দেশের লোক; ওযে রাজেনবাবুর বুদ্ধিতে এমন কাজ করবে।

জগদীশ—আর আজ যে বিশুদাকে ডেকে নিয়ে গেলে—

সতু—কত টাকা দেবে বলেছে?

সতীন—সত্যি বলছি আমি টাকাকড়ি কিছু নিইনি।

ভোলা—তবে কি ভালবেসে করেছ, হারামজাদা শুয়োর।

জগদীশ—মেরে ওর পিঠের চামড়া তুলে দেব। তবে আমাদের শান্তি— [বিশুর প্রবেশ]

সতু—এই যে বিশু এ হতভাগাকে কি করা যায় বলতো?

বিশু—আমি তোমায় বিশ্বাস করে কাজে নিয়েছিলাম, এই তার প্রতিদান, বা বা শুধু কটা টাকার জন্যে? (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ওকে ছেড়ে দাও—

ভোলা—কি বলছেন বিশুদা, ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিই—

বিশু—ছুচো মেরে হাতে গন্ধ করে কি লাভ। টাকা, টাকা—টাকা যে মানুষের কত সর্বনাশ করছে। (থেমে) যা ছেড়ে দিলাম, আর এমুখো হসনি— (সতীনের প্রস্থান)

বিশু—সত্যি আশ্চর্য এ ভাবে যে ছাড়া পাব ভাবিনি। পুলিশ ষ্টেসনে বসেই ভেবেছিলাম, এবার আমায় রাজেন মল্লিক সত্যি-সত্যিই বোকা বানাল।

বিশু—ভোলা, জগদীশ, তোরা যারে, বাড়ীতে যা, বরং সন্ধ্যেবেলা আসিস।

সতু—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা যা। [ভোলা জগদীশের প্রস্থান]

সতু—এবার থেকে একটু সামলে চলিসরে বিশু, যা তা লোককে কাজে ঢোকাস্‌না। কার কি মতলব কে বলতে পারে।

বিশু—আমারও যে দোষ নেই তাতো নয়, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। সতীনের কথায় মালগুলো রাখতে গেলাম কেন। তাই এই দুর্ভোগ—

সতু—শালারা আমাদের গ্যারেজ ভাঙবে, গ্যারেজ। এতো শুধু আমাদের গ্যারেজ নয়, এ আমাদের মান, আমাদের ইজ্জৎ।

বিশু—সতু তুই ফিরে এসেছিস, এই ভেবেই আমার আনন্দ হচ্ছে।

সতু—কেন, তুই কি ভেবেছিলি আমি আর ফিরব না।

বিশু—চল চল, ভেতরে চল। দিদি, খাবার ব্যবস্থা কর, সতু আজ আমার সঙ্গে খাবে।

[পেছনের দরজা দিয়ে দুজনে বাড়ীর ভেতর ঢোকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। ক্রমে চাঁদের আলো ফুটে ওঠে, বাড়ীর ভেতর থেকে সতু আর বিশুর প্রবেশ, কাঁধে হাত দিয়ে।]

বিশু—সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম, তোকে যখন মত্ত অবস্থায় দেখতাম ভাবতাম হয়তো এই ভাবেই তোর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। মদ আর মদ। সারাদিনে তুই কত মদ খেতিস বলতো? এখন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিস?

সতু—একদম ছুঁই না।

বিশু—আশ্চর্য এ রকম পারলি কি করে?

সতু—অভিনয় করছিলাম।

বিশু—কিসের অভিনয়?

সতু—মাতালের।

বিশু—কেন ?

সতু—কেন আবার, যাতে সাবিত্রী আমাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে যায়, তাই আর কি—

বিশু—কি বলছিস্ সতু। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—

সতু—অ্যাঃ, এই গাড়ীটা কতদিন আটকে রয়েছে বলতো, কালকেই হাত লাগাতে হবে।

বিশু—সাবিত্রীর কথা কি বলছিলি ?

সতু—ওসব শুনে কি হবে, কাজে কর্মে লেগে গেছে, দেখবি ও দিব্যি উন্নতি করবে। ওর রূপ আছে, গুণ আছে ভাবনা কি ?

বিশু—তুই কিন্তু সাবিত্রীকে বুঝতে পারিস্ নি, ও তোকে সত্যিই ভালবাসে—

সতু—ভালবাসে, একথা তুই আমাকে বলছিস্, আমি জানি না ?

বিশু—সতু !

সতু—ওর জীবনের দুঃখ স্থরু হল, আমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে। এই বস্তীতে এসে থাকতে হ'ল, অভাব, অনটন, পাওনাদারের তাড়া। ছিঃ ছিঃ সত্যি অত ভাল মেয়েটার আমি সর্বনাশ করেছি।

বিশু—থাকগে সতু ওসব কথায় আর কাজ নেই।

সতু—আমি দেখলাম ও আমাকে এত ভালবাসে, কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারবে না। অথচ গেলে ওর উন্নতি হবে অনেক। আমি তাই মদ খেতে স্থরু করলাম। সারারাত বাইরে কাটাতে লাগলাম। যাতে ও মনে করে আমি কোন খারাপ জায়গায় যাতায়াত করছি। আমি যা চেয়েছিলাম তাই হোল, আমার থেকে ওর মন ক্রমশঃ দূরে সরে গেল।

বিশু—এ তুই কি বলছিস সতু, শুধু সাবিত্রী তো নয়, আমরা সকলেই যে তোকে ভুল বুঝেছি। কত মিথ্যে অপবাদ দিয়েছি, অপমান করেছি।

সতু—খুব ভাল করেছিস। তা না হলে ও কিছুতেই যেতো না। আমি শুধু চাই সাবিত্রী সুখী হোক বড় হোক।

বিশু—তুই বস সতু, নে একটা নেবু খা।

সতু—তাই খাই, সাবিত্রী আমাকে ফল খাওয়াতে এত ভালোবাসতো পয়সার অভাবে সে বেচারী খাওয়াতে পারেনি। (একটু থেমে) তোকে কিন্তু ঠকিয়েছেরে বিশু।

বিশু—কেন?

সতু—লেবুটা পচা।

বিশু—তাই নাকি ছাড়িয়ে দেখতো।

সতু—না, ওপরে দাগ পড়লেও ভেতরটা পরিস্কার। (মুখে দিয়ে) না বেশ মিষ্টি।

[সমরের প্রবেশ]

সমর—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলি বিশু?

বিশু—হাঁ, কি ঠিক করলি?

সমর—কিসের?

বিশু—বিয়ের।

সমর—না, মানে ঠিক করার আর কি আছে।

বিশু—দেবু কাকার সঙ্গে কথা বলেছিস্?

সমর—বলিনি, এই গণ্ডগোল হৈ হৈ, তার মধ্যে কখন আর কথা হবে? তাছাড়া বলেই বা কি লাভ, বাবাতো মত দেবেনা জানিই।

বিশু—বাবা মত দেবেনা বলে এতদূর এগিয়ে তুই বিয়ে করবিনা?

সমর—করবোনা কি বলেছি? হ'বার থাকলে, সেতো হবেই। যার সঙ্গে যার ভবিতব্য সেকি কেউ আটকাতে পারে!

[ইতিমধ্যে মায়া পেছুনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছে।]

মায়া—সমরদা, শুনে যান। (সমর ভয়ে এগিয়ে যায়) এই নিন আপনার দেওয়া গয়নার সেট।

সমর—আহা ওটা থাকনা।

মায়া—না, কোন রকম ঝুটো জিনিষ আমি রাখি না। যান এদিকে আর আসতে হবে না।

[মায়ার দ্রুত প্রস্থান। সমর একটু চুপ করে থাকে।]

বিশু—(বিরক্ত স্বরে) আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও নির্ভয়ে তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করগে।

সতু—(উঠে পড়ে) চল্ সমর, আমি তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আমি ঘুরে আসছিরে বিশু।

[সমর ও সতুর প্রস্থান। বিশু চুপচাপ বসে থাকে একটু পরে খুড়োর প্রবেশ]

খুড়ো—শরীর ভালো আছে তো বিশু?

বিশু—এসো খুড়ো, বসো।

খুড়ো—আঃ বেশ চাঁদনী রাত। বোধহয় পূর্ণিমাই হবে। কি ঠাণ্ডা আলো।

বিশু—কিন্তু খুড়ো এটা কি ঠিক হল?

খুড়ো—কিসের কথা বলছিস?

বিশু—এই যে সাত হাজার টাকা, এক কথায় দান করে দিলে। যা বুঝলাম সমর বোধ হয় বিয়ে করবে না। হঠাৎ এরকম কেন করলে বল্তো খুড়ো?

খুড়ো—হঠাৎ আর কি—এই টাকাটা পাওয়ার পর থেকেই ভাবছিলাম তুমি বললে বিশ্বাস করবে না বিশু ভাই। রীতিমত আমার কপাল কুঁচকুতে আরম্ভ করেছিল। বাবা Barometre দেখেই বুঝে ফেল্লাম—আমাকে অসুখে ধরেছে। টাকার অসুখ।

বিশু—(হেসে) ও তাই বল।

খুড়ো—হাসির কথা নয় বিশু। তা না হলে এ রকম গোলমাল হয়। এ যেন মাথার গোলমাল। টাকা পেয়েই ভাবলাম মেয়ের বিয়ে দেবো। দেবব্রতর ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করলাম। অথচ দেখ ও-মানুষটাকে কোনদিন আমার ভালো লাগতো না। এতদিনের ধারণাই সব আমার পালটে যেতে লাগলো।

বিশু—এর মধ্যে তুমি এত কথা ভেবে ফেলেছো খুড়ো?

খুড়ো—আমি অনেক ভেবে দেখেছি। ঐ চাঁদ আর টাকায় কত মিল। চাঁদও গোল, টাকাও গোল। চাঁদও রুপোলী, টাকাও রুপোলী।

বিশু—তারপর।

খুড়ো—শিশু চাঁদে হাত দিতে চায়। মানুষ টাকায় হাত দিতে চায়। কিন্তু চাঁদেও কেউ বাস করতে পারে না। টাকাতেও কেউ বাস করতে পারে না।

বিশু—তার মানে তুমি বলছো চাঁদ আর টাকা একই জিনিস?

খুড়ো—নারে, বাইরে ওদের মিল থাকলে কি হবে, ভেতরে যে গভীর অমিল। টাকার কি গরম বলতো? এই কদিনেই জ্বলে পুড়ে মরছিলাম। কিন্তু এই চাঁদের আলো আজ যেন সব

জুড়িয়ে দিয়েছে। আঃ, সত্যি বলছি বিশু ভাই আজ আমার কপালে হাত দিয়ে দেখ, কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বিশু—(হেসে) তা সত্যি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

খুড়ো—হরিপদ কোথায় ?

বিশু—বাড়ীর ভেতরে।

খুড়ো—যাই ওর সঙ্গে পরামর্শ করি।

বিশু—কাল থেকে কারখানায় আবার পুরোদমে কাজ চালু হবে। জানতো সতু ফিরে এসেছে।

খুড়ো—শুনলাম। খুব আনন্দ হল। আবার তোমরা দুই বন্ধুতে এক হলে।

[খুড়ো বাড়ীর ভেতর যায়। বিশু গাড়ীর পেছুনে গেলে মায়া বেরিয়ে আসে]

বিশু—মায়া।

মায়া—বিশুদা।

বিশু—মনে খুব কষ্ট পেয়েছো না ?

মায়া—কষ্ট হয়তো পেয়েছি, কিন্তু আপনি যেজন্যে ভাবছেন সেজন্যে নয়। বিশ্বাস করুন আমি নিজের কথা ভাবছি না। ভাবছি বাবার কথা। আপনি জানেন না বিশুদা, আমার জন্যে তাঁর ভাবনার আর অন্ত নেই। টাকাটা দিয়ে অবধি কত রকম চিন্তা করছেন। আমার জীবনটা যেন ওঁর জন্যেই নষ্ট হয়ে গেল।

বিশু—হাজার হোক, বাবাতো, মেয়ের বিয়ের চিন্তা।

মায়া—বিয়ে, বিয়ে, কেন বিয়ে না করে কি থাকা যায় না। আপনাদের কথা শুনলে সত্যি এক এক সময় এত বিশ্রী

লাগে। মনে হয় এ জীবনটার যেন আর কোন দাম নেই।

বিশু—আমি তা বলিনি মায়া, তুমি ভুল করছো।

মায়া—ভুল, ভুল, সারাজীবন শুধু ভুলই করলাম।

বিশু—সময় যে এতটা হাল্কা তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমি ওকে ছাড়বো না, এর একটা বোঝাপাড়া—

মায়া—দোহাই আপনার, বিশুদা, আর আমাকে অপমান করবেন না, অনেক সহ্য করেছি, শুধু দয়া আর করুণা, ছিঃ, ছিঃ—

বিশু—এ কি বলছ মায়া?

মায়া—আমি ঠিকই বলছি, আমরা গরীব বলে, বাবা সংসারের মার-প্যাঁচ বোঝেন না বলে—

বিশু—না না মায়া লক্ষীটি শোন (হাতে হাত ঠেকে যায়)।

মায়া—(বিস্ময়ে) বিশুদা!

বিশু—মায়া (একটু থেমে) আমি জানতাম তোমার আর সময়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশী, মনে হত' তোমরা ভুল করছ, জীবনটা শুধু সোনালী স্বপ্ন নয়—

মায়া—একথা কেন আপনি আমায় আগে বলেন নি?

বিশু—ভয়ে।

মায়া—কিসের ভয়?

বিশু—পাছে তোমরা আমায় ভুল বোঝ, তুমি জান না মায়া—আমার জীবনেও একটা কত বড় ফাঁক রয়েছে, সেখানটাও একেবারে ফাঁকা ধু ধু করছে। ছোটবেলা থেকে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করছি, কারুর কাছ থেকে এতটুকু পরমর্শ পাইনি, খারাপ হয়ে গেছি ভেবে সকলেই আমায় খরচের খাতায় ফেলে

দিলে—উঃ তোমরা জান না সে জায়গাটায় আমি কত একলা, কতখানি নিঃসঙ্গ।

মায়া—বিশুদা।

বিশু—সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম লেখাপড়াটা ছেড়ে দিয়ে। তার পর থেকেই চিরকাল একটা Inferiority complex এ ভুগছি। তোমাদের কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হত। ইচ্ছে থাকলেও মুখফুটে কিছু বলতে পারতাম না। যদি তুমি ঠাট্টা করো। যদি তুমি হাস। (একটু থেমে) আর কি আশ্চর্য, আমিই প্রথম বুঝতে পারি সমরের সঙ্গে তোমার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই আরো বোবা হয়ে গেলাম। যদি আগে বলে ফেলতে পারতাম, (মায়ার আবেগের সঙ্গে ভিতরে প্রস্থান) যাকগে ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য, হয়তো তুমি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতে না, তা হলে আরো দুঃখ পেতাম—মায়া (ফিরে দেখে) ও চলে গেছে, ছিঃ ছিঃ মিথ্যে এত কথা বললাম? (ছট্ ফট্ করে) কি জানি কি মনে করলে (জোরে) মায়া, মায়া একবার শুনে যাও।

[খুড়োর প্রবেশ হাসি মুখে]

খুড়ো—বিশু আজকে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমার যে কত আশা ছিল, কিন্তু বলতে পারিনি যদি তোমরা ভুল বোঝ।

বিশু—খুড়ো মায়া বলেছে তোমায়—

খুড়ো—তা নইলে আমি জানবো কি করে?

[বাইরে গোলমাল ইনস্পেক্টর, রাজেন, সতীন প্রভৃতির প্রবেশ]

ইনস্পেক্টর—মাপ করবেন বিশুবাবু, একটা জায়গা আমরা ভাল করে দেখতে চাই, তখন তাড়াতাড়িতে দেখা হয়নি।

বিশু—কোন জায়গা ?

রাজেন—(গাছের তলা দেখিয়ে) এই নুড়িগুলো একটু সরিয়ে দেখতে চাই।

বিশু—(সতীনকে দেখে চাপা রাগে) সতীন স্কাউণ্ড্রেল।

সতীন—আমি কিছু জানিনা।

রাজেন—ভয় কি তোর, আমি তো আছি, ইনস্পেক্টরবাবু অর্ডার দিন।

ইনস্পেক্টর—বিশুবাবু আলোটা জ্বেলে দিন তো।

[বিশু গাড়ীর উপরের আলোটা জ্বেলে দেয়।]

ইনস্পেক্টর—জমাদার গাছের তলা সার্চ কর।

পুলিশ—আজ্ঞে সকলে এখানে পূজা করে—

রাজেন—ঠিক আছে আমিই সরাচ্ছি। সতীন হাত লাগাও।

খুড়ো—করেন কি রাজেনবাবু, করেন কি ? [হৈচৈ করে সকলের প্রবেশ।]

জগদীশ—কি, ব্যাপার কি ?

খুড়ো—আবার ওরা খুঁজতে এসেছে—

ভোলা—ও শালার সর্বনাশ হবে, এ আমি বলে দিলাম।

ইনস্পেক্টর—চুপ করুন, চুপ্ চুপ্।

রাজেন—পেয়েছি ইনস্পেক্টর—এই যে একটা, এই আরেকটা এই দেখুন—বললাম চোরাই মাল যাবে কোথায়—দেখেছেন তো রাজেন মল্লিক কখনও মিথ্যে নালিশ করে না, চোরের বংশ চোর—

ইনস্পেক্টর—Strange. যা মাল পাবে সব বস্তায় ভরো, থানায় যাবে—

[নেপথ্যে কি বলছিস তুই, রাজেন শালা আবার পুলিশ নিয়ে এসেছে, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা বলতে বলতে সতুর প্রবেশ]

সতু—এসব কি হুজ্জুতী সুরু করেছেন?

রাজেন—কিছু নয়, বিশুবাবুকে একটু শ্রীঘরটা ঘুরিয়ে আনি, উনি আজকাল নতুন বাবু হয়েছেন কি না—

সতু—কি হয়েছে, কি?

রাজেন—অত মেজাজ দেখাতে হবে না—এই যে বামাল সমেত চোর ধরা পড়েছে। বাছাধন এবার টের পাবেন, ভাল করে দেখে নাও এ ভানুমতীর খেলা নয়।

ইনস্পেক্টর—বিশুবাবু এবিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

সতু—(চারদিক দেখে নিয়ে, হেসে) বিশু আর কি বলবে! এই মালগুলো আমিই রেখেছিলাম।

ইনস্পেক্টর—আপনি?

সতু—হ্যাঁ—মানে আমার আবার নেশার অভ্যেস আছে কিনা—তাই এগুলো সরিয়ে রেখেছিলাম, যাতে দরকার পড়লে বিক্রী করতে পারি।

বিশু—কি বলছিস সতু—

জগদীশ ও ভোলা—সতুদা—

সতু—আমি ভেবেছিলাম এর মধ্যে লুকুলে কেউ ধরতে পারবে না, যাক ধরা যখন পড়েই গেলাম স্বীকার করাই ভাল।

রাজেন—না না ইনস্পেক্টর সাহেব ও কিছু জানে না, বিশুই হচ্ছে আসল চোরা কারবারী—

সতু—ফের কথা বদমায়েস্, মাটিতে মুখ ঘসটে দিলে তবে আমার রাগ যায়—

বিশু—সতুর কথা বিশ্বাস করবেন না ইনস্পেক্টরবাবু, ও আমাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে, ও এসবের কিছু জানে না—

জগদীশ—সত্যি কথা, সতুদা নির্দোষ—

ইনস্পেক্টর—আমি এখন কাকে বিশ্বাস করবো, তাহলে দুজনেই থানায় চলুন।

সতু—আমি তো দোষ স্বীকার করছিই, বিশুকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন ?

বিশু—না, না, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না, জগদীশ, ভোলা, সতুকে ধরে রাখ, আমি যাচ্ছি এদের সঙ্গে।

সতু—বা, বা, বা, খুব একেবারে মহত্ব দেখাচ্ছেন। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে গ্যারেজটা যাক্, ওরা যা চায় তাই হোক্, যেমনি গাধার মত বুদ্ধি—চলুন ইনস্পেক্টরবাবু, যা বলার আমি থানায় গিয়ে বল্‌ব।

ইনস্পেক্টর—আপনি স্বেচ্ছায় সমস্ত দোষ স্বীকার করছেন ?

সতু—কর্‌ছি।

বিশু—না, না, ইনস্পেক্টরবাবু—

সতু—আঃ, খুড়ো ওকে সামলাও। চলুন, থানায় চলুন। (সামনে রাজেনকে দেখে) বেরোও বেরোও এখান থেকে—

ইনস্পেক্টর—চলুন রাজেনবাবু, জমাদার সব মাল নিয়ে এস—

সতু—আমাকে এক মিনিট সময় দিন, এদের সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই—

ইনস্পেক্টর—বেশ, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি—

[ইনস্পেক্টর ও রাজেনবাবুর প্রস্থান]

বিশু—এ তুই কি করলি সতু ?

সতু—ঠিকই করেছি, ওরা চায় এই গ্যারেজটা ভেঙ্গে দিতে, তা আমি কিছুতেই হতে দেবো না। তুই থাকলে গ্যারেজ থাকবে, ভাল করে চালাস্।

বিশু—ওঃ রাজেন মল্লিকের কত বড় শয়তানী।

খুড়ো—এই সময় যদি আমার টাকাটা থাকতো, হয়ত তোদের বাঁচাতে পারতাম।

[সরযূ ও মায়া এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়]

সতু—খুড়ো তুমি আবার সেই টাকার কথা ভাবছ, ওই টাকার জন্যেই তো রাজেন মল্লিকের এত লোভ, মদন ড্রাইভারের শয়তানী, সতীনের নেমকহারামী—

সরযূ—সতু ভাই, একি করলি তুই !

সতু—(ধরা গলায়) দিদি, আর কেউ না জানুক তুমি তো জান দিদি, রাজেন মল্লিকের গ্যারেজ ছেড়ে যেদিন চলে এসেছিলাম। বিশুই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। আমারই জন্যে ও চাকরি ছেড়ে দিলে। নিজের বাড়ীতে গ্যারেজ করল। আমাদের রক্ত জল করা খাটুনি। এরা এত সহজে ভেঙে দেবে। না না তা আমি হতে দেব না।

বিশু—কিন্তু সতু আমার মন যে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না রে—

সতু—কিছু ভাবিস্ না বিশু, কদিনেরই বা মাম্‌লা, খুব বেশী হলে হয়ত কয়েকমাস আটকে রাখবে। সে আমার পক্ষে এক রকম ভালই, কোথায় মদ খেয়ে পড়ে থাকতাম্।

নিজেতো ঘর বাঁধতে পারলাম না। তুই ঘর বাঁধিস।
আমি ফিরে এসে তোর সুখের সংসার দেখবো। এই
গ্যারেজ দেখবো। তখন কত বড় হবে, কত নাম হবে।

ইনস্পেক্টর—সতুবাবু চলে আসুন—দেরী হচ্ছে।

সতু—(যেতে গিয়ে) এই যে আসছি, (আবার ফিরে) বিশু মাঝে
মাঝে সাবিত্রীর খবর নিস্, ও বেচারী বড় একলা। আর
আমার জন্যে ভাবতে বারণ করিস্।

[সতু আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। সকলে স্তব্ধ। চোখের জল
সামলাবার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা